CONTENTS

Monday, the 28th August, 1989 — Pages

CONTENTS — Pages.

Tuesday, the 29th August. 1989 :

CONTANTS

Pages

Wednesday, the 30th August, 1989

CONTENTS

LIST OF MEMBERS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY)

S.L No. & Name of Constituency.	Name of Elected Members.
1. Simna (ST)	Vacant.
2. Mohanpur	Dhirendra Chandra Debnath
3. Bamutia (SC)	Prakash Ch. Das
4. Barjala	Dipak Kumar Roy
5. Khayerpur	Ratan Lal Ghosh
6. Agartala	Maharani Bibhu Kumari Devi
7. Ramnagar	Surajit Datta
8. Town Bordowali	Sudhir Ranjan Majumdar
9. Banamalipur	Ratan Chakraborty
10. Majlishpur	Dipak Nag
11. Mandaibazar (ST)	Rashiram Debbarma
12. Takarjala (ST)	Tarani Debbarma
13. Pratapgarh (SC)	Anil Sarkar
14. Badharghat	Dilip Sarkar
15. Kamalasagar.	Matilal Sarkar
16. Bishalgarh	Samir Ranjan Barman
17. Golaghati (ST)	Buddha Debbarma
18. Charilam	Matilal Saha
19. Boxanagar	Billal Mia
20. Nalchar (SC)	Sukumar Barman
21, Sonamura	Rashik Lal Roy
22. Dhanpur	Samar Choudhury
23. Ramchandraghat (ST)	Dasaratha Deb
24. Khowai	Arun Kumar Kar

S.L. No. & Name of Constituency	Name of Elected Members.
25. Asharambari (ST)	Bidya Ch. Debbarma
26. Promodnagar	Nripen Chakraborty
27. Kalyanpur	Makhan Lal Chakraborty
28. Krishnapur (ST)	Khagendra Jamatia
29. Teliamura	Jitendra Sarkar
30. Bagma (ST)	Ratimohan Jamatia
31. Salgarah (SC)	Gopal Ch Das
32. Radhakishorpur	Chitta Ranjan Saha
33. Matabari	Kashiram Reang
34. Kakraban	Keshab Majumdar
35. Rajnagar (SC)	Nakul Das
36. Belonia	Amal Mallik
37. Santibazar	Gouri Sankar Reang
38. Hrishyamukh	Badal Choudhury
39. Jolaibari (ST)	Brajamohan Jamatia
40. Manu (ST)	Anju Mog
41. Sabroom	Sunil Kumar Choudhury
42. Ampinagar (ST)	Nagendra Jamatia
43. Birganj	Jawhar Saha
44. Raima Vali (ST)	Rabindra Debbarma
45. Kamalpur	Bimal Sinha
46. Surma (SC)	Rudreswar Das
47. Salema (ST)	Dinesh Debbarma
48. Kulai (ST)	Diba Chandra Hrangkhwal
49. Chawmanu (ST)	Purna Mohan Tripura
50. Pabiachara (SC)	Bidhu Bhusan Malakar
51. Fatikroy	Sunil Chandra Das
52. Chandipur	Baidyanath Majumdar

S.L. No. & Name of Constituency	Name of Elected Members.
53. Kailasahar	Birajit Sinha
54. Kourti	Fayzur Rahaman
55. Kadamtala	Jyotirmoy Nath
56. Dharmanagar	Kalidas Datta
57. Jubarajnagar	Biva Rani Nath
58. Pecharthal (ST)	Sushil Kumar Chakma
59. Panisagar	Subodh Das
60. Kanchanpur (ST)	Drao Kumar Reang

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

SPEAKER

Shri Jyotirmoy Nath

Deputy Speaker

Shri Ratimohan Jamatia

Panel of Chairman

1. Shri Rashik Lal Roy
2. Shri Amal Mallik
3. Shri Buddha Debbarma
4. Shri Keshab Majumdar

Secretary

Shri B. K. Bhattacharjee

GOVERNMENT OF TRIPURA
List of the Ministers Showing their Portfolios

SL. No.	Name of Minister	Name of Departments assigned.
1.	Shri Sudhir Ranjan Majumdar, Chief Minister.	a) Political b) Administrative Reforms, c) Confidential & Cabinet, d) Secretariat Administration, e) Appointment & Services, f) Planning & Co-Ordination, g) Finance, h) Public works, i) Transport, j) Local Self Government, k) Power, l) Industries, m) Co-operation, n) Perliamentary Affairs,
2.	Shri Nagendra Jamatia Minister.	a) Agriculture, b) Fisheries, c) Animal Husbandry, d) Jhumia Rehabilitation including Rubber Plantation Corporation.
3.	Shri Samir Ranjan Barman, Minister	a) Home, b) Law, c) Printing & Stationary, d) Statistics, e) Information, Cultural Affairs & Tourism.

SL. No.	Name of Minister	Name of Departments assigned.
4.	Maharani Bibhu Kumari Devi, Minister	a) Revenue,
5.	Shri Kashiram Reang, Minister	a) Health & Family Welfare, b) Jail, c) Relief & Rehabilitation.
6.	Shri Drao Kumar Reang, Minister	a) Forest, b) Science, Technology and Environment, c) Tribal Welfare (Including ADC) d) Welfare of Scheduled Castes.
7.	Shri Arun Kumar Kar, Minister	a) Education, b) Labour.
8.	Shri Birajit Sinha, Minister	a) Rural Development, b) Panchayet, c) Tribal Rehabilitation in Plantations & Primitive Group Programme.

S.L. No.	Name of Ministers of State	Department assioned
1.	Shri Mati Lal Saha Minister of State,	a) Food & Civil Supplies, b) Industries, c) Finance, d) Transport,

SL. No.	Name of Ministers of State	Department assigned
2.	Shri Rabindra Deb Barma, Minister of State.	a) Power, b) Co-Operation.
3.	Shri Ratan Chakraborty, Minister of State.	a) Information, Cultural Affairs & Tourism, b) Youth Services, c) Parliamentary Affairs,
4.	Shri Jawhar Saha, Minister of State.	a) Local Self Government, b) Rural Development, c) Panchayet, d) Home,
5.	Shri Surajit Datta, Minister of State.	a) Public Works, b) Jail, c) Relief & Rehabilitation.
6.	Shri Billal Mia, Minister of State.	a) Agriculture, b) Fisheries, c) Animal Husbandry,
7.	Shri Prakash Ch. Das, Minister of State.	a) Forest, b) Science, Technology & Environment, c) Tribal Welfare, d) Welfare of Scheduled Caste.
8.	Shri Kalidas Datta, Minister of State.	a) Revenue, b) Law, c) Home.
9.	Smt. Biva Rani Nath, Minister of State.	a) Education, b) Women Welfare, c) Health & Family Welfare.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace), Agartala on Monday, the 28th August, 1989 at 11 A.M.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Jyotirmay Nath) in the Chair, the Chief Minister, Seven Ministers, Nine Ministers of States, the Deputy Speaker and 39 Members.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) :—স্যার, আমি একটা অনুরোধ আপনাকে করবো যে, আজকের লিষ্ট অব্ বিজনেস সাসপেণ্ড করে দিয়ে আমার একটা এডজোর্নমেন্ট মোশ্যান আছে, সেই এডজোর্নমেন্ট মোশানটা আমাকে আলোচনা করার সুযোগ দিন।

Mr. Speaker :—I have got the notice of your Adjournment Motion and the Adjournment Motion is rejected as because one Calling Attention notice as given by some of the member' I think he is Amal Mallik, on that subject and same subject is there. So I have admitted the Calling Attention notice and rejected the adjournment Motion.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমরা কোন কলিং এটেনশন দিই নি। যদি খুনীদের কোন উকিল দিয়ে থাকে সেটা আমাদের পারপাস সার্ভ করবে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী :—স্যার, আমি বুঝতে পারছি না, রিজেক্ট্ হয়ে গেছে কিন্তু মাননীয় সদস্য কেন এটা রিপিট করছেন ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :- আজকের কার্যসূচী আমাকে আরম্ভ করতে দিন।

(গণ্ডগোল)

Questions & Answers

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি

সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে-কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১। প্রশ্ন (১) মজলিশপুর গাঁও পঞ্চায়েতে পানীয় জলের জন্য যে ডিপটিউব ওয়েলটি আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়, সুতরাং এই এলাকায় পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য নূতন ডিপ-টিউব-ওয়েল বসানো হবে কিনা,

১ (উত্তর)—বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

প্রশ্ন (২)—বসানো হলে কবে নাগাদ তা করা হবে ?

২ (উত্তর)—এক নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩ (প্রশ্ন)—বর্ত্তমানে পানীয় জল সরবরাহের জন্য যে লাইনগুলি করা হয়েছে সেইগুলি দিয়ে ঠিকমত জল সরবরাহ হয় না। সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

৩ (উত্তর)—প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

শ্রীদীপক নাগ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ঐ মজলিশপুর এলাকায় বিগত বামফ্রন্টের আমলে রাজনৈতিক কারণে কিছু কিছু ডিপটিউব ওয়েল বসানো হয়েছিল, যেগুলি সি পি. এম. লোকজনের বাড়ীতে লাইট আনার ফলে প্রয়োজনে জনসাধারণের স্বার্থে সেগুলি ব্যবহার হচ্ছে না। সেখানে পাইপের ব্যাপারে, পাইপ যে পরিমাণ দেওয়ার কথা ছিল, পাইপগুলি তৎকালীন পূর্ত মন্ত্রীর যোগসাজসে কিছু কনট্রাকটার সেখানে প্রয়োজনীয় পাইপ চুরি করে সি পি এমের দলীয় ফাণ্ডে লাগানো হয়েছে কিনা সে তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার —সাইলেন্স প্লীজ

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করছি আপনারা নিজ নিজ

আসনে বসে হাউজ চালাতে আমাকে সাহায্য করুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় সদস্যদের বার বার অনুরোধ করছি হাউজকে বিভ্রান্ত করবেন না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি আপনাদেরকে বার বার অনুরোধ করছি আমাকে হাউজ চালাতে দিন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— ১০ মিনিটের জন্য হাউজ মুলতবি করা হল।

The house re-assembled at 11-25 A. M. with the Hon'ble speaker on the Chair.

The opposition Members did not return to the House.

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসুকুমার বর্মণ। (অনুপস্থিত)

মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং (শান্তিরবাজার) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩১১।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৩১১।

প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের উপর দিয়ে কলিকাতা হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত রেলে যাতায়াতের কোনরূপ প্রস্তাব কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট রাজ্য সরকার কর্তৃক পাঠানো হয়েছে কিনা ?

২। যদি হয়ে থাকে তবে তার ফলাফল কি ?

৩। পেঁচারথল থেকে কুমারঘাটের লাইনে কবে নাগাদ রেল চালু হবে এরূপ কোন তথ্য রাজ্য সরকারের নিকট আছে কিনা, এবং থাকিলে তার বিবরণ ?

উত্তর

১। বাংলাদেশের উপর দিয়া কলিকাতা হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত রেলে যাতায়াতের কোনরূপ প্রস্তাব রাজ্য সরকার কর্তৃক কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট পাঠানো হয় নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পেঁচারথল হইতে কুমারঘাট লাইন ১৯৮৯ইং সালের শেষ নাগাদ চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখতে পাই যে, কমিউনিকেশনের অসুবিধার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন চাল, ডাল, তেল, লবণ ইত্যাদি মাঝে মাঝে রাস্তায় ধ্বস নামার জন্যে বা আসামের আন্দোলনের জন্য এইগুলির সরবরাহ ব্যাহত হয়। এইজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে, আগে এই ধরনের কোন প্রোপোজাল না থাকলেও এখন এইটা বিশেষ ভাবে বিচার বিবেচনা করে কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে প্রপোজাল পাঠানো হবে কিনা? এবং কবে নাগাদ এইটা পাঠানো হবে? আমরা দেখেছি পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রেও ইন্টারন্যাশনেল রেল লাইন চালু রয়েছে, অর্থাৎ একদেশের রেল অন্য দেশের উপর দিয়ে যাতায়াত করছে।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখা হবে।

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস। (অনুপস্থিত) মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩৩।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩৩।

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মহকুমায় পূর্বকলাবাড়িয়া এগ্রি ফার্ম-এর পূর্বদিকে মুহুরীনদীর উপর এল, আই, স্কীমটির কাজ কত সাল থেকে আরম্ভ করা হয়?

২। উক্ত প্রকল্প বাবত এ পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে, এবং

৩। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে কত পরিমাণ জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে ?

উত্তর

১। বিলোনীয়া মহকুমার পূর্বকলাবাড়িয়া এগ্রি ফার্ম-এর পূর্বদিকে মুহুরী নদীর উপর এল, আই, স্কীম-এর কাজ ১৯৮০-৮১ইং আর্থিক বৎসরে আরম্ভ হয়।

২। উক্ত প্রকল্প বিগত ১৯৮৮-৮৯ইং সাল পর্যান্ত মোট ৪, ৬৮, ০০০-০০ (চারলক্ষ আষট্টি হাজার) টাকা খরচ হয়েছে।

৩। উক্ত প্রকল্পটির দ্বারা ২০ (কুড়ি) হেকটার জমি সেচের আওতায় এসেছে।

শ্রীঅমল মল্লিক : সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি যে, ১৯৮০-৮১ সালের আর্থিক প্রকল্পে যে কাজ আরম্ভ হয়েছিল সেই কাজ এখন পর্যান্ত ঠিক্-ঠিক্ ভাবে সম্পন্ন হয়নি। ১৯৮৮ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত যতটুকু পাইপ লাইন বসানোর কথা ছিল, তা কাগজে পত্রে দেখানো হলেও বাস্তবে বসানো হয়নি। ফলে কৃষকরা ঠিক্ ঠিক্ মতো সেচের জল পাচ্ছেন না।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার ঐ ইছড়া এল, আই, প্রকল্পে ১৯৭৯-৮০ সালে কৃষি দপ্তর হইতে হস্তান্তরিত হয়। এই প্রকল্পটির জন্য ১, ৫০, ৬০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। ১৯৮০-৮১ সালে এই প্রকল্প চালু করা হয় এবং এতে ১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়। পরবর্তী সময়ে প্রকল্পটির উন্নয়নের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩, ১৫, ১০০ টাকা। বিগত মার্চ, ১৯৮৯ প্রকল্প-টির কাজ শেষ হয়। প্রকল্পটির উন্নয়নের জন্য মোট ৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা খরচ হয়। সুতরাং এই প্রকল্পটির জন্য খরচ করা হয় ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। এবং আগেই বলেছি যে, এই প্রকল্পটির সেচের আওতায় এসেছে ২০ হেক্টার জমি।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং : সাপ্লিমেন্টারি স্যার, ত্রিপুরার বিভিন্ন এল, আই, স্কীমগুলি চালু রাখার জন্য বিদ্যুৎ দপ্তর এবং এম, আই, এফ, সি দপ্তরকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল প্রত্যেক ব্লকে। কিন্তু দেখা গেছে যে এই কো-অর্ডিনেশান কমিটিগুলির কোন মিটিং কোনদিনই হয় নাই। যার ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে থাকলে, দোষ দেওয়া হয় বিদ্যুৎ দপ্তরকে তারপর বিদ্যুৎ দপ্তর ঠিক করে গেলেও এম, আই, এফ, সি, দপ্তর স্কীমগুলি ঠিক ঠিক ভাবে চালু করছে না। যার ফলে কৃষকরা প্রয়োজন মতো জল পাচ্ছেন না। এব্যাপারে উপযুক্ত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কি চিন্তা করছেন তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যদি সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেন তাহলে আমরা এটা তদন্ত করে দেখব।

গত বছর আমি বিভিন্ন ব্লকে গিয়েছি। সেখানে আমি বলি যে, স্কীমগুলি করার জন্য একটি করে কমিটি করা হউক। সেই কমিটিতে কৃষকদের প্রতিনিধি থাকবে, কৃষি দপ্তরের প্রতিনিধি থাকবে, বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিনিধি থাকবে এবং ইরিগেশানের প্রতিনিধি থাকবে। এই ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিটি প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার সভা ডাকলে আমার মনে হয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

শ্রী অমল মল্লিক :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা জানাবেন কি যে, বিভিন্ন স্কীমে লক্ষ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হচ্ছে। কিন্তু এমন কিছু স্কীমে দেখা যায় যে, টাকা মঞ্জুর হচ্ছে, কন্ট্রাকটার পাইপ্ লাইন বসাচ্ছে অথচ সেই লাইন দিয়ে জল আসছে কিনা সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার আগেই অনেক সময় বিল ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য দেখা যায় যে, যখন কৃষকদের জলের প্রয়োজন তখন তারা জল পান না লাইন ঠিক না থাকার কারণে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কৃষকদের স্বার্থে লাগছেনা। এই স্কীমটি ভাল ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ব্যাপারটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেখবেন কিনা?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই ব্যাপারটি আমরা খতিয়ে দেখব। এবং ভিতরে কোন ত্রুটি থাকলে দপ্তর সেই ত্রুটি সারিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ এবং শ্রীরতন লাল ঘোষ।

শ্রীদীপক নাগ :—এড মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮ইং সনে টি. আর, টি, সি, তে কত টাকার যন্ত্রাংশ ও কয়টি বাস ক্রয় করা হয়েছে;

২। ১৯৮৮ইং সন হইতে বর্তমানে আর্থিক বৎসর ৩০শে জুন পর্যন্ত টি, আর, টি, সিতে লাভ বা লোকসানের পরিমাণ কত টাকা (আলাদা আলাদা হিসাব); এবং

৩। উক্ত দপ্তরে লোকসানের পরিমাণ কমানোর জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। ১৯৮৮—৮৯ ইং সনে টি, আর, টি, সিতে মোট টাকা ১৯, ৬৩, ৬৭৭·৯৭ (উনিশ লক্ষ তেষট্টি

হাজার ছয়শত সাতাত্তর টাকা সাতানব্বুই পয়সার) যন্ত্রাংশ ক্রয় করা হইয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে ২৫টি নতুন বাস ক্রয় করা হইয়াছে।

২। ১৯৮৮-ইং সন হইতে ১৯৮৮—৮৯ আর্থিক বৎসর ৩০শে মার্চ পর্যন্ত টি, আর, টি সিতে মোটামুটি লোকসানের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

১৯৮৮-৮৯ মার্চ আর্থিক বৎসরে ২৩৫'৭০ লক্ষ টাকা এবং এপ্রেল হইতে জুন '৮৯ পর্যন্ত লোকসানের পরিমাণ ৬৯ ৩৭ লক্ষ টাকা।

৩। উক্ত দপ্তরের লোকসানের পরিমাণ কমানোর জন্য কর্তৃপক্ষ অন্যান্য ব্যবস্থার সংগে নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন :—

(১) ১, ৪, ৮৯ইং হইতে গাড়ীর ভাড়া বাড়ানো হইয়াছে।

(২) কিছু কিছু নতুন বাস সার্ভিস চালু করা হইয়াছে, ইহা ব্যতীত বর্তমানে চালু কিছু কিছু রুটে বাসের সংখ্যা বাড়ানো হইয়াছে।

(৩) রাজস্বের ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য এনফোর্সমেন্টকে শক্তিশালী করা হইয়াছে।

৪। জ্বালানীর ব্যয় সংকোচনের জন্য গাড়ীতে জ্বালানী [ডিজেল] দেওয়ার উপর কতিপয় বাধা নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে।

শ্রীদীপক নাগ :— টি, আর, টি, সি, গাড়ীর যন্ত্রাংশে কিছু কিছু কর্মচারীর যোগসাজসে গাড়ী থেকে খুলে নিয়ে পাচার করা হয়, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা এবং থাকলে এই সমস্ত চুরির ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এটা সত্য, কিছু কিছু কর্মচারী এর সংগে যুক্ত আছেন। তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক বৎসরে প্রায় দুই কোটিরও বেশী টাকা টি, আর, টি, সি,তে লোকসান হয়েছে। কিন্তু আমি জানতে চাইছি, ১৯৮৭-৮৮ইং আর্থিক বছরে এই লোকসানের পরিমাণ কি ছিল এবং যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা উনি বলেছেন ঐ সমস্ত ব্যবস্থায় ঐ সংস্থায় লোকসানের পরিমাণ কমিয়ে সংস্থাটিকে লাভজনক অবস্থায় আনা সম্ভব হবে কিনা ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— ১৯৮৭-৮৮ সালের হিসাব বর্তমানে আমার কাছে নেই। আলাদা প্রশ্ন করলে এর উত্তর দেওয়া যাবে। আমরা কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এবং এর কিছু সুফলও পেয়েছি এবং লোকসানও কমানো সম্ভব হয়েছে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— টি, আর, টি, সি,তে ভাড়ার হার বাড়ানো হয়েছে। যদিও বিভিন্ন রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যে তবুও ভাড়ার হার কম, কিন্তু এই ভাড়া বাড়ানোর পর যাত্রীদের জন্য, বিশেষ করে যারা দূর দূরান্তরে যায়, তাদের জন্য কি কি সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী):— স্যার, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে বাসের ভাড়া অনেক কম। আর দূর দূরান্তরের যাত্রী সাধারণের সুবিধার জন্য আমরা ইতিমধ্যে বেশ কিছু সুপার এ্যাক্সপ্রেস সার্ভিস চালু করেছি যেটা মাননীয় সদস্য মহোদয়েরও জানা আছে। তবে তিনি যদি বলেন যে এর বাইরেও অনেক রুট আছে, যেগুলিতে সুপার এ্যাক্সপ্রেস চালু করার প্রয়োজন আছে, সেটা যদি তিনি স্পেসিফিক রুটের নাম দেন, তাহলে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— টি, আর, টি, সিতে ১৯৮৮-৮৯ সনের আর্থিক বছরে লোকসানের পরিমাণ ২৩৫, ৭০ লক্ষ টাকা, আর এপ্রিল হতে জুন '৮৯ পর্য্যন্ত লোকসানের পরিমাণ ৬৯.৩৭ লক্ষ টাকা বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন, এর সঙ্গে যাত্রী সাধারণের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা দেবেন বলে জানিয়েছেন। এখন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা কি অবগত আছেন যে টি, আর, টি সির যাত্রীবাহী বাস নির্দিষ্ট সময়ে রওনা হবে বলে যাত্রীদের টিকিট কাটার পর ঘোষণা করা হয় যে বাস আন-ফিট হওয়ায় সার্ভিস ক্যানসেল করা হল, এর ফলে যাত্রীদের হয়রাণি হতে হয়। এই ধরনের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমরা বিভিন্ন সময়ে যাত্রীসাধারণের কাছ থেকে এই ধরনের কমপ্লেইন পেয়ে থাকি, আবার এমনও হয় যে ডিপো থেকে যথা সময়ে গাড়ী কিছু দূর যাওয়ার পর নষ্ট হয়ে যায়, ফলে যাত্রীদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, এই অসুবিধাটা আগের তুলনায় অনেক কম। তবে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে এই গাড়ীর ব্যাপারটা একটা যান্ত্রিক ব্যাপার, যে-কোন সময়ে এর কোন না কোন যন্ত্রাংশ অকেজো হয়ে যেতে পারে, আর আমাদের এই কারণেই অনেক সময় সার্ভিস ক্যানসেল করতে হয়। কাজেই ভবিষ্যতে যাতে এভাবে সার্ভিস ক্যান্সেল না হতে পারে, তার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখা হবে।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে একটা টি, আর, টি, সি, যাত্রীবাস আগরতলা থেকে আমাদের মোহনপুরের সুবলসিং হয়ে খোয়াই যাতায়াত করত, এই সার্ভিসটা অনেকদিন হয় বন্ধ হয়ে আছে। কাজেই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আগরতলা-খোয়াই ভায়া সুবল-সিং টি, আর, টি, সি সার্ভিসটা পুনরায় চালু করা হবে কিনা ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য বোধ করি আগরতলা-খোয়াই ভায়া সুবল সিং হয়ে যে সার্ভিসটা যাতায়াত করত, তার কথাই বল্‌ছেন, এটা অনেক আগেই চালু ছিল, কিন্তু বিগত দাঙ্গার পর নিরাপত্তার কারণে বিগত সরকার এই সার্ভিসটা বন্ধ করে দেয়। যা হউক, আমরা এই সার্ভিসটা আবার চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই):— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আসাম-আগরতলা রোডের ডান পার্শ্বস্থ ডলুবাড়ী গেইট সংলগ্ন জনবসতিগুলি কুলাইছড়া এবং কমলাছড়ার ভাঙনের ফলে উক্ত ছড়া গর্ভে বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়েছে, এবং

২। সত্য হলে ছড়াগুলির ভাঙ্গনরোধে এবং জনবসতিগুলি রক্ষার জন্য ছড়াতে হানা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা পূর্ত দপ্তরের আছে কি ?

উত্তর

১) হঁা।

২) আপাততঃ নাই। তবে পরিকল্পনাটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় অবগত আছেন যে এই আসাম-আগরতলা রোডের উপর ডলুবাড়ী সংলগ্ন ডলুবাড়ী গেইটে একটা ডেপুটি কালেক্টারের অফিস এবং আরও অনেকগুলি অফিস বাড়ী আছে। এছাড়া এ অঞ্চলে অত্যন্ত ঘনবসতি থাকায় কুলাইছড়া ও কমলাছড়ার ভাঙ্গনের ফলে প্রতি বছরই অনেক পরিবারকে সেখান থেকে উচ্ছেদ হতে হয়, তাদের বিকল্প আশ্রয় নেওয়ার মত কোন জায়গা থাকে না। কাজেই এসব ছড়ার ভাঙ্গন রোধের জন্য এবং জনবসতিগুলি রক্ষার জন্য সরকার জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন কিনা, কেন না এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এখানে ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেল উভয়ই সংখ্যাধিক্য রয়েছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, প্রতি বৎসরই বন্যায় নদীর এবং ছড়ার পাড় ভাঙ্গনের ফলে কোন কোন স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার কোথাও কোথাও নতুন নতুন চড়ের সৃষ্টি

হয়। আমাদের সীমিত আর্থিক অসঙ্গতির জন্য একই সঙ্গে সব জায়গায় একসঙ্গে কাজ ধরা সম্ভব নয়। তবে উক্ত ছড়ার কথা যা মাননীয় সদস্য বললেন তা বিস্তারিত ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শীঘ্রই হাতে নেওয়া হবে।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :— এটা যদি অতি সত্বর হাতে নেওয়া না হয়, তাহলে সমগ্র আসাম আগরতলা রোড নষ্ট হয়ে যাবে। এই রাস্তাটি রক্ষা করার আর কোন উপায়ই থাকবে না। কারণ, আপনারা জানেন, ত্রিপুরার ছোট ছোট ছড়াগুলি বর্ষার সময় ব্যাপক শক্তির রূপ ধারণ করে। এখন বৃষ্টি প্রায় শেষের পথে। কাজেই অতি সত্বর এটা টেক-আপ করা হবে কিনা তা কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই কাজটি অতি সত্বর হাতে নেওয়া হবে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী ডি, সি, রাংখল মহোদয় এখানে যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তা খুবই উদ্বেগজনক। বিশেষ করে সেই সব জনগণের কাছে, যারা নদী বা ছড়ার অতি নিকটে বসবাস করছেন। এখানে আমি আর একটি নদী সম্পর্কে বলতে চাই, আগরতলা শহর সংলগ্ন হাওড়া নদী বা জিরানীয়ার পূর্বাঞ্চল থেকে আরম্ভ করে আগরতলা শহরের প্রায় সবটাই গ্রাস করে নিচ্ছে। একদিকে কৃষি জমি, কোথাও আবার বাজার স্কুল আবার আগরতলা শহরের গৌরব এম, বি, বি কলেজ সব কিছুই গ্রাসের কবলে চলে যাচ্ছে। কাজেই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য এই সভার পক্ষ থেকে অনুরোধ রাখছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এ ব্যাপারে কিছু গ্রহণ করবেন কিনা তা জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— যদিও প্রশ্নটি আলাদা, তাহলেও বিষয়টি স্পেসিফিক বলে মাননীয় সদস্যকে বলতে চাই, সেটা তদন্ত করে দেখা হবে এবং দেখার পর যদি দেখা যায় বিষয়টির গুরুত্ব আছে তাহলে জরুরী ভিত্তিতেই বিষয়টি গ্রহণ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা।

মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মাননীয় সদস্য শ্রী ফয়জুর রহমান।

মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।

মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৭৯।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৭৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিশালগড় ব্লকের অধীনে ব্রজপুর হইতে লালসিংমুড়া পর্য্যন্ত রাস্তাটিকে পিচ ও মেটেলিং করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল,

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কেন উক্ত রাস্তাটির মেটেলিং-এর কাজ এখনো পর্য্যন্ত না করার কারণ কি,

৩। বর্ত্তমানে ঐ রাস্তাটি দিয়ে টাউনবাস চলাচলের অসুবিধা দূর করার জন্য অতি সত্বর রাস্তাটি মেরামত ও মেটেলিং-এর কাজ আরম্ভ হবে কিনা?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ৩১, ৩, ৮৯ইংতে এই কাজের জন্য এষ্টিমেট অনুমোদন করা হয়েছে। ১৭, ৮, ৮৯ইংতে এই কাজের দরপত্র পাওয়া গিয়াছে এবং কাজটি শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

৩। হ্যাঁ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত

মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত

মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র সরকার।

মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত

মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।
মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত
মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।
মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত
মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা।
মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত
মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।
মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত
মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী।
মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত
মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬০।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬০।

প্রশ্ন (১)-রাজ্যের তারা নগর গাঁও সভায় আয়লামাঠ সোনাই নদীর মধ্যে কাঠের পুল দেওয়ার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি,

১। (উত্তর,-না। আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। (প্রশ্ন -যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত করা হবে বলে আশা করা যায়

২। (উত্তর)-১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। (প্রশ্ন)-না থাকিলে তার কারণ ?

৩। (উত্তর)-যেহেতু কাজটি ১৯৮৯-৯০ইং সনের পূর্ত্ত দপ্তরের সিডিউলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সেটা জানা আছে কিনা এবং তদন্ত করে দেখা হবে কিনা, কারণ তারা নগর গাঁও সভায় আয়লামাঠ সোনাই নদীর মধ্যে কাঠের পুল না থাকায় সেই গাঁও সভায় আগুন লাগা সত্বেও ফায়ার ব্রিগেড যাওয়ার কোন সুবিধা ছিল না, তাই জরুরী ভিত্তিতে সেটা করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি এটা এই বছরে পূর্ত্ত দপ্তরের সিডিউলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩।

১। (প্রশ্ন)-ত্রিপুরায় ১৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনাটি বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

১। (উত্তর)-ত্রিপুরার ১৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের জানা নেই।

২। (প্রশ্ন)-প্রকল্পটি কি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পেয়েছে ?

২। (উত্তর)-১নং প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে কোন প্রশ্নই উঠেনা।

শ্রীদীপক নাগ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরায় ১৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরিকল্পনা যদি না থাকে তাহলে ত্রিপুরায় কত মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে এবং সেটা কি পর্যায়ে আছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্ত্তমানে গ্যাস ভিত্তিক থার্মাল পজেক্ট ৭৫ মেগাওয়াট এর প্রকল্প রোকিয়াতে স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাওয়া গেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করা হবে। নেপকোকে এই প্রকল্প রূপায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই প্রকল্পের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে ? দ্বিতীয়তঃ যেটা জানার বিষয় আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি রাজ্যের ইঞ্জীনিয়াররা চেয়েছিল এই কাজটা করার জন্য তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায়, নেপকোকে কেন দেওয়া হল অনুগ্রহ করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী):— স্যার, এইটা ঠিক যে রাজ্যের ইঞ্জিনীয়াররা শুধু নয়, রাজ্য সরকার চেয়েছিল নিজেরা করুক। কিন্তু এই প্রকল্পের জন্য যে টাকা এইটা এন, ই, সি, দায় গ্রহণ করবেন, কিন্তু এন, ই, সির টাকা সেই খাতে একসংগে ১০০ কোটি টাকার উপর রাজ্যকে সেখানে দেওয়ার বাধা আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের গত ১৮ তারিখে উচ্চ পর্যায়ের একটা মিটিং হয়েছিল। সেখানে আমি নিজেও ছিলাম। সেখানে উনারা বলেছেন, রাজ্য সরকারকে দিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, যদি রাজ্য সরকার নিজস্ব টাকা দিয়ে করতে পারেন। এত টাকা প্রথমে ১৩৪ কোটি টাকার প্রজেক্ট, এইটা শেষ করতে গিয়ে প্রায় পৌনে ২০০ কোটি, ২০০ কোটি টাকায় গিয়ে পৌঁছবে। এই টাকা একসংগে রাজ্য সরকারের খরচ করা সম্ভব নয়। তাই কেন্দ্রীয় সরকার নেপকোর মাধ্যমে, কতগুলি চুক্তির মাধ্যমে এইটা দেওয়া হয়েছে। যেরকম রাজ্য সরকার চেয়েছিল রাজ্যের বেকার ইঞ্জিনীয়াররা সেখানে কর্মসংস্থান হোক। সেখানে ৭৫ মেগাওয়াট যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে রাজ্যের. বন্টনের ব্যাপারটা রাজ্য সরকারের হাতে থাকুক, সেটা চাওয়া হয়েছিল। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা নতুন কমিটি থাকবে, সেই কমিটির চেয়ারম্যান হবেন রাজ্যের বর্ত্তমান চীফ সেক্রেটারী, সেখানে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ পারসেন্ট কর্মচারী নিয়োগ করা হবে, তাতে রাজ্য সরকারের অনুমোদন নেওয়া হবে, সেখানে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রীদীপক নাগ :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, উক্ত ৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হবে, তাতে কতজন বেকারের কর্মসংস্থান হবে তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—এইটা খতিয়ে দেখা হবে, এখন ঠিক বলা সম্ভব না। কতজন নেওয়া হবে তার একটা রিপোর্ট তৈরী করা হবে। সেখানে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য সরকার এবং নেপকো এই দুইটার মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কতজন নেওয়া হবে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী একটা জিনিস জানাননি, আমরা জানতে চেয়েছিলাম এই ৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি কবে নাগাদ শেষ হবে এবং পাশাপাশি আমার আর একটা প্রশ্ন, এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র যখন শেষ হবে তখন ত্রিপুরার চাহিদা কত থাকবে ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী):— স্যার, এই ৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকল্পটি রুকিয়াতে হবে এবং এইটা ৩ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ত্তমান চাহিদা হচ্ছে ৪০ মেগাওয়াট এবং এই ৪০ মেগাওয়াটের মধ্যে ২৭ মেগাওয়াট আমাদের ঘাটতি, তা বাইরে থেকে

আনতে হয়। বামফ্রন্টের আমলে ছিল ৩০ মেগাওয়াট। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন লাইন অ্যাক্সটেনশান হয়েছে, কানেক্শান দেওয়া হয়েছে. সেই পরিপ্রেক্ষিতে চাহিদা বেড়ে গিয়ে আগামী ৫ বৎসরে প্রায় ৬০ মেগাওয়াটে দাঁড়াবে। শেষ হতে হতে ৭০ থেকে ৭৫ মেগাওয়াট দাঁড়াবে।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদদের অনুরোধ করছি (ANNEXURES—"A" &" B")।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার করে গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং এই বিষয়ে যে নোটিশটি দিয়াছেন তাঁর নাম শ্রীঅমল মল্লিক। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে ওনার নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হল—"শ্রীনারায়ণ কর হত্যার চেষ্টায় পূর্ব পরিকল্পনা ছিল এই সম্পর্কে 'ডেইলী দেশের কথা' পত্রিকায় (২৫শে আগষ্ট, ১৯৮৯ইং) সংবাদ প্রকাশ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে করে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়ের উপর জবাব আমি আগামী ৩০ ৮-৮৯ইং তারিখ দেব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ।

আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ২৮শে জুলাই, ১৯৮৯ইং দামছড়ার (ধর্মনগর) খাদ্যের গুদাম লুট করিবার প্রচেষ্টা প্রতিহত করার সময় পুলিশের গুলিতে ৪ জন ব্যক্তি নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। তাই আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই দৃষ্টি আকর্ষণী বিষয়ের উপর জবাব আমি আগামী ৩০-৮-৮৯ইং তারিখ দেব।

OBITUARY REFERENCE

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল প্রাক্তন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী প্রয়াত বীর বাহাদুর সিংহের স্মৃতি তর্পন।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ও উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীর বাহাদুর সিং গত ৩০শে মে, ১৯৮৯ইং তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্যারিসের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বৎসর।

তিনি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার কার্ণানি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি এম, এ, পাশ করার পর কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে পর পর দুইবার উত্তর প্রদেশ বিধানসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি উত্তর প্রদেশের চরণ সিং মন্ত্রীসভার উপমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮০ সালে প্রয়াত ভি, পি, সিং মন্ত্রীসভার পূর্ণমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮২ এবং ১৯৮৪ সালে তিনি যথাক্রমে শ্রীপতি মিশ্র এবং এন. ডি. তেওয়ারি মন্ত্রী সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৮৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর তিনি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অতপর তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগাযোগ মন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। মৃত্যু অবধি ঐ পদেই আসীন ছিলেন।

তাঁর এই অকাল প্রয়াণে দেশবাসী একজন জনদরদী ও উচ্চ রাজনীতি ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তিকে হারাল এবং কংগ্রেস দল হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে।

এই সভা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে পরিবারবর্গের এবং শোক সন্তপ্ত প্রতি সমবেদনা পন করছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২ মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

[সদস্যগণ দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।]

ANNOUNCEMENT REGARDING SHORT DISCUSSION

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাননীয় সদস্য সর্বশ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, দিবা চন্দ্র রাংখল এবং রসিকলাল রায় মহোদয়ের নিকট হইতে তিনটি সর্ট ডিসকাসন নোটিশ পেয়েছি। প্রথম নোটিশটির উপর অদ্য ২৮-৮ ৮৯ইং তারিখ সোমবার দ্বিতীয় নোটিশটির উপর আগামীকল্য ২৯-৮-৮৯ইং মঙ্গলবার এবং সর্বশেষ নোটিশটির উপর আগামী ৩০-৮-৮৯ইং তারিখ বুধবার আলোচনা অনুষ্ঠিত হইবে।

আমি পর্য্যায়ক্রমে নোটিশ তিনটির বিষয়বস্তু এবং সদস্য মহোদয়দের নাম জানাচ্ছি :—

	সদস্যদের নাম	নোটিশটির বিষয়বস্তু	আলোচনার তারিখ
১।	শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ,	"পঞ্চায়েত রাজ ও নগরপালিকা বিল সমগ্র ভারতবাসীর আশা আকাঙ্খার প্রতীক"	২৮/৮/৮৯ইং
২।	শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল,	"রাজ্যের জওহর রোজগার যোজনা রূপায়ণ সম্পর্কে।	২৯/৮/৮৯ইং
৩।	শ্রীরসিকলাল রায়,	"রাজ্য থেকে নির্বাচিত লোকসভার সদস্যদের লোকসভা হইতে পদত্যাগ গণতন্ত্র ও ত্রিপুরার জনগণের প্রতি প্রবঞ্চনা"	৩০/৮/৮৯ইং

PRESENTATION AND ADOPTION OF REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা পাশ করা"।

বর্তমান অধিবেশনের ২৮শে আগষ্ট, সোমবার, ১৯৮৯ইং [তারিখ] হইতে ১লা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৯৮৯ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য "বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ২৮শে আগষ্ট, সোমবার, ১৯৮৯ইং তারিখ হইতে ১লা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৯৮৯ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য ' বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত"।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—"বিজনেস এডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত"।

[প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়]।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE

মিঃ স্পীকারঃ— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—

Laying of a copy of the (a) Report of the Comptroller and Auditor General of India relating to the Accounts of the State of Tripura for the year 1985-86 ;

(b) Appropriation Accounts for the year 1985-86 ;

And

(c) Finance Accounts for the year 1985-86 as required under clause

(2) of Articalc 151 the Constitution of India.

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে সি, এ, জি, রিপোর্ট ফর দি ইয়ার ১৯৮৫-৮৬ইং এপ্রোপিয়েশান একাউন্টস্, ফিনান্স একাউন্টস্ সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Sri Sudhir Rangan Majumder (Chief Minister) :—Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a Copy each of the—

(a) Report of the Comptroller and Auditor General of India relating to the Accounts of the State of Tripura for the year 1985-86 ,

(b) Appropriation Accounts for the year 1985-86 ;

(c) Finance Accounts for the year 1885-86 ; as required under clause (2) of Articale 151 the Constitution of India.

:— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"Laying of a Copy of the Tripura Sales Tex (Ninth Amendment) Rules, 1989, as required under sub-section

(3) of section 44 of the Tripura Sales Tax Act, 1976."

আমি এখন মাননীয়া রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়াকে রুলস্‌টি সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Maharani Bibhu Kumari Devi (Revenue Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a Copy of the Tripura Sales Tax (Ninth Amendment) Rules 1989, as required under sub-section (3) of section 44 of the Tripura Sales Tex Act. 1976.

মিঃ স্পীকার :— আজকের সভায় পেশ করা সি, এ, জি, রিপোর্ট ,এপ্রোপিয়েশান একাউন্টস্, ফিনান্স একাউন্টস্ এবং রুলস্-এর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য মাননীয় মহোদয়গণকে অনুরোধ করছি।

LAYING OF REPLIES TO POSTPONED QUESTION

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "লেয়িং অব দি রিপ্লাইড্ টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান"। বিধানসভার গত অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক পার্লামেন্ট এফিয়ারস্ বিভাগের উপর আনিত পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি এখন উক্ত বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য (ANNEXURE—"C")।

শ্রীরতন চক্রবর্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২-এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করছি।

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :- "The Tripura Motor Vehicles Tax (fourth amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 1 of 1989)" উৎথাপন। আমি এখন মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি ভেবে মোশান মুক্ত করতে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "The Tripura Motor Vehicles Tax (fourth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 1 of 1989)" এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—"The Tripura Motor Vehicles Tax (fourth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No 1 of 1989.)" এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"
সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলটি উৎথাপিত হয়)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :-"The Tripura Board of Secondary Education (fourth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 10 of 1989.

উৎথাপন। আমি এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Arun Kr. Kar Minister (Mr. Speaker), Sir, I beg **to move for leave to introduce** "the Tripura Board of Secondary Education (Fourth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 10 of 1989) 'in the House.

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক উথাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—

"The Tripura Board of Secondary Education (Fourth Amendment) Bill, 1939 (Tripura Bill No. 10 of-1989," এই সভায় উৎথাপনের অনুমতি দেওয়া হউক।"

(ভোটে দেওয়ার পর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

এই সভা অনুমতি দিয়েছেন, কাজেই বিলটি উৎথাপিত হলো।

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "শর্ট ডিসকাশন অন দি ম্যাটার্স অব আরজেন্ট পাবলিক ইমপরটেন্টস"। আজকের কার্যসূচীতে একটি শর্ট ডিসকাশন আছে। শর্ট ডিসকাশনটির নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— "পঞ্চায়েত-রাজ ও নগর পালিকা বিল সমগ্র ভারতবাসীর আশা আকাঙ্খার প্রতীক"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

[এই মুহূর্তে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মাননীয় অধ্যক্ষের আসন গ্রহণ করেন]

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ডিস্কাশনের বিষয়টা হলো 'পঞ্চায়েত রাজ এবং নগর পালিকা বিল' যা নাকি লোকসভার পাশ হয়ে গিয়েছে এবং রাজ্য সভার পাশ হওয়ার অপেক্ষায় আছে, তা ভারতবাসীর আশা আকাঙ্খাকে কতটুকু পূরণ করতে পারবে সেই সম্পর্কে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের প্রধান মন্ত্রী গ্রামের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে এবং তাদের অর্থ নৈতিক অধিকারকে মর্যাদা দিতে চান। সেজন্য তাদের উন্নয়নমূলক কাজে যাতে তারা নিজেরাই অংশগ্রহণ করতে পারে, যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে সেজন্য পঞ্চায়েত রাজ বিল এবং শহরের মানুষদের জন্য নগরপালিকা বিল পার্লামেন্টে এনেছেন। কিন্তু এই বিল দুটির উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার জন্য, গ্রামের মানুষের, ভারতবর্ষের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ব্যর্থ করার জন্য এই বিল দুটিকে তারা পাশ করতে দিতে চায় না। সেজন্য তারা লোকসভা থেকে পদত্যাগ পর্যন্ত করেছেন। আজকে আমাদের ভাবতে লজ্জা হচ্ছে যে, মহাত্মা গান্ধীর যে স্বপ্নের ভারত গড়ার চেষ্টা করছেন আমাদের প্রধান মন্ত্রী রাজীব সেদিকে তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছেন সেই পদক্ষেপকে তারা স্বীকার করতে পারছেন না। কারণ তারা এটা বুঝতে পারছেন যে এই পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে ভারতবর্ষে তাদের রাজনীতি ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আমাদের প্রিয় প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী যে চিন্তাধারা নিয়ে পার্লামেন্টে যে সব সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেছেন, তাতে তারা বিরোধীরা টের পেয়েছেন যে, তাদের রাজনীতির ভবিষ্যত অন্ধকার। কারণ আজকে আমরা এটা জোর দিয়ে বলতে পারি যে রাজীব গান্ধী ভারতের সাধারণ মানুষের স্বার্থে যে ভাবে এক একটা সংশোধনী বিল পার্লামেন্টে পেশ করেছেন, তার বিরোধিতা করার মত কোন যুক্তি বিরোধী সাংসদদের নেই. কারণ এর বিরোধীতা করতে গেলেই ভারতবর্ষের কোটি কোটি দরিদ্র এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের বিরোধীতা করতে হয় তাই তারা দিশেহারা হয়ে অন্য কোন পথ খুঁজে না পেয়ে লোকসভা থেকে পদত্যাগ করে বসে আছেন, অবশ্য রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগ করেন নি, কারণ রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগ করলে, ভারতীয় পার্লামেন্টে তাদের যেটুকু অস্তিত্ব আছে, সেটুকুও ধুঁয়ে মুছে যাবে, এই ভয় তাদের নিজেদের মধ্যে হয়ে গেছে। আজকেই বিরোধী দলের সাংসদদের মধ্যে আমাদের এই রাজ্য থেকে যে দুইজন সাংসদ ২৪ লক্ষ মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে লোকসভায় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়েছিলেন তারাও পদত্যাগ করে বসে আছেন। ফলে বর্তমানে লোকসভায় ত্রিপুরা রাজ্যের আর কোন প্রতিনিধি নেই, যারা ছিলেন তারা পদত্যাগ করায়, এই রাজ্যের জনগণের যে গণতান্ত্রিক অধিকার, যে অধিকার বলে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লোকসভায় পাঠিয়েছিল, তারা নিজেরাই আজকে এই রাজ্যের জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন এবং সেই সংগে জনগণের যে গণতান্ত্রিক অধিকার, তাকে তারা বিসর্জন দিয়েছেন, যদিও তারা আবার নির্বাচন আসলে এ জনগণের কাছে ভোট ভিক্ষা চাইবেন, এটা নিশ্চিত। তখন নিশ্চয় আমাদের এ রাজ্যের জনগণ বিবেচনা করে দেখবেন যে যারা আগে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কোন মূল্য দেয় নি বরং নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পদত্যাগ করে বসে আছেন তাদের পুনরায় নির্বাচিত করবেন কিনা। কারণ আমাদের প্রধান মন্ত্রী যে সমস্ত বিল পেশ করেছেন, তার মাধ্যমে ভারতের

কোটি কোটি মানুষ যারা দারিদ্রসীমার নীচে রয়েছে, যারা শিক্ষায় দীক্ষায় এবং আর্থিক দিক দিয়ে সমাজের মধ্যে এখনও পিছিয়ে রয়েছে, সেই এস, সি/এস, টি এমন কি যারা মহিলা, তারা যাতে এই বিশাল দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংস্থায় নিজেদের আসন গ্রহণ করতে পারেন, তার জন্য শতকরা ৩০ রিজার্ভেশান রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এস, টি, এস, সির জন্য সংবিধানে যে-সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে, সেগুলিকে আরও ১০ বছর বাড়িয়ে দিয়েছেন। কাজেই, এমত অবস্থায় আমাদের যে বিরোধী দল এবং দলনেতা নৃপেনবাবু রয়েছেন, তাদের আর রাজনীতি করার মত অবশিষ্ট কিছু নাই। আমি মনে করি, তাদেরও আজ এই বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করা উচিত, কিন্তু তারা সেটা করবেন না, কারণ এর পিছনেও তাদের কুৎসিত চেহারা দেখাবার মত একটা অভিসন্ধি রয়ে গেছে এটা ভাবতে আমাদের লজ্জা হয়। তাই তারা পদত্যাগ না করে, এই হাউস থেকে ওয়াক আউট করেছেন, তেমনি রাজ্যসভা থেকেও তারা পদত্যাগ করেন নি। যা হউক, লোকসভা থেকে তারা যেভাবে পদত্যাগ করেছেন, তার মাধ্যমেই বিরোধী দলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি, তা ভারতবাসী মাত্রই উপলব্ধি করতে পেরেছেন, কাজেই সামনে যে নির্বাচন আসছে এবং যে ইস্যু নিয়ে বিরোধী দল ভোট ভিক্ষা করবেন বলে আশা করছেন, তাতে তাদের খুব একটা সুবিধা হবে না বলে আমার বিশ্বাস, কেন না, তাদের নেতা কে? তদ্‌কালীন অর্থ মন্ত্রীই বা কে ছিলেন, তার ঐতিহ্যই বা কি, যার সংগে মার্কসবাদী দল গাঁটছড়া বাঁধতে চাইছেন? কাজেই তারা যে স্বপ্ন দেখছেন, সেই স্বপ্ন কখনও সফল হবে না। সেই স্বপ্ন সফল হবে না তার কারণ, তৎকালীন অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন? আজকে ভাবতে লজ্জা হচ্ছে, সি, পি, এম কোথায় গিয়ে নেমেছে দেখে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছিলাম, ভারতবর্ষে একটি পাঁচ মিশেলী সরকার এসেছিল। কিন্তু বেশীদিন টেকেনি। একটি মাত্রই দল আছে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে পারে। সে দল হচ্ছে, কংগ্রেস দল। এই কংগ্রেস দলই ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করেছে, ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছে, ভারতবর্ষকে বিশ্বের মানুষের মর্য্যাদা অর্জ্জন করতে দিতে পেরেছে। ২৭ মাস পর্য্যন্ত জনতা পাঁচ মিশেলী সরকার ভারতবর্ষকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই ২৭ মাসের রাজত্বে তাঁরা ভারতবর্ষকে বিক্রী করে দিয়েছিল। কাজেই ৭০ কোটি মানুষ বুঝতে পেরেছে, একমাত্র কংগ্রেস দলই পেরেছে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য রক্ষা করতে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েত সংশোধন বিল এবং নগরপালিকা বিল যা লোকসভায় এনেছেন এই প্রস্তাব দুইটি পাশ করার জন্য এখানে সকলকে অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রীঅঞ্জু মগ।

শ্রীঅঞ্জু মগ (মনু) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যে পঞ্চায়েত বিল এবং

নগরপালিকা বিল পেশ করেছেন সেই বিল দুটিকে আমরা স্বাগত জানাই। স্বাগত জানানোর অর্থ এই নয় যে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এটা না বুঝেই স্বাগত জানাচ্ছি। এটা আমাদের ভারতবর্ষে একটি নূতন নজির। আপনারা সবাই দেখেছেন, আজকে ভারতবর্ষে ১৮ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে। এটা একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। স্যার, আমাদের মহাত্মা গান্ধী চেয়েছিলেন, গ্রামে গঞ্জের মানুষরা যাতে তাদের ন্যায্য অধিকার পেতে পারে সে জন্য তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে। আজকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী সে সুযোগ করে দেবার জন্য যে বিল উপস্থিত করেছেন সেই বিলকে বিরোধী দলের সদস্যরা বয়কট করছেন। আগে একটি শ্লোগান ছিল, 'রাজীব গান্ধী হঠাও'। আর আজকে দেখছি, 'ভারতবর্ষকে বাঁচাও'। ভারতবর্ষকে বাঁচাতে হলে জনসাধারণকে বুঝতে হবে। যে জনসাধারণ আপনাদের এখানে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে, এলাকার সমস্যা তুলেধরার জন্য, বলার জন্য, তা থেকে আপনারা তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন এটা কোন্ ধরনের গণতন্ত্র আজকে বিধানসভায় নৃপেনবাবুর কমিউনিষ্ট দল চিৎকার করছে, নিপাত যাক্, নিপাত যাক। পার্লামেন্ট থেকে বিরোধীরা পদত্যাগ করেছেন। এখানেও করুন না। আমরা গ্রহণ করতে রাজী আছি। কেন করব না?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন—পার্লামেন্ট ইলেকশান অতি শীঘ্রই হবে তার জন্যই ৩০শে আগষ্ট বিরোধী পার্টি বন্ধ ডেকেছেন। কারণ তাদের কার্য্যকলাপই হলো বিরোধীতা করা। আজকে তাদের বলার কিছুই নেই কিন্তু বিরোধীতা করতে হবে তাই উনারা বিরোধীতা করে যাচ্ছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী সাধারণ লোকের উপকারের জন্য জহর রোজগার যোজনা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করেছেন এবং গ্রামে গঞ্জে দরিদ্র লোকদের জন্য ইন্দিরা আবাস তৈরী করে দিয়ে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাই আজকে তাদের বলার কিছুই নেই সে জন্যই তাঁরা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করছেন। ২৮শে আগষ্ট আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা ডাকা হয়েছে আলোচনা করার জন্য তাই এই বিধানসভায় সবারই উপস্থিত থাকা উচিত কি ট্রেজারী বেঞ্চ, কি বিরোধী পার্টি। কারণ আমাদের ভুলভ্রান্তি হতে পারে এবং এটা তাদের সংশোধন করা উচিত কিন্তু সে জায়গায় দেখা যাচ্ছে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা ওয়াক-আউট করেছেন। মাননীয় সদস্যদের লজ্জা থাকা উচিত, তাঁদের পদত্যাগ করা উচিত। আমাদের সমস্ত সদস্যদের এলাউন্স বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তা সত্বেও দেখা যাচ্ছে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এখানে এন্ট্রি দিয়ে টাকা পাওয়ার জন্য ওয়াক আউট করেছেন। তাই আমি মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের কাছে অনুরোধ রাখব, মাননীয় বিরোধী সদস্যের কোন টি, এ, ডি, এ, যেন না দেওয়া হয়। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে পঞ্চায়েত বিল আজকে লোকসভায় পাশ হয়েছে সেই বিলকে আমি সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীবগান্ধী ত্রিপুরা রাজ্য এবং বিভিন্ন রাজ্যের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ন করে চলেছেন।

আজকে জহর রোজগার যোজনা আপনার গ্রামে কার্যকরী হচ্ছে, আপনার এলাকাতে কার্যকরী হচ্ছে, আপনার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজ হচ্ছে। বিরোধীদের বলার কিছু নেই, তারা শুধু চীৎকার করবে। মাঠে ময়দানে কেবল ওরা চীৎকার করছে, কারণ ওদের বলার মত কিছু নেই। এখন ভাদ্র মাস। ভাদ্র মাসে তাদের একটু অন্য রকম, তাদের পরিচালনা এই ভাবেই চলছে। তাদের কাণ্ডকারখানা আপনারা দেখুন, জনগণ দেখবে তাদের কাণ্ড। মাঠে ময়দানে তাদের কিছু বলার নেই, হয়ত বলবেন নারী নির্যাতন হচ্ছে, চুরি হচ্ছে। নারী নির্যাতন করছে কারা? তারাই করছে। চুরি করছে কারা? তারাই চুরি করছে। কাজেই তাদের হাউসে এসে চীৎকার করা ছাড়া বলার মত কিছু নাই। কাজেই আমি মাননীয় ডেপুটি স্পীকারকে অনুরোধ করব এই হাউস যাতে ঠিকভাবে চলে তাদেরকে ওয়ারনিং দিয়ে দেবেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহাশয় ডিসকাশানের জন্য যে রেইজ করেছেন যে মেটার অফ আরজেন্ট পাবলিক ইমপরটেন্স সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত রাজ ও নগরপালিকা বিল সমগ্র ভারতবাসীর আশা আকাংখার প্রতীক। এইটা আমাদের ভারতবর্ষের সবাই জানেন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পার্লামেন্টে এইটা পাশ করেছেন। পঞ্চায়েতরাজ এবং নগর পালিকা বিলকে আমরা প্রশংসা করি এবং সমগ্র ভারতবর্ষে যে ডিসেন্ট্রালাইজেশান হচ্ছে বিশেষ করে যারা ইন্টেরিয়র এরিয়াতে বসবাসকারী জনগণ তাদের আশা আকাংখা পূরণ হবে এই বিলের মাধ্যমে, যার জন্য আমরা প্রশংসা করি, ধন্যবাদ জানাই এবং সমর্থন করি এই পঞ্চায়েতরাজের মাধ্যমে দুর্গম এলাকাতে আরও গ্রামস্তরে নিয়ে যাওয়ার যে প্রয়াস এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয়। কাজেই এই ব্যাপারে আমি এই বিলটিকে সমর্থন না করে পারিনা। আমি আশা করছি। ভারতবর্ষের সমস্ত নাগরিক এইটা সমর্থন জানাবে। কেননা, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এই সরকারী কাজকর্ম, উন্নয়ন-মূলক কাজকর্ম যদি আমরা দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই প্রথমেই প্রশ্ন আসে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, ব্লকের মাধ্যমে। পঞ্চায়েতগুলিতে আরও ক্ষমতা দিয়ে, আরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে যাতে আরও গ্রামস্তরে নিয়ে যাওয়া যায় তার প্রচেষ্টা এইটা অত্যন্ত সমর্থনযোগ্য। কাজেই আমরা আশা রাখব যে পঞ্চায়েত বিল, পঞ্চায়েত রাজ এবং নগর পালিকা এই সম্পর্কে আমাদের ত্রিপুরা সরকার গুরুত্ব দেবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন এবং এই বিলকে কার্যকরী করার জন্য উদ্যোগও নেবেন। ত্রিপুরা রাজ্যের এই পঞ্চায়েতগুলিকে আরও উন্নত করতে হবে। এই বিলে পঞ্চায়েতগুলিকে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এমনকি বাজেট প্রভিশনেরও ক্ষমতা সেখানে রয়েছে। কাজেই এই উদ্যোগ অত্যন্ত

প্রশংসনীয়। কিন্তু আমরা দেখলাম পঞ্চায়েতরাজ ও নগর পালিকা বিল যখন পার্লামেণ্টে পেশ করা হল তখন বিরোধী গোষ্ঠীরা এক সঙ্গে পার্লামেণ্ট থেকে পদত্যাগ করল। তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে শ্লোগান দিল এবং প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইল, কিন্তু পরে তারা নিজেরা নির্লজ্জের মত পার্লামেণ্ট থেকে পদত্যাগ করলেন। ভারতের মত একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পার্লামেণ্ট হউক বা বিধানসভা হউক জনগণ তখন তাদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে তখন সেই জন-প্রতিনিধিদের যথেষ্ট দায়িত্ব থাকে অথচ এই দায়িত্বের কথা ভুলে তারা সেখানে পদত্যাগ করে এসেছেন। তাদেরকে এভাবে পদত্যাগ করার জন্য জনগণ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেনি। জনগণ তাদেরকে ভোট দিয়েছেন তাদের এলাকার উন্নতির জন্য তারা যাতে কাজ করে কিন্তু এভাবে রাজীব গান্ধীর পদত্যাগের কথা বলে তারা নিজেরা পদত্যাগ করে আসবেন বলে জনগণ তাদেরকে ভোট দেয়নি ভারতীয় গণতন্ত্রে কি লোকসভাতে কি বিধানসভাতে বিরোধীদের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কারণ সেখানে শাসক গোষ্ঠী এবং বিরোধী গোষ্ঠী এক সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেন কিভাবে দেশের উন্নতি করা যায়। কিন্তু সেখানে তারা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের কথা বলে উল্টো নিজেরা পদত্যাগ করে এসেছেন। এই ত্রিপুরা রাজ্যে নৃপেনবাবু ও দশরথবাবুরা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন আমি নিজেও একজন বিরোধী সদস্য ছিলাম এবং এই বিধানসভায় সরকারকে সহযোগিতা করেছিলাম। এই বিধানসভার বিভিন্ন কমিটি যখন সেদিন বিভিন্ন জায়গায় পরিদর্শন করে অর্থাৎ টোর করে তখন আমরা সেখানেও তাদেরকে সহযোগিতা করেছিলাম, কিন্তু আজকে আমরা দেখছি তারা সেটাকে অবমাননা করছেন। কাজেই এই বিধানসভার সদস্য হিসাবে এখানে তাদের উপস্থিত থাকা অনুচিত বলে আমি মনে করি কারণ তারা জন-প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। নিজের দলের মধ্যেও নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমরা মনে হয়, সেই কারণেই আজকে তারা এখানে নেই। অথচ আজকে এখানে জনগণের কল্যাণার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল পঞ্চায়েত ও নগর পালিকা বিলের উপর।

আজকে অন্যান্য দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি কোনদিন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে কিনা? আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে তথা ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি যে জন-প্রতিনিধিত্ব করেন তারা মিথ্যা কমিউনিষ্ট। তারা শুধু নামধারী কমিউনিষ্ট তারা আসল কমিউনিষ্টদের নীতি অনুসরণ করেন না। যদি করতেন তাহলে এই কমিউনিষ্ট কানট্রিজ-এর মত কোন নির্বাচনকেই তারা বিশ্বাস করতেন না। আজকে এই কমিউনিষ্ট নামধারী মুখোশ পরে নৃপেনবাবু, দশরথবাবু নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিরোধীদের ভূমিকায় থেকে ওরা এখনো ত্রিপুরায় একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

কাজেই আমার কথা হলো বিরোধীদের ভূমিকা তারা পালন করতে পারেন, তাদের অভিযোগ করার, পার্সিউ করার যথেষ্ট অধিকার রয়েছে এই ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। এবং এইটা পালন করতে গিয়েই আজকে তারা বিরোধীতা করছেন। কিছুক্ষণ আগে ধীরেনবাবু এবং অঞ্জুবাবু

বলেছিলেন যে, পার্লামেন্টের এম, পি, রা যে পদত্যাগ করেছেন আপনাদের যদি সাহস থাকে তাহলে আপনারাও পদত্যাগ করুন। কিন্তু এই সাহস আপনাদের থাকবে না। তারা পদত্যাগ করবেন না। কারণ তারা কমিউনিজমের মুখোশ পরে আছেন, এইটা গণতন্ত্রের পক্ষে সহায়ক নয়। কাজেই আমি আর আর বেশী কিছু বলতে চাই না। আজকে যে আলোচনা আনা হয়েছে পঞ্চায়েত রাজ সম্পর্কে-নগরপালিকা বিল সম্পর্কে এইটাকে সকল ভারতবাসীই সমর্থন করেছেন। আমি আশা করি, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও আমরা দেখতে পাব যে, এই পঞ্চায়েত রাজ-বিল নগরপালিকা বিল যথাসময়ে উপযুক্তভাবে এইটা বাস্তব রূপ নেবে। কাজেই পঞ্চায়েতরাজ এবং নগরপালিকা বিলকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি এবং আমাদের ত্রিপুরাতে যাহাতে ঠিক সময়ে এইটা চালু হয় তারজন্য সরকারকে অনুরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহাশয় সর্ট ডিসকাসন এনেছেন পঞ্চায়েত রাজ এবং নগরপালিকা বিল সম্পর্কে আজকে আমাদের ভারতবর্ষের কংগ্রেস সরকার-তার প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সর্বস্তরের মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং এর উপরে মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ যে সর্ট ডিসকাসন এনেছেন—এমন একটা উপযুক্ত সময়ে তিনি এনেছেন এটা। বিগত দিনে বামফ্রন্ট দল তথা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি তথা ভারতবর্ষের বিরোধী দলগুলি সম্মিলিতভাবে চেয়েছিলেন যে রাজ্যসরকারকে আরো ক্ষমতা দেওয়া হোক্। যখন শুধু রাজ্য সরকার নয় রাজীব গান্ধী যখন পঞ্চায়েত স্তরে ক্ষমতা দেবার চেষ্টা করছেন এই সময় তারা তার বিরোধিতা করছেন!

এটা কেন্দ্রীয় সরকারকে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক সম্পন্ন অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বাধা সৃষ্টি করা। যে বাধার দেশকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায়। যে বাধায় দেশের কোন উন্নতি সাধন হলো, বিরোধীরা সেটাই চান। ভারতবর্ষের কংগ্রেস (আই) শাসিত যে-সমস্ত রাজ্য ছিল, কেন্দ্রে ছিল, যে সময় রাজ্যে বিরোধীরা ছিল সবসময় এই বিরোধীরা এমন করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন বিভিন্ন প্রকারের ইস্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেছিলেন। যে ইস্যুর কোন ভিত্তি থাকেনা। মানুষের কোন মঙ্গল কামনা হয়না। সেই সমস্ত ইস্যু নিয়ে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টিই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যেমন বলা যেতে পারে যে প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য তারা অনেক চেষ্টা

করেছিলেন যিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্য্যন্ত চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রতিভা এই পৃথিবীর মধ্যে বিরল। উনার মতো একজন প্রধানমন্ত্রীকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য তৎকালীন বিরোধীরা কি না করেছেন, কোন চেষ্টাই বাদ দেন নাই উনার মতো একজন মহান নেত্রী শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয় সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বিরল। পঞ্চ মিশালি দলগুলি সমগ্র ভারতবর্ষে শাসন করতে চায়। কিন্তু তারা ২৭ মাসও শাসন করতে পারেনি। তারা বিদেশীদের হাতে ক্ষমতা উঠিয়ে দিতে চাইছিলেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে মোরারজী দেশাইকে এনে দেশ পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই মার্কস্‌বাদীরা, কমিউনিষ্টরা. সি, পি, আই (এম) দল তখন মোরারজী দেশাই-এর সরকারকে, মদত দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের মানুষকে গরীব থেকে গরীবতর করার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক কাঠামোকে এমন ভাবে দুর্বল করা হয়েছিল সেটা আমরা সবাই জানি। মোরারজী দেশাই-এর আমলে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া থেকে আমাদের গোল্ডগুলি পর্য্যন্ত বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর ভারতবর্ষের ৮০ কোটি মানুষ যখন তাদের পঞ্চমিশালী সরকারকে ২৭ মাসের মধ্যেই সরিয়ে পুনরায় শ্রীমতি গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তখন আবার বিরোধীরা উনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেছিলেন। তাই তারা, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যখন ঠিক ভাবে পরিকল্পনা নিচ্ছেন, অর্থনৈতীক বুনিয়াদকে যখন শক্তিশালি করতে চাচ্ছেন, ঠিক সেই সময় ভারতবর্ষের বিরোধী দলগুলি রাজীব গান্ধী হঠাও শ্লোগান দিতে শুরু করেছেন। কারণ, কিছুদিন আগে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট ছিল। তখন তারা একটানা বলেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে কিছুই দিচ্ছেনা। আজ কি করছেন উনারা ? পঞ্চায়েত রাজ ও নগরপালিকা বিলকে বিরোধীতা করলেন। শুধু তাই নয় সারা ভারতবর্ষের মানুষকে অপপ্রচার করে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিছুদিন আগে লোকসভা থেকে বিরোধী দলের সদস্যগণ পদত্যাগ করেছেন। এটা কি ভারতবর্ষের গণতন্ত্র কাঠামোকে কলুষিত করার জন্য নয় ? ভারতবর্ষের মানুষ উনাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের মানুষের সুবিধার ব্যাপারে আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি গোচর করার জন্য। আর উনারা পদত্যাগ করলেন।

উনারা জানেন যে নির্বাচনের আগে আর অধিবেশন হচ্ছে না। অতএব পদত্যাগ করা আর না করা সমান। আর ভারতের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এই পদত্যাগ। আর রাজ্যসভাতে তাঁরা বিরোধিতা করছেন নগর পালিকা বিলের, তাঁরা বিরোধিতা করছেন পঞ্চায়েত বিলের, যে বিলে ভারতের গণতন্ত্র কামী মানুষদের সকলকেই পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার দানের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আমরা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আনীত এই বিলকে সম্পুর্ণভাবে সমর্থন করছি ও স্বাগত জানাচ্ছি এবং বিরোধীরা যে এই বিলগুলির বিরোধিতা করছেন সেটা কে আমরা নিন্দা করছি। কারণ, মানুষকে গ্রাম স্তর থেকে ক্ষমতা দানের আমরা পক্ষপাতি।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে যে আলোচনা এখানে মাননীয় সদস্য এনেছেন, আমি উনাকে ধন্যবাদ

জানাচ্ছি যে এই জিনিষটা এই সময়ে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এটা সমস্ত জাতির অধিকারের প্রশ্ন, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্ন। কাজেই এর বিরোধিতা করা চলেনা। এটাকে সকলেরই স্বাগত জানানো উচিত বলে আমি মনে করি। কিন্তু আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা এটা চান না বলেই তাঁরা আজকে হাউসে উপস্থিত থাকেন নি।

কাজেই আমি হাউসের কাছে অনুরোধ করব সর্বস্তরের মানুষের কাছে খবরটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য যাতে তারা রাজীব গান্ধীকে আশীর্বাদ করেন। এই কথা বলে আমি আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P.M. today.

AFTER RECESS AT 2.00 P. M.

মিঃ স্পীকার :-- মাননীয় মন্ত্রী, শ্রীজহর সাহা।

শ্রীজহর সাহা :— (রাষ্ট্রমন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার, মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় এই সভার সামনে জহর রোজগার, পঞ্চায়েত রাজ এবং নগর পালিকা ইত্যাদি আইনের উদ্দেশ্য নিয়ে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তারজন্য তাঁকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। কারণ এসব বিল ভারতের কোটি কোটি পিছিয়ে পড়া মানুষ, যারা শিক্ষায় দীক্ষায় এবং আর্থিক দিক থেকে দুর্বল, তাদের নীচু থেকে উপরে তুলে আনার যে পদক্ষেপ স কল্প আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ঘোষণা করেছেন, তার একটা ঐতিহাসিক পদ তার পাশাপাশি লোকসভা এবং রাজ্যসভার বিরোধী দলের সাংসদ এবং তাদের সমর্থিত মার্ক্সবাদী সাংসদরা এই বিল আনার প্রয়োজনে যে সংশোধনী লোকসভা এবং রাজ্যসভায় আনা হয়েছে, এই রকম একটা গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় তারা যেভাবে পাশ কাটিয়ে গেছেন তার রেশ ধরেই এখানকার বিরোধী দল, মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট এবং তার দোসরেরা পার্লামেন্টের মত এই হাউস থেকে পদত্যাগ না করে শুধু ওয়াকআউট করেছেন। তার মানে হল, এই বিরোধী দল রাজ্যের গরীব মানুষ যারা, তাদের স্বার্থ এবং যে গণতান্ত্রিক অধিকার, তা সুরক্ষিত হউক, এটা তারা চান না, এবং চান না বলেই তাদের আজকে এই হাউস থেকে ওয়াকআউট করতে হয়েছে। আর যদি তাদের এই হাউসে থাকতে হয়, তাহলে মাননীয় সদস্য যে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, তার সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে হলে, তাদের পক্ষে এইসব আইনের যে উদ্দেশ্য তাকে সমর্থন করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ন্তর থাকত না। আর, এগুলিকে সমর্থণ করার অর্থ হল গরীব মানুষদের স্বার্থকে সুরক্ষিত করা। কিন্তু এই মার্ক্সবাদী দল, সেই পথে যেতে রাজী নয়, কারণ ওরা মুখে যে কথা বলে, কাজ করে অন্য রকম। এটা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এই দল সাধারণ মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করার জন্য যতটা সোচ্চার হতে উপদেশ দেয়, তারা, নিজেরা

কিন্তু আসলে তার ঠিক উল্‌টো, যা আজকে বিরোধী দলের ওয়াকআউটের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। তাই এখানে প্রশ্ন উঠে যে এই বিরোধী দল মার্ক্সবাদীরা এই রাজ্যে কার স্বার্থ দেখে ? ত্রিপুরা রাজ্যের গরীবের স্বার্থ দেখে কি ?

এটা করার অর্থ হল যে, আমাদের ত্রিপুরায় গরীব মানুষের আশা আখাঙ্খা গরীব মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সেটাকে অস্বীকার করা হবে, গরীব মানুষের স্বার্থের প্রতি তাদের বিশ্বাসঘাতকা করা। নেহেরু রোজগার যোজনা, কিংবা পালিকা কিংবা নগর নতুন পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা এগুলি হল, ভারতের পিঁছিয়ে পড়া লোকদের, ভারত বর্ষের অনগ্রসর অংশের লোকদের, ভারতবর্ষের শ্রমজীবি মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতীক আজকে পঞ্চায়েত রাজকে নতুন ভাবে সাজাতে রাজীব গান্ধীজী যে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছেন তাও ঐতিহাসিক। কারণ আমি বুঝি যে, আমাদের বর্ত্তমান পঞ্চায়েতের যে কাঠামো তা অত্যন্ত নড়বড়ে, ত্রুটি বিচ্যুতির ফলে জনগণের কাছে পরিকল্পনার সুফল পেঁাছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ অন্তরায় দেখা দেয়। সেই জন্যই মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত করার লক্ষ্যে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীজী সারা ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করার জন্য পঞ্চায়েত আইনে সংস্থান রেখেছেন। আজকে পরিকল্পনা যেখান থেকে তৈরী হয়ে থাকে, এটা চার দেওয়াল। ফলে জনগণের আশা-আখাঙ্খা কোন দিন বাস্তবায়িত হতে পারে না। যাঁরা চার দেওয়ালে বসে রাজ্যের পরিকল্পনা তৈরী করে থাকেন, চার দেওয়ালে বসে ঐ রাজ্যের উন্নয়নের কথা ভাবে আমি মনে করব, এই বিশ্বাস যারা করেন তারা মুর্খের স্বর্গে বাস করেন। নতুন পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল, কোন্ এলাকায় কোন্ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে এবং কোন্ পরিকল্পনা দ্রুত গ্রহণ করে রূপায়ণ করা হবে এই অধিকার জনগণের হাতে দিয়ে পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে এই পঞ্চায়েত-রাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জনগণ পরিকল্পনা তৈরী করবে। এই স্তর হচ্ছে প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, সেখান থেকে ব্লক এলাকাধীন সমস্ত পঞ্চায়েত স্ব স্ব এলাকার জনগণের মতামত নিয়ে জেলা পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেবে। এমনি করে সঠিক ভাবে আগামী দিনে আশা-আখাঙ্খা বাস্তবায়িত করার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, শুধু গ্রামীণ মানুষের অবস্থাকে উন্নতি করার জন্য, তাদের হাতে গণতান্ত্রিক অধিকার তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীজী। শুধু তাই নয় এখানে সমস্ত রাজ্যের নোটিফাইড এলাকা, মিউনিসিপ্যাল এলাকা, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এ এলাকায় সেখানকার মানুষের হাতে অধিক ক্ষমতা তুলে দেওয়ার লক্ষেও রাজীব গান্ধীজী পঞ্চায়েত রাজ্যের অনুকরণে নগরপালিকা আইনের মাধ্যমে গ্রামকে তৈরী করার জন্য এই খানে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। এটা দুঃখের ব্যাপার, যাঁরা এই রাজ্যে ১০ বৎসর ক্ষমতায় ছিলেন, যারা নিজেদেরকে গরীবের বন্ধু বলে দাবী করতেন তাঁরাই কিভাবে গরীবের সম্পদকে লুণ্ঠন করেছেন সেটাই আজকে স্বাভাবিক কারণে আমি আপনার মাধ্যমে জানতে পারি, এরা কি প্রকৃত পক্ষে মানুষের বিকাশের জন্য, প্রকৃত পক্ষে সাধারণ মানুষের হাতে গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন ? এটা তাঁরা চান নি বলেই, এরা আজকে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার বিরোধীতা করেছেন।

কারা করেছেন ? যারা জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এক সময়ে যে, আমরা ভারত-

বর্ষের মেহনতী মানুষের জন্য কাজ করবো, ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষ এবং ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে আমরা কাজ করবো। কিন্তু আজকে ওদের ভূমিকা দেখে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের মানুষ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। কোন অর্থে, কোন কারণে ওরা এই নতুন পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা কিংবা নগর পালিকা ব্যবস্থার বিরোধীতা করছেন এটা জনগণের কাছে বোধগম্য হচ্ছে না। অথচ অতীতের ইতিহাস যদি আমরা দেখি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের প্রাথমিক অবস্থায় কিংবা বিভিন্ন সময়ে যখন দুর্যোগের মধ্যে ভারতবর্ষের জনগণ পড়েছিল তখন আমরা দেখেছি যে বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক দল যারা বিভিন্ন সময়ে এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অহিন্দুদের কথা বলে কিংবা মুসলিমদের কথা বলে সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কথা যদি বলতে হয় এক সময়ে ওরা যেমন স্বাধীনোত্তর কালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিরোধীতা করে ওরা বলেছিল এটা মুক্তি যুদ্ধ যে, স্বাধীনোত্তর কালে ওরা বৃটিশ পক্ষকে সমর্থন করেছিল অর্থাৎ ভারতবর্ষের জনগণ যাতে স্বাধীনতা না পায়। স্বাধীনতার পর ওরা আওয়াজ তুলেছিল "আজাদি ঝুটা হ্যায়"। এরপর ১৯৬২ সালে চীন যখন ভারতবর্ষকে আক্রমণ করলো তখন ওরা শ্লোগান তুলে কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিল। চীনের চেয়ারম্যান মাও সেতুং এটা তাদেরও নাকি চেয়ারম্যান। আমরা তাই দেখেছি যে ওদের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সে সকল রাজনৈতিক দলের একটাই আদর্শ ছিল সেটা হল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। ওদের বিশ্বাসঘাতকতায় পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীগুলিকে বানচাল করার জন্য নেতৃত্ব দিচ্ছে তাঁরা, কারা? এন টি রামা রাও যার কথা বলতে হয় যিনি একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় তাঁর দল ক্ষমতায় এসেছে। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলেই কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা জাতীয় কংগ্রেস ঐ এন টি রাম রাও-এর বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করছে না। নতুবা ঐ এন টি রামা রাও এর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট, হাই কোর্ট মিলে কিংবা ওদের যে তথ্য আমরা যেটা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে জানতে পেরেছি অর্থাৎ কম করেও ৩৬টা মামলা ওর বিরুদ্ধে সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিভিন্ন আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত মুখ্যমন্ত্রী লাল বাংলার লাল নেতা বলে এতদিন দাবী করে আসছিলেন তার বিরুদ্ধেও ট্রাম কেলেংকারী, বেঙ্গল ল্যাম্পস কেলেংকারী, আলিপুর ট্রেজারী কেলেংকারী, সল্টলেইকের মাটি কেলেংকারী ইত্যাদি কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী দেবীলালের বিরুদ্ধে তারই ছেলে জেহাদ ঘোষনা করেছে। আর তামিলনাড়ুর কথা যদি বলতে হয়,

কিছুদিন আগে মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়েছে, সেখানে দেখা যায় বিরোধী দলের মহিলা নেত্রীর উপর আক্রমন সংগঠিত করে সেখানে বিধানসভায় লাঞ্ছিত করা হয়েছে। এছাড়া মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি গতকালকের পশ্চিমবাংলার একটি ঘটনা আপনার এখানে তুলতে চাইছি। আমাদের কেন্দ্রীয় বানিজ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী যখন পঞ্চায়েত-রাজ ব্যবস্থা, নগর-পালিকা আইন এবং নেহেরু রোজগার যোজনা এইগুলি নিয়ে জনগনের সামনে জনগনকে বুঝাতে চাইছেন, জনগনের আশা-আকাংখাকে তুলে ধরছেন, রাজীব গান্ধীর পদক্ষেপ নিয়ে বুঝানোর জন্য যখন একটা জনসভা করছিলেন, আমরা খবর পেয়েছি, আজকে টি, ভিতে দেখানো হয়েছে সেই আমাদের কেন্দ্রীয় বানিজ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সীকে ঐ জ্যোতি বসুর পশুরা, গুণ্ডাবাহিনী সেখানে আক্রমন করছে, সেখানে লাঞ্ছিত করেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় বানিজ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী গুরুতর আহত অবস্থায় কলকাতারই একটা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এই আক্র-মনের নিন্দা করার মত ভাষা নেই। আমি আশা রাখব আমাদের এই হাউস জ্যোতি বসুর পশুদের এবং তার গুণ্ডাবাহিনীর এই বর্বরোচিত আক্রমন তীব্র ভাষায় নিন্দা করবেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল, আমরা গণতন্ত্রকে ভালবাসি, আমরা গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা করি। একের পর এক যে ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় কিংবা অকংগ্রেসী রাজ্য সমূহে এইটাকে কোন অবস্থাতেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু এইটা ওদের কাছে স্বাভাবিক, কারন ওদের রূপটা কি আমরা দেখেছি গত ১০ বৎসর এই রাজ্যে ওদের শাসনকালে। আমি কিছুদিন আগে পত্রিকায় পেয়েছিলাম পশ্চিমবাংলা থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল এই বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং নামে যে লোকটা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার খোয়াব দেখছেন। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর বন্ধু এন, টি, রামারাও দিনের বেলায় পুরুষের পোষাক পরে রাত্রিবেলায় আলতা, পরে কানের মধ্যে রিং লাগিয়ে, হাতে চুড়ি লাগিয়ে শাড়ী ব্লাউজ পরে রাত্রি যাপন করে। সেই অর্ধনারী এন, টি, রামারাও তাদেরকে জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, ভারতবর্ষে আপনারা যদি ক্ষমতায় আসেন আপনাদের প্রধানমন্ত্রী কে হবে? প্রশ্নটা করেছিলেন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে, সিং জবাব দিচ্ছিলেন না, কারণ উনি ত দাবীদার। সাথে সাথে এন, টি, রামারাও জবাব দিলেন, কেন আমিও ত ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা রাখি। তখন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং বললেন, না এইটা না, আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমাদের নেতা নির্বাচন করব। আবার সেই চন্দ্রশেখর, দেবীলাল, অজিত সিং, অরুণ নেহেরুর মত লোকেরা, ওরাও খোঁয়াব দেখছেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হবেন। ওদের কাছে যদি প্রশ্ন রাখা হয় আপনাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লোক কে বা কারা আছেন। তখন ওরা সবাই একসংগে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলেন আমি প্রধানমন্ত্রী হব, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মত উপযুক্ততা একমাত্র আমারই আছে। ওদের জন্য জনগণের সার্টিফিকেট লাগেনা। ওদের যোগ্যতা নিয়ে জনগণের প্রশ্ন নয়। সবাই ওরা স্বঘোষিত প্রধানমন্ত্রী। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, একটা সিনেমা দেখেছিলাম। একজন

লোক মন্ত্রীসভা গঠন করলো। কিন্তু কিছুদিন পরেই এম, এল, এ,-দের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল যে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলো। তারপর তারা আর একজনকে মুখ্যমন্ত্রী করলো এবং রফা করলো যে সমস্ত এম, এল, একে, পর্যায়ক্রমে মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে। আমার মনে হয়, সম্ভবত আগামী দিনে তাঁরাও এমন একটা স্বপ্ন দেখছেন। সুতরাং ভারতবর্ষের জনসাধারণ বিরোধীদের আচরণকে গভীর ভাবে লক্ষ্য রাখছেন। তাঁরা ভারত বন্ধ ডেকেছেন। কাদের স্বার্থে এই বন্ধ? বন্ধ যদি করতেই হয় তাহলে জনগণের স্বার্থে বন্ধ করতে হবে। আজকে 'রাজীব গান্ধীকে হঠাও', এই শ্লোগান তুলে ভারত-বর্ষের জনগণকে বিভ্রান্ত করা যাবে না, ত্রিপুরার মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। সুতরাং নগর পালিকা বিলকে, পঞ্চায়েত বিলকে বানচাল করার জন্য এবং জওহর রোজগার যোজনাকে বানচাল করার জন্য যে বন্ধ ডেকেছে তার বিরুদ্ধে ভারতের মানুষ যোগ্য জবাব দেবে এই বন্ধকে প্রত্যাখ্যান করে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরার জনগণ দুই জন এম, পি, পাঠিয়েছিল। স্যার, একটা লোকের নামের পেছনে বিশ্বাস উপাধি থাকলেই যে সে বিশ্বাসী হবে এমন কোন কথা নেই এবং তা যে নেই সেটাই প্রমাণ করেছেন আমাদের ত্রিপুরার একজন এম, পি, যার নাম হচ্ছে শ্রীঅজয় বিশ্বাস। তাঁর নামের পেছনে "বিশ্বাস" আছে। কিন্তু জনগণের সংগে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, কারণ যারা তাকে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেন তাদের সংগে কোন আলোচনা না করেই তিনি তাঁদের দেওয়া পদ ত্যাগ করেন। সেই অজয় বিশ্বাস এবং বাজুবান রিয়াং আজ জনগণের কাছে বিশ্বাস-ঘাতক। আবার তারাই আগামী ৩০ তারিখে বন্ধ ডাক দিয়েছেন। তাই জনগণ আগামী ৩০ তারিখে তাদের গোমতীর জলে, হাওড়ার জলে, মনু নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে ত্রিপুরায় টি, ইউ, জে, এস,-কংগ্রেস (আই) সরকারকে নিয়ে এগিয়ে যাবেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার বক্তব্য দীর্ঘ না করে আমি আবেদন রাখব বিরোধীদের কাছে যে আজও তাদের সময় আছে, এখনও তারা এই বন্ধ প্রত্যাহার করুন প্রত্যাহার করে তারা তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন। যদিও তারা ধর্মকে মানেন না, তবুও বলব যে শুধু ভারতবর্ষের মাটি থেকে নয়, পৃথিবীর বুক থেকে আপনারা মুছে যাবেন। পোলাণ্ড এবং চীনের ইতিহাস থেকে তারা সেই শিক্ষা নিতে পারেন। পোলাণ্ডে তাদের শাসন শেষ হয়ে গেছে। চীনে গণতন্ত্রকামীদের উপর যে নারকীয় অত্যা-চার হয়েছে, সারা বিশ্ব তাতে চীনকে ধিক্কার দিয়েছে। সুতরাং তারা যদি আগামী দিনে ভারতে ক্ষমতায় আসেন তাহলে তারা যে চীনের মতই নারকীয় ঘটনা ঘটাবেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

সুতরাং মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ওদের বলুন সাধারণ লোকের জন্য কাজ করতে। ওদের নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত মারা যাওয়ার পর ওদের দলে মড়ক লেগেছে। এই মড়কের একমাত্র ব্যবস্থা পঞ্চায়েত বিলকে, নগরপালিকা বিলকে এবং জওহর রোজগার যোজনাকে সমর্থন করা এবং

তাকে বাস্তবায়িত করা। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল পঞ্চায়েত মিনিষ্টার।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বিধানসভায় পঞ্চায়েত-রাজ এবং নগরপালিকা বিল আলোচনার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহাশয় যে প্রস্তাব তোলেছেন এইটা একটা সঠিক প্রস্তাব। এইজন্য আপনার মাধ্যমে আমাদের ধীরেন্দ্রবাবুকে আমি ধন্যবাদ জানাই। কারণ পঞ্চায়েত রাজ ও নগরপালিকা বিল লোকসভায় পাশ হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে, জাতীয় পিতা মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ না হলে গণতন্ত্রের সঠিক বিকাশ হবে না। এবং তিনি বলেছিলেন যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরন নয় সামাজিক বৈষম্য, প্রশাসনিক বৈষম্য দূর করতে হবে। তিনি বলেছিলেন যে, এই বৈষম্য দূর করতে হলে গ্রামস্তর পর্য্যন্ত স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আজকে মহাত্মা গান্ধীর সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছেন আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী।

আজকে আমরা এই বিলের জন্য ভারতবর্ষের জনগনের কাছে গ্রাম-স্তরে জনগনের কাছে গণতন্ত্রের মূল সোপান পৌঁছে দেব এবং এই আইন পাশের মাধ্যমে পঞ্চায়েত স্তর পর্য্যন্ত মানুষ গণতন্ত্রের স্বাদ বুঝতে পারবে এবং সেখানে যে বৈষম্য ছিল সেটা দূর হয়ে যাবে। শুধু গণতন্ত্রকে গ্রাম স্তর পর্য্যন্ত বিকাশ করার জন্য এইটা আসেনি-এইটা প্রশাসনিক বৈষম্যকেও দূর করার জন্য আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। এই প্রশাসনিক বৈষম্য দূর করার জন্য আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই জহর রোজগার প্রকল্পকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছেন। এবং এই জহর রোজগার যোজনা রূপায়নের মাধ্যমে সমাজে যে প্রশাসনিক বৈষম্য ছিল তা' দূর হয়ে যাবে। এর মাধ্যমে প্রশাসনিক বৈষম্য কিভাবে দূর হবে ? কারণ জহর রোজগার যোজনা যে স্কীমগুলি রয়েছে, যে অর্থ রয়েছে কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে সেটা গ্রাম স্তর পর্য্যন্ত সম বণ্টন হবে। যার কারণে কেন্দ্রিয় সরকার থেকে একটা নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে যে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে-অর্থাৎ কোন রাজ্যে কত জনসংখ্যা, কত সংখ্যক এস, টি, এবং এস, সি, রয়েছেন, কত সংখ্যক দারিদ্রসীমার নীচে রয়েছে-সেই মোতাবেক সেই তথ্য নিয়ে কেন্দ্রিয় সরকার ডিষ্ট্রীক লেভেলে ডি, আর, ডি, এ, এবং সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটারের মাধ্যমে কেন্দ্র অর্থ সমবণ্টন করে দিচ্ছে। যারফলে সমস্ত স্তরে প্রশাসনিকভাবে বৈষম্য করার কোন উপায় থাকবে না। কারন এর আগে আমরা জানি, কিছু কিছু রাজ্য যেমন আমি উদাহরণ দিচ্ছি, অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেগু দেশম্ শাসন ক্ষমতায় রয়েছে। সেই তেলেগু দেশম্ সরকার কি করছে ? কিছু কিছু জেলা রয়েছে সেখানে তেলেগু দেশমের প্রভাব নেই সেখানে জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব

রয়েছে। কাজেই সেখানে সেই বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা সে-সকল জেলায় এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি, এবং আর, এল, ই, জি, পি, ইত্যাদি স্কীমের টাকা দেয়না। কাজেই সেখানে এইটা একটা বিরাট বৈষম্য। অথচ কেন্দ্রিয় সরকার সেই টাকাটা আদিবাসী এলাকায়, তপশিলি জাতি অধ্যুষিত এলাকায় বা দারিদ্র সীমার নীচে যারা বসবাস করেন তাদের জন্য ব্যয় করার জন্য এই স্কীমের টাকা দিচ্ছেন। কিন্তু কিছু কিছু রাজ্য সরকার এইভাবে বৈষম্য করে থাকেন। কিন্তু আজকে এই আইন পাশের মাধ্যমে সমস্ত পঞ্চায়েতকে পঞ্চায়েত স্তরে প্রশাসনিক বৈষম্য দূর করে অর্থের সমবণ্টন করা যাবে। এই প্রশাসনিক বৈষম্য দূর হলে জনগনের মনে নতুন করে আশা-আকাঙ্খা জাগ্রত হবে।

এই বিলে পঞ্চায়েতের হাতে উন্নয়ন-মূলক অর্থনৈতীক পরিকল্পনা করার ক্ষমতা দেয়া হবে। এই বিলে গ্রামের মানুষের প্রয়োজনে কোথায় রাস্তা হবে, কোথায় বিদ্যালয় হবে, কোথায় পানিয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে, কৃষকরা দেখবেন কিভাবে তাদের কৃষিকার্যের সুবিধা পান, এই ভাবে বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে একটি পরিকল্পনার রূপ দেওয়া হবে। তফশীল জাতি এবং তফশীল উপজাতিদের কি করতে হবে তাও এই পরিকল্পনায় আসবে। জেলা পরিকল্পনা পরিষদ এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পাঠিয়ে দেবেন রাজ্য পরিকল্পনা পরিষদের কাছে। ইতিপূর্বে গ্রামে না গিয়ে বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা না করেই রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ পরিকল্পনা তৈরী করে ফেলতেন। কিন্তু এতে করে বাস্তব অবস্থার সমাধান খুব কমই হতে পারত। এই ব্যাপারে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, গ্রামস্তর থেকে পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরী করতে হবে। সেই রূপবেখা সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করা সম্ভব হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঘোষনা দিয়েছেন যে, একবিংশ শতাব্দির মধ্যে ভারতবর্ষকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা হবে। এই পদক্ষেপ হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

জওহর রোজগার যোজনায় কি করতে হবে সে ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। কোন পঞ্চায়েত কত পরিমান অর্থ পাবে সেটা সেই পঞ্চায়েতের তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করবে এবং সেই ভাবেই বিলি বণ্টন করা হবে। সেখানে কোন রকমের বৈষম্য করার সুযোগ থাকবে না। এই জওহর রোজগার যোজনা খাতে এখন পর্যন্ত আমরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিমান অর্থ কেন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছি। বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান হচ্ছে চার কোটি আটাত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। আমরা আশা করছি যে কেন্দ্র থেকে আরও সাহায্য আমরা পাব। নগর পালিকা বিল পাশ হলে শহরাঞ্চলের মানুষের ব্যাপক উন্নতি সাধন করা সম্ভব হবে। এখন আমাদের যে-সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে, তাতে করে বিভিন্ন পৌরসভা, কর্পোরেশান ইত্যাদিতে অনেক কিছু করা যায় না, আদিবাসীদের জন্য, শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের জন্য, গরীবদের জন্য। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ। এই বামপন্থী, দক্ষিণ পন্থী

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যারা গণতন্ত্রের মুখোস ধারণ করেন, এই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরনের জন্য চিৎকার দেন, তারাই, যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী লোকসভাতে এ ব্যাপারে সঠিক সময়ে এই বিল এনেছিলেন, তখন তারা এই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীয়করনের পক্ষে না গিয়ে বরঞ্চ প্রচণ্ড ভাবে বিরোধীতা করে তারা লোকসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। এতে আমি মনে করি যে তারা ভারতবর্ষের মানুষের সংগে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছেন। আজকে ভারতবর্ষের মানুষদের কাছে তাদের প্রকৃত চেহারা ধরা পড়ে।

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে পঞ্চায়েত রাজ এবং নগর পালিকা বিল-এর মাধ্যমে ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া মানুষদের আশা-আকাংখা পূরণ হবে এবং সামাজিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব হবে। আমি এখানে জোর গলায় বলতে পারি যে একমাত্র জাতীয় কংগ্রেসই ভারতবর্ষের গণতন্ত্র রক্ষা করতে পারে। শুধু গণতন্ত্র নয়। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রেখে সমাজতন্ত্র আনার জন্য আমাদের পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী রাজন্য ভাতা প্রথা বিলোপ করে ব্যাংক জাতীয়করণ থেকে শুরু করে যে কর্মসূচী নিয়েছিলেন, সে কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছেন। সেটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি।

শ্রীবীরজিত সিনহা :—আমি একথা গর্বের সংগে এই বিধানসভায় বলব যে কংগ্রেস টি ইউ জে-এস জোট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে পিছিয়ে পড়া মানুষ যারা, যারা এখনও দারিদ্র সীমার নিচে রয়েছে, তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়ার কর্মসূচী নিয়েছে। আবার কেন্দ্রীয় সরকার থেকেও এদের জন্য কর্মসূচী রয়েছে এবং কর্মসূচী রূপায়ণের ব্যাপক ব্যবস্থা আমরা ইতিমধ্যে নিয়েছি। ত্রিপুরা রাজ্যে আই, আর, ডি পি, পরিকল্পনা রূপায়নের ক্ষেত্রে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জোট সরকার ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এজন্য আমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। স্যার, এর অর্থ হল, বামফ্রন্ট সরকার বিগত ১০ বছরে যা করতে পারে নি, আমাদের জোট সরকার, এক বছরের মধ্যেই প্রায় ৪৫ হাজারের বেশী গরীব লোককে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য এই আই, আর, ডি, পি, স্কীমের আওতার মধ্যে নিয়ে এসেছে। আমরা এই রাজ্যে যারা দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছে, তাদের উপরে তুলে আনার জন্য আরও নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি জোর গলায় বলতে পারি যে এই ধরনের চেষ্টা বামফ্রন্টের ১০ বছরের শাসনকালে কখনও করা হয় নি। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী সচেতন, আমি আশা করব যে আগামী ৩০শে আগষ্ট তারিখে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ আরো বেশী সচেতনতার পরিচয় দেবেন। কাজেই মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্রবাবু যে বিষয় নিয়ে এই সভার মধ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, তাতে অংশ নিতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে পঞ্চায়েত রাজ এবং নগর পালিকা বিল ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতীক বলে মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় যে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, তার জন্য আমি তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এটা সত্যি কথা যে একটা সঠিক সময়ে সঠিক আলোচনার তিনি একটা সূত্রপাত করেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি যে, আমাদের বিরোধী দল, কি কারণে, আমি জানি না, দিল্লীতে যখন এই বিলগুলি নিয়ে পার্লামেন্টে আলোচনা শুরু হয়, তখনও তারা এসবের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন নি অথবা তারা এসবের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার মতো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন নাই, যদিও তারা নিজেদের গণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার ধারক বাহক বলে প্রচার করে থাকেন, যদিও বাস্তবে তার ঠিক উল্টো অন্য দিকে আমরা মনে করি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় বিরোধী দল একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ, আমরা দেখছি আজকে যখন এই হাউসে সেই পঞ্চায়েত-রাজ আর নগর পালিকা বিলের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা চল্‌ছে, তখন আমাদের বিরোধী দল এই হাউস ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আমার মনে হয়, এটা তারা অস্তিম রক্ষার জন্যই করেছেন। এই আলোচনাটাকে আমি বলব একটা ঐতিহাসিক আলোচনা, এই ধরনের আলোচনার সুযোগ খুব কমই হয়। এই সব বিলের আলোচনা যখন পার্লামেন্টে চল্‌ছিল, তার অনেক আগেই মার্কসবাদী এবং অন্যান্য বিরোধী দল পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করে চলে এসেছে। আমরা বলব যে, এর পিছনে অন্য কোন কারণ নেই, এর পিছনে যে কারণ রয়েছে, সেটা হচ্ছে এই বিলগুলির বিরোধীতা করাই তাদের মূল লক্ষ্য। যদিও বলা হচ্ছে যে তারা নাকি বোফর্স কেলেংকারীর ব্যাপারে রাজীব গান্ধির পদত্যাগ দাবী করেছে এবং যেহেতু রাজীব গান্ধী পদত্যাগ করেনি, সেজন্য তারা নিজেরাই পদত্যাগ করেছেন। আসল ব্যাপার যেটা ঠিক সেটা হল, সেই সময়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী দেশের জনসাধারনের স্বার্থে, দরিদ্র মানুষের স্বার্থে যে পঞ্চায়েতি রাজ বিল এবং নগর পালিকা বিল পার্লামেন্টে পেশ করেছেন, পার্লামেন্টে থাকলে যেগুলি তাদের সমর্থনকরা ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর ছিল না, তা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই তারা এক যোগে পদত্যাগ করে-ছেন। আর বোফর্স সম্পর্কে আমি যেটুকু জানি, কারণ আমি নিজেও একসময় পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম, সেটুকু হল পার্লামেন্টে যে সি, এ, জির রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, তাতে এমন দুইটি প্যারা আছে, যেমন প্যারা ১১ এবং ১২, তাতে এমন কথা কোথাও লেখা নাই যে রাজীব গান্ধী বোফর্স ডীলের সংগে জড়িত আছেন এবং রাজীব গান্ধী দুর্নীতি করেছেন। সুতরাং রাজীব গান্ধী দুর্নীতি করেছেন বলে দোহাই দিয়ে আজকে তারা পদত্যাগ করেছেন। আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর দুর্নীতির কোন উল্লেখ সেখানে নেই, অথচ অন্যদিকে আমরা বলতে পারি যে, পশ্চিমবঙ্গে এবার জ্যোতিবসুর বিরুদ্ধে সি, এ, জি, রিপোর্ট আছে। সেখানকার বিরোধী দলের সদস্যরা অর্থাৎ কংগ্রেস সদস্যরা সেটা আলোচনার জন্য

দিতে দাবি করেছিল কিন্তু দেওয়া হয়নি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মধ্যে কোন পাপ নাই, কোন দুর্নীতি নাই, তাই উনি বিরোধীদের দাবি মেতোবেক সি, এ, জি,র রিপোর্ট আলোচনার জন্য দিয়েছেন। কিন্তু বিরোধীরা আলোচনা করতে হবে বলে তাড়াতাড়ি পদত্যাগ করে বসলেন। তাদেরই শাসিত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দল কংগ্রেস থেকে সি, এ, জি, রিপোর্টের উপর আলোচনার জন্য দাবি করা সত্ত্বেও সেখানে আলোচনার কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যেও নৃপেনবাবুর শাসনকালে লটারি কেলেংকারি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চেয়েছিলাম, আমরা তার তদন্ত চেয়েছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় আলোচনা করতে দেওয়া হয়নি এমনকি তদন্তও করা হয়নি। কাজেই এই বিরোধী দল শাসিত রাজ্যের যে-কোন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠেছে দুর্নীতির কারণে সেগুলির কোন তদন্ত তারা করতে দিচ্ছেনা। অথচ এই বোফোর্স নিয়ে যখন পার্লামেণ্টে আলোচনা এসেছিল তখন প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদের দাবি অনুসারে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন। সেই কমিটি পুঙখানুপুঙখরূপে তদন্ত করেছিল, বিচার বিভাগ যেভাবে তদন্ত করে ঠিক সেভাবে তদন্ত করেছিল এবং পার্লামেণ্টে তাদের রিপোর্ট পেশ করেছিল এবং সে রিপোর্টে দুর্নীতির কোন উল্লেখ নেই, কারণ তারা সেখানে কোন দুর্নীতি দেখতে পাননি। আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে একটা স্বচ্ছ রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং ক্লীন এডমিনিষ্ট্রেশন যেটা শুরু থেকে বলেছিলেন সেটা বজায় রেখেছিলেন বলেই পার্লামেণ্টে যে-কোন অভিযোগ উঠলে পরে সেটা আলোচনার তিনি সুযোগ দেন এবং যে-কোন দুর্নীতির প্রশ্ন উঠলে পরে তিনি সেটার তদন্ত করেন কিন্তু জ্যোতিবসু ও নৃপেনবাবুরা সেটা দেননা।

সেই সিনেমার এক্টর এন, টি, রামা রাও কখনও কখনও নিজেকে ভগবানের অবতার বলে প্রচার করেন। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে সুপ্রীম কোর্টের। তার পরিবারের মধ্যে দুর্নীতি রয়েছে। উনি বলেছেন, 'কোর্টের রায়ের ধার ধারি না আমি, জনগন আমাকে রায় দিয়েছে'। আমি জানি না. সংবিধানের নামে শপথ নিযে মুখ্যমন্ত্রীত্ব করছেন যিনি, তাঁর এই বক্তব্য গণতন্ত্রের পক্ষে কত বড় মারাত্মক বক্তব্য এটা ধারনা করা তার পক্ষে হয়ত সম্ভবও নয়। দেবীলালের কথা বলে লাভ নেই। এখানে পার্থক্য কি? পার্থক্য হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে যে অভি-যোগ এসেছে তার স্বচ্ছতা প্রমানের জন্য পার্লামেণ্টও যে মোকাবিলায় প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ওঁরা সেটায় প্রস্তুত নন। কেন না, প্রধানমন্ত্রী নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষও তা জানে। ওরা জানে, ওঁদের পাপ রয়েছে, কলঙ্ক রয়েছে। তাই তদন্তে প্রস্তুত নয়। বিধানসভায়ও তাঁরা আলোচনায় প্রস্তুত নন। এটা হচ্ছে, বিরোধী দলগুলির সাথে আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের নেতা, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পার্থক্য। স্যার, আমি এখানে একটু সংক্ষেপে বলছি, বফর্স কি ব্যাপার, রিপোর্টে কি রয়েছে? রিপোর্টের কোথাও নেই বফর্স নিয়ে দুর্নীতির কথা। বফর্স

কোম্পানী হচ্ছে, সুইডেনের একটি নামকরা কোম্পানী অস্ত্র প্রস্তুতকারক। পৃথিবীর যে-সমস্ত দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্র শক্তি, অক্ষ শক্তি সবাই এই বফর্সের কামান কিনেছেন। ১৯৭৯-৮৬ সালের মধ্যে কামান বিক্রীর জন্য টেণ্ডার দিয়েছিল। একটি হচ্ছে, ফ্রান্স-এর একটি কোম্পানী যার টেণ্ডারের দর ছিল ২ হাজার কোটি টাকা। আর একটি হচ্ছে, সুইডেনের বফর্স কোম্পানী, যার টেণ্ডারের দর ছিল ১৪০০ কোটি ডলার। প্রায় ৬০০ কোটি ডলার কম। এখানে টেকনিক্যাল কমিটির রিপোর্ট নিয়ে যে সমালোচনা করেছেন সি, এ, জি, এটা করার কোন ক্ষমতা সি, এ, জি, এর নেই। তদানীন্তন চীফ্ কমাণ্ডেণ্ট সুন্দরজীর নেতৃত্বে দুইটি কোম্পানীরই কামান এবং তার সমস্ত টেকনিক্যাল এগজামিন করে তাঁরা রায় দিয়েছেন, বফর্স কোম্পানীর কামানই ভাল। গুণের দিক থেকে উৎকৃষ্ট, দামের দিকে কম। সেখানে কোন মন্ত্রী নেই, বিধায়ক নেই। টেকনিক্যাল কমিটির অ্যাক্সপার্টদের দিয়ে বিচার করান হয়েছে। বফর্স কামান দামের দিকে কম অন্যদিকে গুণ-এর দিকে সুবিধা রয়েছে।

আপনারা জানেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়েছে, চীনের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়েছে। এই দুই দেশের অস্ত্র বিশেষ করে তাদের কামানের সঙ্গে আমাদের কামানগুলির যুদ্ধ করতে হবে। তাই তার অভিজ্ঞতার নিরিখে দেখা গেছে পাকিস্তানের কামান তার যে রাডার যন্ত্র রয়েছে সেই রাডার যন্ত্রের যেখান থেকে কামান ছোড়া হয় সেই জায়গা থেকে ধরা পড়ে এবং সেই ঘায়েলের হাত থেকে বাচার কোন ব্যবস্থা নেই, এটা বোফর্সের কামানের আছে যেটাকে বলে সুট এণ্ড স্কেপ সিষ্টেম অর্থাৎ ফায়ার করে সেই স্থান থেকে চলে যেতে হয়, এটা একটা আলাদা সুবিধা। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে তার পেমেণ্টে কতগুলি অসুবিধা রয়ে গেছে। লেন্স কামানে ক্যাশ পেমেণ্ট করতে হবে। আর বোফর্স বলছে এ্যাট এ টাইম নয়, পেমেণ্ট করা যাবে বাই ইন্সটলমেণ্ট। এই সমস্ত জিনিষ পরীক্ষা করা এবং আপনারা জানেন তখন বর্তমান বিরোধী দলে যিনি বোফর্স নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, ভারতবর্ষে তিনি এক সময়ে অর্থমন্ত্রী ছিলেন। যখন এই বোফর্সের অর্থনৈতিক স্যাংশান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল এর ক্ল্যারিফিকেশ্যানের জন্য সেই রিপোর্টও রয়ে গেছে। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ফাইলে যে কথা হয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রী যে ক্ল্যারিফিকেশ্যান দিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রীর কাছে তার রেকর্ড আছে এবং সেখানে ক্ল্যারিফিকেশ্যান দিয়েছেন যে বোফর্সের কামানের দাম কম এবং তার গুণগত বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে এবং তার একটা উন্নত বৈশিষ্ট্যও রয়েছে এবং সেই রিপোর্ট এখন বিরোধী দলের যিনি নেতা ভি, পি, সিং সেখানে ফাইলে তাঁর নির্দ্দেশ রয়েছে। এই সমস্ত কথাগুলি পার্লামেণ্টারি কমিটি তাদের রিপোর্টে ব্যক্ত করেছেন। পরবর্ত্তী সময়ে তিনি ছিলেন ডিফেন্স মিনিষ্টার কিন্তু তখন তিনি এই সমস্ত কামানের কার্যকারিতা নিয়ে কোন কথা বলেন নি যে সাব-ষ্টেণ্ডার কামান দেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন যে পার্লামেণ্টের বর্ত্তমান ডিফেন্স মিনিষ্টার কে, সি, পন্থ তিনি বিবৃতি দিয়ে বলেছেন

যে, আমি সমস্ত এরিয়াতে কামানগুলির কার্য্যকারিতা দেখেছি এবং সেগুলির গুণগত বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আজকে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী নেতারা খুব ভাল করেই জানেন যে বোফর্স নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ফাসানো যাবে না। কারন তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কোন সম্পর্ক নেই। এবং তাঁরা আরও জানেন কেন তাঁরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন নি কারন অতীতে বি, পি, সিং পাঁচ বছর ধরে পার্লামেন্টে ছিলেন এবং বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু ভারতবর্ষের জনগণের জন্য কোন কাজ করেন নি।

কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী একটি রপর একটি কি আভ্যন্তরীন নীতিতে, কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটার পর একটা নীতি কার্যকরী করে চলেছেন। দেশের ঐক্য সংহতির জন্য তিনি একটার পর একটা পদক্ষেপ নিচ্ছেন! আসামের সমস্যার সমাধান করেছেন, বিভিন্ন রাজ্যের ইনসারজেন্সীর সমাধান করেছেন। আজকে হয়ত বলতে পারেন পাঞ্জাবের সমস্যার নতুন মোড় নিয়েছে। এইটা স্বীকার করতে হবে এইটা প্রধানমন্ত্রীর নীতির সাফল্য। একদিন ছিল শিখেরা হিন্দুদের মারত, শুধু হিন্দুর নিহত হয়েছেন কিন্তু আজকে দেশপ্রেমী শিখও নিহত হচ্ছেন ,দেশপ্রেমী হিন্দুও নিহত হচ্ছেন। এইটা তার দুরদর্শিতার পরিচয়। ত্রিপুরায় টি এন ভির ইনসারজেন্সি, মিজোরামের সমস্যা, গোর্খাল্যাণ্ড সমস্যা, বিভিন্ন জায়গার সমস্যার সমাধান করেছেন। আজকে বোড়ো সমস্যা সেটা সম্পর্কেও আমরা দেখি একটা বলিষ্ঠ মনোভাব রয়েছে, তিনি চান সমস্ত কিছুর সুষ্ঠু মীমাংসা হোক। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে আমরা বিরোধীদের কি মনোভাব দেখি ? আজকে বোড়ো সমস্যা সম্পর্কে মার্কসবাদীদের কি মনোভাব ? তাদের মনোভাব হচ্ছে দেশের ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করার মনোভাব। আজকে পঞ্চায়েতরাজ এনেছেন, নগর পালিকা বিল এনেছেন। এর পেছনে বিরোধীরা কি বলছেন ? তাদের বক্তব্যগুলি আমি একটু বলতে চাই। হঠাৎ করে এই বিল আনা হয়েছে। এইটা একটা নির্বাচনী ষ্টান্ট। কিন্তু এর যে গুনাগুণ এই নিয়ে কোথাও কিছু বলেনি। নির্বাচনী ষ্টান্ট দেওয়ার জন্য নাকি হঠাৎ করে এই বিল এনেছেন। এই সম্পর্কে অশোক মেহতার যে রিপোর্ট পেশ করেছেন সেই রিপোর্টের মধ্যে অন্যান্য স্বাকরকারীদে মধ্যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা নাম্বুদ্রিপাদেরও স্বাক্ষর রয়েছে। সেখানে কি বলা হয়েছে ? বলা হয়েছে খুব সত্বর পঞ্চায়েতগুলি শক্তিশালী করার জন্য কনষ্টিটিউশান অ্যামেণ্ডমেন্ট করা হোক। আজকে কি বলছেন ? মার্কসবাদীরা অ্যামেণ্ডমেন্টের প্রয়োজন নেই, শুধু রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলেই চলবে, কনষ্টিটিউশানের অ্যামেণ্ডমেন্টের কোন প্রয়োজন নেই। পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা, কোনটা ঠিক ! আজকে আপনার মাধ্যমে তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনাদের কোনটা ঠিক। আজকে আপনারা বলছেন কনষ্টিটিউশানে অ্যামেণ্ডমেন্টের দরকার নেই, অনলি পলিটিকেল উইল ইজ সাফিশিয়েন্ট। আর ওদের বক্তব্য যচ্ছে এই বিল রাজ্যের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। কনষ্টিটিউশানের যে নির্দেশ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন স্যার, আপনি একজন

আইনজ্ঞ মানুষ। সেখানে কি বলেছে, দি ষ্টেইট সেল টেইক এ ষ্টেপস টু অরগেনাইজ ভিলেইজ পঞ্চায়েত অ্যাণ্ড এনডো দেম উইথ সাচ পাউয়ারস অ্যাণ্ড অথরিটি অ্যাজ মে বি নেসেসারী টু অ্যানেব্‌ল দেম টু ফাংশান অ্যাজ অফ সেলফ গভর্ণমেন্ট। এইখানে কনসটিটিউশানে পরিস্কার দেওয়া আছে এখানে ষ্টেইট বলতে রাজ্য সরকারও ষ্টেইট। আবার স্ট্যাট বলতে কেন্দ্রীয় সরকারও বুঝায় এবং এটাই কনষ্টিটি উশনেনির্দেশ রয়েছে। আজকে নির্দেশ দিয়েছে। পঞ্চায়েত সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কনষ্টিটিউশন ভারত সরকারকে কাজেই আজকে বিরোধীরা যে কথা বলছেন সেকথা ধোপে টিকেনা। বস্তুতপক্ষে ২টা বিলই প্রায় একরকম এবং একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একই নেচারে করা হয়েছে। একটা গ্রামের স্বায়ত্ব শাসনের জন্য আরেকটা পৌর এলাকার স্বায়ত্ব শাসনের জন্য। উত্তর-পূর্বাঞ্চল যেহেতু ট্রাইবেল অধ্যুষিত সেহেতু এটার এক্তিয়ারে আনা হয়নি কারণ ট্রাইবেলদের কিছু ট্রেডিশ্যনাল ইনষ্টিটিউশন আছে, কাজেই তাদের সেই চিরাচরিত প্রতিষ্ঠানগুলি সংরক্ষণের জন্য এটার আওতায় রাখা হয়নি। তাছাড়া এটাও সেখানে বলা আছে যে সর্ব ভারতে এটার একটা ইনিফরমিটি থাকতে হবে এবং এটার একটা রেগুলারিটি মেইনটেইন করতে হবে। কারণ যদি কোন রাজ্যে কোন পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া হয় তাহলে অনির্দিষ্টকালের জন্য সেটাকে ফেলে রাখা যাবেনা। সেখানে বলা আছে যে পঞ্চায়েতগুলির টার্ম হবে ৫ বছর এবং যদি কোন কারণে সেগুলি ডিজলিউশন করা হয় তাহলে ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ১ বছরের বেশী নির্বাচন না করে রাখা যাবেনা। সেখানে আরেকটি ঐতিহাসিক বিষয় রয়েছে সেটা হল এস, সি ও এস, টি,দের রিপ্রেজেন্টেশন থাকতে হবে লোক সংখ্যা অনুপাতে। সবচেয়ে আরও রিভলিউশনারি ব্যাপার হচ্ছে মহিলাদের শতকরা ৩০ ভাগ রিজারভেশন থাকতে হবে। এই বিংশ শতাব্দিতেও তাদের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। স্বর্গতা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যে দেশের কর্তৃত্ব করেছেন সে দেশের মহিলারা আজও যে তিমিরে সে তিমিরে রয়েছে। কাজেই তাদের এই পিছিয়ে পড়া অবস্থার কথা চিন্তা করে তাদের উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রী এই ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং বলেছেন যে এই ব্যবস্থা সাময়িক, কারণ তারা সমাজের শতকরা ৫০ ভাগ। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় রয়েছে সেটা বিধানসভার ক্ষেত্রে এমনকি সংসদের ক্ষেত্রেও থাকবে। এটা সবচেয়ে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা।

প্রাচীনকাল থেকেই এই নগর ব্যবস্থা এবং পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সেটার প্রতি সাংবিধানিক কোন গ্যারেন্টি ছিল না। কিন্তু আজকে এই বিলটির সাংবিধানিক মর্য্যাদা পঞ্চায়েতগুলিকে দেওয়া হয়েছে-যে মর্য্যাদা রাজ্য সরকারগুলি ভোগ করছেন। শুধু অর্থের ক্ষমতার এক্তিয়ারে যে মর্য্যাদা কেন্দ্রিয় সরকার ভোগ করছেন ঠিক তেমনি পঞ্চায়েতগুলি এবং নগরপালগুলিও সেই এক্তিয়ারে মর্য্যাদা ভোগ করবে। তারা কোন রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের দয়ায় থাকবে না। এইভাবে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রিয় সরকারেরর মাধ্যমে অর্থনৈতিক যে বণ্টন ব্যবস্থা-এই বিলে ফিনান্স কমিশনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতগুলিকে অর্থ বণ্টন করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

তারপর সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যা এই বিলের মাধ্যমে করা হয়েছে তা হচ্ছে এই পঞ্চায়েতরাজ এবং নগরপালিকা বিলে দুইটি নতুন সিডিউল যোগ করা হয়েছে। সেই সিডিউলে পঞ্চায়েতের কি ক্ষমতা থাকবে এবং নগর পালদের কি ক্ষমতা থাকবে সেটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

আজকে আমরা বলতে পারি এর ফলে গ্রামের যারা পঞ্চায়েতের মেম্বার হতেন তাদের অনেক ক্ষোভ থাকত, দুঃখ থাকতো-আজকে এই বিলের মাধ্যমে তারা আজকে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হলেন। অর্থাৎ ক্ষমতাটাকে একেবারে তৃণমূল পর্য্যায়ে পৌঁছে দেওয়া হলো। এর ফলে সারা ভারতবর্ষে এক বিরাট পরিবর্তন আসবে। এবং আমি মনে করি এর ফলে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হবে যার প্রতি আজকে সারা পৃথিবী তাকিয়ে আছে এই ভারতবর্ষের দিকে। আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী সেই ব্যবস্থা নিয়েছেন।

যারা আজকে বলে, "আমরা গরীবের বন্ধু, আমরা গণতন্ত্র চাই, আমরা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই"-আজকে তাদের ভূমিকা কি? স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তাদের কি ভূমিকা ছিল? স্বাধীনতার বিরোধীতা তারা করেছিল তখন। তারা ব্রিটিশের দালালী করেছিল। স্বাধীনতার পর আমাদের জাতীয় কংগ্রেস একটার পর একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জামিন্দারী প্রথার বিলোপ সাধন করেছেন, ব্যাংক জাতীয়করন করেছেন, রাজন্য ভাতা বিলোপ করা হয়েছে। এই সমস্ত যখন আনা হয়েছে তখন আজকে যারা নিজেদের গরীবের বন্ধু বলেন, যারা ক্যাপিটেলিজমের অবসান চায় তাদের প্রকৃত ভূমিকা কি ছিল সেদিন? সেগুলি অবসান করার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেগুলিতো গরীব মানুষের জন্যই করা হয়েছে।

সে সময় আমরা দেখেছি তারা দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। হাত মিলিয়েছে সেগুলিকে বানচাল করার জন্য। ব্যাংক জাতীয়করণের সময় আমরা দেখেছি যারা ব্যাংক জাতীয়করনের বিরোধীতা করেছিল তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এবং আজকে যখন পঞ্চায়েত রাজ এবং নগর পালিকা বিল এসেছে তখন আমরা দেখলাম তারা ভারতবর্ষে যারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রয়েছে, যারা সাম্প্রদায়িক শক্তি, যারা খণ্ড-বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সেই শক্তিগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আজকে সেই শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে—এদের পেছনে কাদের হাত রয়েছে,? এর পেছনে কি লক্ষ্য? এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ভারতবর্ষকে বাইরে এবং ভিতর থেকে দুর্বল করার জন্য, তাকে খণ্ড বিখণ্ড করবার জন্য, তাকে দুর্বল করে দেবার জন্য বার বার আক্রমন করেছে। বারবার বৈদেশিক আক্রমন হয়েছে এই ভারতবর্ষের উপর, তার স্বাধীনতার উপর। সেই ইতিহাস আমাদের জানা আছে। সেই সময় তাদের কি ভূমিকা ছিল? তাদের তখন বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা ছিল। চীন যখন ভারতবর্ষ আক্রমন করলো তখন তাদের কি ভূমিকা ছিল? সেই চীনকে তারা মদত দিয়ে চীনের দালালী করেছে। এইটা হচ্ছে তদের ভূমিকা।

আজকে আমরা মনে করি যে সেই বিদেশীদের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য আজকে এখানে চক্রান্ত চলছে। ভি, পি, সিং-এর সংগে পশ্চিমী শক্তির যোগাযোগ রয়েছে। তার চিঠি থেকেই

এটা পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়া যায়। তাঁর ছেলের অর্থের ব্যাপারে যে সমস্ত খবর বেরুচ্ছে সেটা কি? কারা সেসব অর্থ দিচ্ছে? কোথা থেকে এই সব অর্থ পাচ্ছে? রাজাতো বলেন, তিনি আবার রাজা। যদিও আমি জানি যে তিনি তৃণ শয্যায় শয়ন করেন। কিন্তু তবুও নামে তিনি রাজা। আর বিদেশী ব্যাংকে তার আত্মীয় স্বজনের টাকা থাকে। আর তার সংগেই হাত মেলাচ্ছে এই মার্কসবাদীরা। যারা কিনা সমাজতন্ত্রের পক্ষে। আবার মুখে বলছেন ধনতন্ত্রকে খতম করতে হবে। আজ তারা হাত কার সঙ্গে মেলাচ্ছেন? সুতরাং এইটা তাদের কাছে নতুন কিছুই নয়। চিরদিন তারা দেশের সংগে শত্রুতা করেছে। তাই তারা স্বাধীনতার শত্রু, দেশের জনগনের শত্রু, তারা জাতির শত্রু। সুতরাং তাদের এই চক্রান্ত আমাদের ব্যর্থ করে দিতে হবে। ভারতবর্ষের জনগন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজ প্রস্তুত তাদের এই চক্রান্তগুলি ব্যর্থ করে দিতে। ক্ষমতা পাওয়ার আকাংখা তাদের প্রবল।

আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু থেকে শুরু করে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সেটাকে আমরা স্বাগত জানাই। এটাকে আমরাও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আর সমস্ত চক্রান্তকে আমরা ব্যর্থ করে দিতে চাই। আগামী ৩০শে আগষ্ট এই চক্রান্ত আবার দেখা যাবে। তারা প্রথম চক্রান্ত করেন লোকসভা থেকে পদত্যাগ করে। আর দ্বিতীয় চক্রান্ত করেন এই বন্ধ ডেকে। তারা একের পর এক চক্রান্ত করতে পারেন দেশের বিরুদ্ধে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চক্রান্তের অর্থ হলো, দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা, জনগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা, জাতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা। সেই চক্রান্তকে জনগণ ব্যর্থ করে দিবে এই আশা এই হাউস করে।

স্যার, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ২৯শে আগষ্ট, মঙ্গলবার, ১৯৮৯ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 17

Name of Member— Sri Sukumar Barman

প্রশ্ন	উত্তর
১। সোনামুড়া মহকুমাধীন নলছড় মাঠে আমন ফসল উৎপাদন করার জন্য ডিপটিউবওয়েল বসানোর জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	আপাততঃ নাই।
২। থাকলে কবে নাগাদ উক্ত ডিপটিউবওয়েল বসানোর কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?	১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 18

Name of M. L, A. :—Shri Sukumar Barman.

Will the Hon'ble Minister-incharge of the P.W. Department be pleased to state :—

১) প্রশ্ন :—নলছড় গ্রামীন ব্যাঙ্ক থেকে খাস চৌমুহনী মায়ারানী রাস্তাটি ব্রিক সলিং করার জন্য বর্তমান অর্থ বছরে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে কিনা।

১) উত্তর :— না।

২) প্রশ্ন :— হয়ে থাকলে কবে নাগাদ উক্ত কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২) উত্তর :— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Question No 25.

Name of M. L. A. :—Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। আগরতলা হইতে কলিকাতা বিমান ভাড়া (সর্ব ভারতীয় ভাড়া বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে) কত টাকা বেশী বেড়েছে।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ভর্তুকীর জন্য রাজ্য সরকার কোনরূপ প্রস্তাব পাঠিয়েছেন কি না ;

৩। পাঠিয়ে থাকলে তার উত্তর বা ফলাফল কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহনমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী)

১। আগরতলা হইতে কলিকাতা বিমান ভাড়া ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ও বায়ুদূতের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বাড়িয়াছে :—

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স

পূর্বের ভাড়া — টাকা ৩৩০. ০০

বর্তমানের ভাড়া—টাকা ৪০১. ০০

৭১. ০০ টাকা ভাড়া বাড়ানো হইয়াছে।

বায়ুদূত সার্ভিস

পূর্বের ভাড়া — টাকা ২৭৫. ০০

বর্তমানের ভাড়া— টাকা ৩৪১. ০০

৬৬ ০০ টাকা ভাড়া বাড়ানো হইয়াছে।

১লা জুলাই ১৯৮৯ইং হইতে বিমানের Travel Tax @ ১০% বাড়ানোর পর পুনরায় ৯ই জুলাই ১৯৮৯ইং হইতে @ ৩০% ভাড়া বাড়ানো হইয়াছে।

২। হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ভর্তুকীর জন্যে রাজ্য সরকার প্রস্তাব পাঠাইয়াছে।

৩। উক্ত প্রস্তাব বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED STARTED QUESTION NO.-27

Name of M. L. A. :— Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, অবসর গ্রহণ করার পরও কিছু সরকারী পদস্থ অফিসার সরকারী আবাসন ছাড়ছেনা।

(১)-উত্তর ঃ— হ্যাঁ।

(২) প্রশ্ন ঃ- সত্য হয়ে থাকলে তার কারন এবং

(২) .উত্তর ঃ- ঐ সমস্ত পদস্থ অফিসারগণ আবাসন না ছাড়ার নানাবিধ কারণ দেখিয়ে থাকেন যথা Pension finalisation পরিবারের কোন সদস্যের অসুস্থতা বাড়ী ঘর নাই ইত্যাদি।

(৩) প্রশ্ন ঃ- সরকার এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

(৩) উত্তর ঃ- সরকার সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও অবসর গ্রহনকারী পদস্থ অফিসারদিগকে নোটিশ দিয়ে থাকেন এবং কিছু কিছু eviction case ও করা হয়েছে এবং দুই একটা ক্ষেত্রে eviction authority কার্য্যকরী ভূমিকাও নিয়েছেন।

Admitted Starrod Question No. 30.

Name of Member :— Shri Subodh Das,

প্রশ্ন	উত্তর
১। ধর্মনগর বিভাগের পানিসাগর ব্লকে পদ্মবিল এল আই স্কীম ও বঙ্গীবাড়ী এল আই স্কীমের দ্বারা মোট কত হেক্টর জমি জল সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে ?	১। ধর্মনগর বিভাগের পানিসাগর ব্লকের পদ্মবীল ও বঙ্গীবাড়ী এল, আইস্কীমে দুইটির দ্বারা যথাক্রমে ৩০ ও ৩৬ হেক্টর মোট ৭৬ হেক্টর জমি জল সেচের আওতায় এসেছে।

২। এবং উক্ত দুইটি স্কীমের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে আরও অধিক জমিতে জলসেচ সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?	২। আপাততঃ নাই, তবে প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা অনুযায়ী ও কারিগরী দিক থেকে সম্ভব হলে ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বিবেচনা করা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

Admitted Starred Question No. 40.

Name of Member :—Shri-Makhan Lal Chakraborty,

প্রশ্ন	উত্তর
১। জলসেচ ব্যবস্থার অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকার এই বৎসর কতটি সরকারী সেচ প্রকল্প ও কতটি ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছেন?	১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে জলসেচ ব্যবস্থার অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকার ১৮টি গভীর নলকূপ ৮৫টি এল, আই ও ২টি ডাইভারশন মোট ১০৫টি প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছেন। এছাড়া আরও ১২২টি প্রকল্পের প্রস্তাব আছে।
২। খোয়াই বিভাগের পূর্বকুঞ্জবন গাঁওসভার কুঁপোড়ার মাইনর ইরিগেশন-এর কাজ বর্তমান আর্থিক বৎসরে করা হবে কি?	২। হাঁ, শুরু করা হবে।

Admitted Starred Question No. 47

Name of M. L. A. :— Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(১) উত্তর ত্রিপুরায় (ধর্মনগর নর্দান ডিভিশন) খুমছারায় পাড়া হতে জয়শ্রী বাজার হয়ে কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

(২) থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত বাস সার্ভিস চালু করা হয় বলে আশা করা যায় এবং

(৩) আর থাকিলে তার কারন ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীপরিবহন মন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী)

(১) উত্তর-ত্রিপুরার (ধর্মনগর নর্দান ডিভিশন) থুমছারায় পাড়া হইতে জয়শ্রী বাজার হইয়া কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত কো'ন বাস সার্ভিস চালু করিবার পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের নাই।

(২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে না।

(৩) থুমছারায় পাড়া হইতে জয়শ্রী বাজার হইয়া কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত রাস্তাটি বাস চলাচলের উপযোগী নহে।.

Admitted Starred Question No. 52.

Name of Member :—Shri Sukumar Barman.

প্রশ্ন	উত্তর
১। সোনামুড়া মহকুমার রুদ্রসাগর এলাকার বোরো ফসল বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য নলছড় এবং নোয়াছড়ার উপর স্লুইস গেট নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?	১। স্লুইস গেট নির্মানে বন্যার নিরোধ হয়না। বন্যা নিরোধক বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব আপাততঃ হাতে নেই।
২। থাকলে উক্ত পরিকল্পনা বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে, এবং	২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।
৩। কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?	৩। ঐ

(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 72.

Name of the Member :—Shri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Political Department be please to state

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বহিঃ রাষ্ট্র (বাংলাদেশ) থেকে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলেছে ;

২। সত্য হলে তা প্রতিরোধে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন। এবং

৩। গত ২ বৎসরে কয়জন অনুপ্রবেশকারীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে ?

উত্তর

Name of the Minister :—Shri Sudhir Ranjan Majumder (Chief Minister,)

১নং এবং ২নং

প্রশ্নের উত্তর

এমন কোন তথ্য সরকারের জানা নেই। তবে চোরা পথে কিছু কিছু বাংলাদেশী নাগরিকের এদেশে অবৈধভাবে প্রবেশ অসম্ভব নহে। অনুপ্রবেশ রোধের জন্য রাজ্যের সর্বত্র পুলিশ, মোবাইল টাস্কফোর্স, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর টহলদার জোরদার করা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ স্থানে সময় সময় তল্লাশী চালানো হচ্ছে। অনুপ্রবেশের তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী চোরা চালান এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধের জন্য সীমান্ত এলাকায় ৬৭টি পার্যবেক্ষন টাওয়ার স্থাপন করেছেন। ১১৪টি সীমান্ত চৌকি থেকে পাহাড়া চলছে এবং আরও ৫টি চৌকি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে

৩নং প্রশ্নের উত্তর

১৯৮৭ইং সনে ৪৩৮৫ জন এবং ১৯৮৮ ইং সনে ২৩৪০ জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে পুলিশ এবং নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনী সনাক্ত করে বাংলাদেশ ফেরত পাঠাইয়াছেন।

Admitted Starred Question No. 77

Name of Member :—Sri Rashiram Debbarma.

প্রশ্ন	উত্তর
১। জিরানীয়া ব্লকে মোট কয়টি গভীর নলকূপ কয়টি এল, আই, স্কীম আছে,	১। সেচের জন্য জিরানীয়া ব্লকে ৫টি গভীর নলকূপ ও ১৮টি এল, আই, স্কীম আছে।
২। তারমধ্যে বর্তমানে কতগুলি চালু আছে এবং কতটি অকেজো আছে ?	২। সবগুলি বর্তমানে চালু আছে।
৩। এল, আই, স্কীম এবং ডিপটিউবওয়েল এর কাজ সম্পূর্ন হওয়া সত্বেও এখনও চালু হয়নি এমন সংখ্যা কত ?	৩। এরকম কোন স্কীম নেই
৪। চালু না হওয়ার কারণ কি ?	৪। ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 85

Name of M. L. A. :—Sri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে টি, আর, টি, সি, বাস সমূহ অধিকাংশ সময়ই কণ্ডাকটর বিহীন চলাচল করে,

২। সত্য হলে তার কারণ ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী)

১। ইহা সত্য নহে।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 99

Name of M. L. A. :—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-incharge of the P.W. Department be pleased to state :—

(১)-প্রশ্ন ঃ—উত্তর ত্রিপুরার দামছড়ার লংগাই নদীর উপর পাকা ব্রীজ নির্মাণের কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে।

(১)-উত্তর ঃ—বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষেই এই কাজ আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

(২)-প্রশ্ন ঃ—উক্ত প্রস্তাবিত ব্রীজ-এর কাজ শুরু করতে এত দেরী হওয়ার কারণ কি ?

(২)-উত্তর ঃ—বড় ব্রীজ নির্মাণের উপযুক্ত ঠিকাদারের সংখ্যা ত্রিপুরায় সীমিত হওয়ায় এবং এলাকাটি দুর্গম হওয়ায় এই কাজের জন্য ঠিকাদার নির্ধারণ করিতে বিলম্ব হয়।
তৃতীয়বার দরপত্র আহ্বান করার পর যে দরপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা বর্ত্তমানে ওয়ার্কাস্ এডভাইসরী বোর্ড-এর বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 134

Name of M. L A .— Fayzur Rahamar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be pleassed to state :—

(১)-প্রশ্ন ঃ—ধর্মনগর মহকুমার কোন কোন পি ডব্লিও ডি রাস্তা বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে মেটেলিং, কার্পেটিং করা হবে (রাস্তাগুলির নাম)

(১)-উত্তর ঃ—ধর্মনগর মহকুমার যে সমস্ত রাস্তাগুলি বর্তমান আথিকবর্ষে মেটেলিং ও কার্পেটিং করা হবে বলে আশা করা যায়-তাহার নাম সংযোজনী "ক" দেওয়া হল।

সংযোজনী—"ক"

রাস্তার নাম।	বর্তমান আর্থিক বর্ষে মেটেলিং ও কার্পেটিং এর কাজের পরিমান।	
	মেটেলিং	কার্পেটিং
১	২	৩
১) শিকারীবাড়ী ব্রীজ হইতে পূর্বদিকে চন্দ্রপুর কলোনী, ধর্মনগর রাংগনা রাস্তা (অরুণ পুরকায়স্থ বাড়ীর নিকট পর্য্যন্ত উন্নতির কাজ),—	১,৫ কিঃ মিঃ	১-৫ কিমিঃ
২) স্ট্রেংদেনিং অফ্ পেইবমেন্ট অফ্ ধর্মনগর-তিলথৈই রাস্তা	১,০০ কিমিঃ	১,০০ কিমিঃ
৩) ধর্মনগর টাউন হইতে বরুয়াকান্দী ভায়া শাকাইবাড়ী হইতে চন্দ্রপুর রাস্তার উন্নতির কাজ/ভৈরবটিলা ভায়া সুত্রধর পাড়া নিকট পর্য্যন্ত মেটেলিং এর কাজ	—	—
৪) ধর্মনগর কদমতলা রাস্তার রিশেক্সানিং ও পীচের কাজ	২ কিমিঃ	২ কিমিঃ
৫) এম্ এইচ ৪৪ রাস্তা হইতে পানিসাগরের বি, এস, এফ্, কেম্প পর্য্যন্ত রাস্তার উন্নতির কাজ/মেটেলিং ও পিচের কাজ।	১ কিমিঃ	১ কিমিঃ
৬) ধর্মনগর মার্কেটের রাস্তার উন্নতির কাজ	২ কিমিঃ	২ কিমিঃ
৭) নয়াপাড়া রাস্তার (প্রথম ধাপ) উন্নতির কাজ··· ······	—	—
৮) ডিঃ আর, বি এস্, রাস্তার মেটেলিং ও পিচের কাজ গ্রোপ-১০ হইতে ৫ কিমিঃ	—	—
৯) ঐ গ্রেপ-২/৫ হইতে ১০ কিমিঃ	১ কিমিঃ	১ কিমিঃ
১০) ঐ গ্রোপ-৩/১০ হইতে ১৫ কিমিঃ	৩ কিমিঃ	২ কিমিঃ
১১) ধর্মনগর এপ্রোচ রোডের ৪ হইতে ৮ কিমিঃ রাস্তার রিসেক্শানিং এর কাজ।	—	—

১	২	৩
১২) শনিছড়া হইতে মিশনটিলা রাস্তার উন্নতির কাজ/ মেটেলিং ও পিচের কাজ।	২ কিমি	২ কিমিঃ
১৩) ধর্মনগর মধুবাড়ী রাস্তার (১ কিমিঃ হইতে ৫ কিমিঃ) মেটেলিং ও পিচের কাজ।	১ কিমিঃ	২ কিমিঃ
১৪) ডি কে রোড্ হইতে বৈথাংবাড়ী ভায়া দেওয়ান-পাশা রাস্তার মেটেলিং ও পিচের কাজ।	২ কিমিঃ	২ কিমিঃ
১৫) ঐ-ধর্মনগর কদমতলা রাস্তা এবং ধর্মনগর রাগনা রাস্তার সহিত সংযুক্তকারী রাস্তার কাজ।	২ কিমিঃ	২ কিমিঃ
১৬) ধর্মনগর ফুড স্টোরিজ গোডাইন রাস্তার মেটেলিং ও কারপেটিং-এর কাজ।	—	—
১৭) তিলথৈ দামছড়া রাস্তার ১২ কিমিঃ হইতে ১৮ কিমিঃ অংশের রিশেক্‌শনিং ও পিচের কাজ।	২ কিমিঃ	২ কিমিঃ
১৮) ঐ-১৮ কিমিঃ হইতে ২৪ কিমিঃ	১.৫ কিমিঃ	১.৫ কিমিঃ
১৯) প্রেমতলা কুর্ত্তী রাস্তার মেটেলিং ও কার্পেটিং-এর কাজ।	—	—
২০) ধর্মনগর রেলওয়ে ষ্টেশন এপ্রোচ্ রাস্তার রিশেক্‌শানিং-এর কাজ।	—	—
২১) ষ্ট্রেংদেনিং অফ্ পেইবমেন্ট অফ্ ধর্মনগর টাউন রোড আর. কে. মিশন হইতে পি. এম্. ভায়া পোষ্ট অফিস পর্য্যন্ত যথা সংযুক্তকারী রাস্তার মেটেলিং ও পিচের কাজ যাহা রিজার্ভ টেঙ্ক হইতে আরম্ভ হইয়া পুরাতন পোষ্ট অফিস-এর রাস্তার সহিত মিশিয়াছে।	১ কিমিঃ	১ কিমিঃ
২২) প্রত্যেক রায় গাঁও সভার চন্দ্রপুর হইতে যে রাস্তাটি ভাগ্যপুরের উপর দিয়া গিয়াছে তাহার উন্নতির কাজ/মেটেলিং ও পিচের কাজ।	—	—
২৩) দামছড়া খেদাছড়া রাস্তা।	৮ কিমিঃ	৭ কিমিঃ

১	২	৩
২৪) দামছড়া-মনপই রাস্তা।/ট্রেংদেনিং ০ হইতে ৬ কিমিঃ	৬ কিমিঃ	৬ কিমিঃ
২৫) ধর্মনগর রাগ্না রাস্তা ডি. আর. বি. এস্ রাস্তার সংযোগস্থল ভায়া ইয়াকুব নগর রাস্তার উন্নতির কাজ।	১.৫০ কিমিঃ	১ কিমিঃ
২৬) কামেশ্বর কালাছড়া রাস্তার মেটেলিং ও পিচের কাজ যথা এপ্রোচ রোড হইতে কলেজ (কালাছড়া পর্যন্ত)।	—	১ কিমিঃ
২৭) ধর্মনগর কদমতলা রাস্তা হইতে লক্ষীনগর ভায়া ফুলবাড়ী রাস্তার মেটেলিং ও পিচের কাজ।	১ কিমিঃ	১ কিমিঃ
২৮) চন্দ্রপুর গোচাপুর রাস্তার মেটেলিং ও পিচের কাজ।	২ কিমিঃ	২ কিমিঃ
২৯) ডি টি রোড হইতে যুবরাজ নগর ভায়া মঙ্গল খালি রাস্তার মেটেলিং ও পিচের কাজ।	২ কিমিঃ	২ কিমিঃ
৩০) ইছাই লালছড়ার ধর্মনগর কদমতলা রাস্তা হইতে এ এ রোড ভায়া খেরাংজুরী রাস্তার মেটেলিং ও পিচের কাজ।	২ কিমিঃ	—
৩১) এ এ. রোড এর ১১০ এম. পি. হইতে দোংঙ্গা ০ হইতে ৩ কিমিঃ রাস্তার মেটেলিং ও পিচের কাজ।	৩ কিমিঃ	২ কিমিঃ
৩২) পানীসাগর সৈলেনবাড়ী রাস্তার মেটেলিং ও পিচের কাজ।	১ কিমিঃ	১ কিমিঃ
৩৩) ডি, টি, রোড্ যথা তিলথৈ পাম্প হাউস্ শুরু হইয়া এ, এ, রোডের সহিত মিশিয়াছে ভায়া খাসিস্ বস্তী।	১ কিমিঃ	১ কিমিঃ
	৫১.৫০ কিমিঃ	৪৭.০০ কিমিঃ

Admitted Starred Question No. 135.

Name of Member :— Shri Fayzur Rahaman

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমার কুর্তির ইছনমিয়ার নালার বাঁধটি ভেঙ্গে বন্যার জলে ভেসে গেছে ?	১। হ্যাঁ বন্যার জলে বাঁধটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।
২। যদি সত্য হয় তার কারণ এবং	২। নবনির্মিত বাঁধটি অত্যাধিক জলের চাপে ভাঙ্গিয়া যায়।
৩। বর্তমানে সরকার উপরোক্ত বাঁধের জন্য কত টাকা মঞ্জুর করেছিলেন ?	৩। বন্যা নিরোধক কাজের মেরামতির জন্য বাৎসরিক বরাদ্দ হইতে এই কাজের জন্য ২৫,০০০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়।

Admitted Starred Question No. 136

Name of M. L. A. :— Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state :—

(১) প্রশ্ন :- ধর্মনগর মহকুমার ইচাই লালছড়া মহাদেব বাড়ী হইতে চুরাইবাড়ী পর্যন্ত পি, ডব্লিউ, ডি, এর রাস্তাটি মেটেলিং ও কার্পেটিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

(১) উত্তর :— আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 161.

Name of Member :—Shri Makhan Lal Chakraborty

প্রশ্ন	উত্তর
১। বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে সরকার এই	১। খোয়াই মহকুমার অফিসটিলা থেকে

আর্থিক বৎসরে রাজ্যের কোন কোন এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে কাজ গ্রহণ করেছেন ?	অজগরটিলা পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ, তেলিয়ামুড়া বিশালগড়, উদয়পুর প্রভৃতি শহরের বাজার ভাঙ্গনরোধ প্রভৃতি সহ রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই কিছু না কিছু বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। প্রধান প্রধান কাজগুলির নাম সংযোজনীতে দেওয়া হইল।
২। খোয়াই-বিভাগের খিলাতলী বাজারটিকে খোয়াই নদীর ভাঙ্গণ থেকে রক্ষা করার জন্য সরকার কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?	২। বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED STARTED QUESTION NO.-173

Name of M. L. A. :— Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state :—

(১)-প্রশ্ন :— বংকুল ও ঘোড়াকাপ্পা রাস্তা তৈরীর কাজ শেষ করতে রাজ্য সরকারের কত টাকা খরচ হবে,

(১)-উত্তর :— উক্ত রাস্তার বর্তমান কাজ শেষ, করতে আনুমানিক ৩৫,৮৯,৫৯৫ টাকা খরচ হবে হবে আশা করা যায়।

(২)-প্রশ্ন :— ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বৎসর এ জুলাই মাস পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ করা হয়েছে,

(২)-উত্তর :— ঐ সময় পর্য্যন্ত ১৭,৬৪,২৭০ টাকা খরচ হয়েছে।

(৩)-প্রশ্ন :— এই রাস্তা তৈরীর কাজে কোন কনট্রাকটরকে কি কি কাজের জন্য কত টাকা পেমেন্ট করা হয়েছে, এবং

(৩)-উত্তর :— কাজটি একজন ঠিকেদারকে দেওয়া হয়েছে। এই কাজের জন্য ঠিকেদার শ্রীপরিমল নন্দীকে ১৫,৮৯,৪৩২ টাকা পেমেন্ট করা হয়েছে।

(৪)-প্রশ্ন :— কবে নাগাদ এই কাজ শেষ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

(৪)-উত্তর :— ১৯৯০ ইং সনের মার্চ মাস নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. : 189

Name of Member :— Sri Nakul Das

Will the Honble Minister-in-charge of Power Γepatιment be pleased to state.

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ৩১শে জুলাই ১৯৮৯ইং পর্য্যন্ত উপজাতি বাড়ীতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। এই সময়ের মধ্যে উপজাতি গ্রামে বিদ্যুৎ লাইন থাকা সত্বেও সমস্ত ফরমালিটিস অবজার্ভ করার পরও কতটি বাড়ীতে বিদ্যুৎ সংযোগ করা সম্ভব হয়নি (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ৩১শে জুলাই ১৯৮৯ইং পর্য্যন্ত মোট ৩৪৭টি উপজাতি বাড়ীতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়েছে।

(বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

১। পশ্চিম ত্রিপুরায়-১৩৯টি, ২। উত্তর ত্রিপুরায় ১১৪টি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৯৪টি।

পশ্চিম ত্রিপুরায়		উত্তর ত্রিপুরায়		দক্ষিণ ত্রিপুরায়	
খোয়াই	২২	পানিসাগর	২৩	মাতাবাড়ী	২৭
তেলিয়ামুড়া	৩৮	কাঞ্চনপুর	২২	অমরসাগর	৪৪
মোহনপুর	—	কুমারঘাট	১২	বগাফা	২১
জিরানীয়া	১২	ছামনু	৪৫	রাজনগর	—
বিশালগড়	৬৫	শালেমা	১২	সাতচান্দ	২
মেলাঘর	২			ডুম্বুরনগর	—
	১৩৯		১১৪		৯৩

২। এই সময়ের মধ্যে ফরমালিটিজ অবসার্ভ করে কোন বিদ্যুৎ লাইন দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে আমাদের জানা নাই।

Admitted Starred Question No. 190.

Name of Member :— Shri-Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে মোট কতটি সেচ প্রকল্প ৩১ শে জুলাই ১৯৮৯ইং পর্যন্ত বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

২। কতটি সেচ প্রকল্প এখনও বিদ্যুৎ আওতায় আনা সম্ভব হয়নি এবং কেন ?

এবং

৩। কবে পর্যন্ত ঐ সব প্রকল্প বিদ্যুৎ সংযোগ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ১২৬৩টি পাম্পসেট্‌কে ১৯৮৯ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

২। ১৯৮৯ইং-৯০ইং সনের আর্থিক বছরের কার্যসূচী অনুযায়ী ৫০টি পাম্পসেট্‌ এখনও বিদ্যুতায়নের বাকী আছে। কারণ কিছু কিছু জায়গায় পাম্পসেট্‌ বসানোর কাজ ও বিদ্যুতায়নের কাজ চলছে।

৩। বর্তমান আর্থিক বছরের শেষ ভাগে ঐ ৫০টি পাম্পসেট বিদ্যুতায়ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question : 191

Name of Member—Sri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Departmant be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্ত্তমান বিদ্যুতের চাহিদা কত,

২। এর মধ্যে কত বিদ্যুৎ রাজ্যে উৎপাদন হয় এবং কত বিদ্যুৎ বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়।

এবং

৩। বাইরে থেকে বিদ্যুৎ আমদানীর জন্য রাজ্যে সরকারের দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ কত?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্ত্তমান বিদ্যুতের চাহিদা সর্বোচ্চ ৪০ মেগাওয়াট।

২। এর মধ্যে ১৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রাজ্যে উৎপন্ন করা হয় এবং ২৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আসাম ও কেন্দ্রীয় সংস্থার পরিচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে আমদানী করতে হয়।

৩। বাইরে থেকে বিদ্যুৎ আমদানীর জন্য রাজ্য সরকারের এ বছরের দৈনিক ব্যয়ের পরিমান আনুমানিক ১· ২৫ লক্ষ টাকা হইবে।

Admitted starred Question No. 192.

Name of M. L. A. :—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের অটো রিক্সা সার্ভিস পরিচালনার জন্যে সরকারের কোন বিধি আছে কিনা;

২। থাকিলে সেই বিধি অনুযায়ী অটো রিক্সাগুলি চলাচল করে কিনা ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী)

(১) হ্যাঁ, আছে।

(২) অটোরিক্সা মটর ভেহিক্যালস্ আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রেশন হয় এবং কণ্ট্রাক্ট ক্যারেজ হিসাবে জেলাভিত্তিক (Zone-wise) পারমিট দেওয়া হয়।

Admitted Starred Question No. 193

Name of M. L. A. :—Sri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(১) দৈনিক কতটি গাড়ী T.R.T.C সার্ভিসে থাকে এবং কতটি গাড়ী সার্ভিসের বাইরে থাকে ;

(২) টি. আর টি. সি নিজস্ব ওয়ার্কশপ থেকে দৈনিক কতটি গাড়ী মেরামত করা হয় ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী)

(১) দৈনিক গড়ে ৯০টি বাস ও ৫৫টি ট্রাক গাড়ী সার্ভিসে থাকে এবং গড়ে ৬২টি বাস ও ২টি ট্রাক সার্ভিসের বাইরে থাকে।

(২) অনুমানিক গড়ে ৯০টি বাস এবং ২৫টি ট্রাক দৈনিক TRTC'র ওয়ার্কশপগুলিতে আংশিক (Minor) মেরামত করা হয়। ইহা ছাড়া প্রতিমাসে ৮টি বাস ও ৩টি ট্রাক সার্বিক (Major) মেরামত হয়ে ওয়ার্কশপ থেকে বের হয়।

Admitted Starred Question No. 194

Name of M. L A .— Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state :—

১)-প্রশ্ন ঃ—এন, ই, সি, (North Eastern Council) রাজ্যের কোন কোন রাস্তা ও পুলের জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে মোট কত টাকা দিয়েছে, এবং

১) উত্তর ঃ—এই রাজ্যের রাস্তা পুল নির্মানের জন্য মোট বার্ষিক বরাদ্দ ছয় কোটি টাকা। এই মোট টাকার মধ্যে রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরের পরিচালনাধীন কাজের জন্য প্রথম কোয়ার্টারে ৬২ ০০ লক্ষ টাকা এবং বর্ডার রোডস্ অর্গানিজেসনের অধীন রাস্তার জন্য ৮৫.০০ লক্ষ টাকা রিলিজ্ হইয়াছে। রাস্তা ও পুলের নাম সংযোজনী "ক"তে দেওয়া হইল।

২)-প্রশ্ন ঃ—এর মধ্যে ৩১শে জুলাই, ১৯৮১ইং পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে এবং কোন কোন রাস্তা ও পুলের কাজ করা হয়েছে ?

২)-উত্তর :—৩১শে জুলাই ১৯ ৯ইং পর্য্যন্ত পূর্ত দপ্তরেরর অধীন কাজের জন্য ৬২, ৩০০৫৩ টাকা খরচ হয়েছে। যে সমস্ত পুল ও রাস্তার কাজ করা হয়েছে তার নাম সংযোজনী 'খ'তে দেওয়া হল। বর্ডার রোডস্ অর্গানাইজেসনের অধীন রাস্তা বাবদ খরচ এবং পরিমান রাজ্য সরকার অবগত নয়।

সংযোজনী—ক

রাস্তার নাম

১)-কুমারঘাট-ভাংমুন-শিমলং রোড।

২)-তিলথৈ-দামছড়া-তুইপাই বাড়ী রোড।

৩)-দামছড়-খেদাছড়া রোড।

৪)-পেচারথল-ফটিকরায় হালাহালি চেবরী রোড।

৫,-অন্যান্য নূতন কাজ।

ব্রীজের নাম

১)-কুমারঘাট-ভাংমুন-শিমলুং রাস্তায় ৫,৭৫, ২৪,৫৫ ও ২৫,৬ কিমিঃ চেইনেজ এ ইকুইপমেণ্ট ব্রীজ (বেইলী ব্রীজ) নির্মাণের কাজ।

২)-লুংগাই নদীর উপর আর, সি, সি, ব্রীজ নির্মাণ।

৩)-ফটিকরায় এ মনু নদীর উপর আর সি, সি ব্রীজ নির্মাণ।

৪)-পেচারথল-ফটিকরায় হালাহালি চেবরী ৩নং ছড়ার উপর ব্রীজ নির্মাণের কাজ।

৫)—ঐ—রাস্তায় ৬নং ছড়ার উপর আর সি, সি, ব্রীজ নির্মাণ।

৬)—ঐ—রাস্তায় রাতাছড়ার উপর আর সি, সি, ব্রীজ নির্মাণ।

৭)—ঐ—রাস্তায় আর সি, সি, ব্রীজ নং ৪।

৮)-অন্যান্য নুতন ব্রীজের কাজ।

সংযোজনী "খ"

রাস্তার নাম—

১) কুমারঘাট-ভাংমুন-শীলং রোড্।

২) তিলথৈ-দামছড়া-তুইপাইবাড়ী রোড্।

৩) দামছড়া-খেদাছড়া রোড্।

৪) পেচারথল-ফটিকরায়-হালাহালি চেবরী রোড্।

ব্রীজের নাম

১) পেচারথল-ফটিকরায় হালাহালি চেবরী রাস্তার ৩নং ছড়ার উপর ব্রীজ নির্মানের কাজ।

২) -ঐ-রাস্তার ৬নং ছড়ার উপর ব্রীজ নির্মানের কাজ।

৩) ফটিকরায় এ মনুনদীর উপর ব্রীজ নির্মানের কাজ।

Admitted Starred Question No. 203

Name of the Member :—Shri Jitendra Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Political Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ১৭ই জুন রাত্রে টি, আর, টি, ২১৩৬ নং গাড়ীটি বি, ডি, আর, কর্তৃক আটক হয়ে কুমিল্লা চলে গিয়েছিল ?

২। সত্য হলে এর কারণ কি ?

উত্তর

Name of the Minister :—Shri Sudhir Ranjan Majumder (Chief Minister,)

এক নম্বর এবং দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর

আগরতলার শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র সরকারের TRT-2136 নং জীপ গাড়ীটি রাজ্য পুলিশ ভাড়া নেন। এই গাড়ীটি কয়েকজন পুলিশ কর্মীকে নিয়ে গত ১৭-৬-৮৯ইং তারিখ বেলা ৪টার সময় নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং কলেজে যায়। সন্ধ্যা ৭-টার সময় গাড়ীর চালক শ্রীতপন পাল এবং তাঁহার সহকারী শ্রীঅমল দাস পুলিশের অনুমতি নিয়ে নিজেদের প্রয়োজনে নরসিংগড় বাজারের উদ্দেশ্যে যায়। কিন্তু অনধানতা বশতঃ চালক গাড়ীটি নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে। ফলে বাংলাদেশ B.D.R. বাহিনী গাড়ীটিকে আটক করে চালক ও তাঁহার সহকারী সমেত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়ে যায়।

Admitted Starred Question No. 215.

Name of Member :—Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, প্রস্তাবিত ত্রিপুরার সম্প্রতি গ্যাস ভিত্তিক পাঁচশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্পটি স্থাপনের জন্য যোজনা কমিশনের অনুমোদন মিলে নি।

২) সত্য হলে তার কারণ, এবং

৩) সত্য না হলে কবে নাগাদ এই প্রকল্পটি ত্রিপুরায় বাস্তবায়ন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় ৫০০ মেগাওয়াট গ্যাস ভিত্তিক প্রকল্প স্থাপনের জন্য প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈয়ারীর কাজ চলেছে। অতএব এই মুহূর্তে প্লেনিং কমিশনের অনুমোদন না মেলার কোন প্রশ্ন উঠে না।

২) উপরোক্ত উত্তরের ভিত্তিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩) ঐ

ADMITTED STARRED QUESTION No. 218

Name of M. L. A. :—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৮-৮৯ বৎসরের শেষে রাজ্য সরকারের Over-draft কত টাকার ছিল ?

২। ইহা কি সত্য যে ১৯৮৯-৯০ বৎসরের জুলাই শেষে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারকে Over-draftএ টাকা সংগ্রহ করতে হচ্ছে।

৩। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য রাজ্য সরকারকে Over-draft কাটতে হয়েছে ?

ANSWER.

Minister-in-charge of the Finance Departmant
Shri Sudhir Rn. Majumder (Chief Minister.)

(১) নং ও (২) নং প্রশ্নের উত্তর :—

ওভারড্রাফ্‌টের প্রশ্নটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রাজ্যের কেশ ব্যালান্সের সঙ্গে যুক্ত। দৈনিক লেনদেনের নীট্ ফল রাজ্যের ক্যাশ ব্যালান্সের কি পরিবর্তন আনে তার উপর ওভার-ড্রাফ্‌ট নেওয়া না নেওয়া নির্ভর করে। রাজ্য সরকারের ক্যাশ ব্যালান্স যখন না থাকে তখন রাজ্যের খরচের দায় দায়িত্ব বহন করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্যকে ওভার ড্রাফ্‌ট দেয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ওভার ড্রাফ্‌ট কোন রাজ্যকে এক নাগারে ৭ (সাত) কাজের দিন পর্যন্ত দিয়ে থাকে। ৭ (সাত) দিনের পরও যদি রাজ্যের ক্যাশ ব্যালান্সের উন্নতি না হয় তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্য সরকারকে কোন রকম খরচের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

১৯৮৮ ১৯৮৯ ও ৯০ এই দুই আর্থিক বছরে রাজ্য সরকারকে কোন সময়েই এক নাগাড়ে ৭ (সাত) কাজের দিনের বেশী সময়ের জন্য ওভার ড্রাফট নিতে হয়নি, যদিও এই দুই আর্থিক বছরের বিভিন্ন দিনে ওভার ড্রাফ্‌ট নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে।

(৩) নং প্রশ্নের উত্তর :—

ওভার ড্রাফ্‌টের সঙ্গে নির্দিষ্ট কোন ক্ষেত্রে ব্যয়ের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই।

Admitted Starred Question No. 236

Name of M. L. A. : – Shri Bidhu Bhusan Malaker

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের জল সম্পদ উন্নয়নের জন্য গত ৩১শে মে ১৯৮৯ইং কুমারঘাটে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল ?	১। তথ্য সংগ্রহাধীন।
২। যদি সত্য হয় তবে ঐ সেমিনারে কোন মন্ত্রী, অফিসার ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন তার বিবরণ	২। ঐ

৩। ঐ সেমিনারে কোন কোন খাতে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছিল তার বিবরণ ?	৩। ঐ

Admitted Starred Question No. 253.

Name of Member :— Shri Rashiram Debbarma

প্রশ্ন	উত্তর
১। পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য জিরানীয়া ব্লকে মোট কয়টি নলকূপ আছে।	১। ১৭টি নলকূপ আছে।
২। তারমধ্যে কয়টি চালু আছে এবং কয়টি চালু করা হয়নি।	২। ১৩টি প্রকল্প চালু অবস্থায় আছে এবং ৪টি প্রকল্প চালু করা সম্ভব হয়নি।
৩। কাজ সম্পন্ন হওয়া সত্বেও এইসব প্রকল্প চালু না করার কারণ কি ?	৩। পাম্প অপারেটার নিযুক্তির পথে। অতি শীঘ্রই প্রকল্পগুলি চালু করা সম্ভব হবে।

ADMITTED STARTED QUESTION NO -257

Name of M. L. A. :— Shri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) টি, আর, টি সির ৩১শে জুলাই, ১৯৮৯ইং পর্য্যন্ত মোট ঋণের পরিমাণ কত ;

২) কোন্ কোন্ সংস্থা থেকে কত টাকা ঋণ আনা হয়েছে, এবং এর জন্যে বার্ষিক মোট দেয় সুদের পরিমাণ কত ; এবং

৩) ঐ সংস্থা ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার কিংবা অন্য কোন্ কোন্ সংস্থা থেকে এ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা অনুদান পেয়েছে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী : - পরিবহনমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী)

১। ৩১শে জুলাই ১৯৮৯ইং পর্য্যন্ত T.R.T.C তে মোট ঋণের পরিমান টাকা ১৬৬-৮০ লক্ষ।

২। একমাত্র Industrial Development Bank of India হইতে এ পর্য্যন্ত মোট টাকা ২২৬' ৫০ লক্ষ ঋণ আনা হইয়াছে। বার্ষিক প্রদেয় সুদের বিস্তৃত বিবরণ অত্র সঙ্গীয় তালিকায় প্রদত্ত আছে (Annexure—'A')।

৩। এই সংস্থা ৩১শে জুলাই ১৯৮৯ইং পর্য্যন্ত ভারত সরকার হইতে মোট টাকা ৩৬৩-৭৩৫ লক্ষ ও ত্রিপুরা সরকার হইতে মোট টাকা ১২৫৭ ১০ লক্ষ যোজনা বরাদ্দ হিসাবে পাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১৯৭৭ —৭৮ ইংরাজী ও ১৯৭৮ — ৭৯ ইংরাজী সনে প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ টাকা হিসাবে যোজনা বহির্ভূত ঋণ পাইয়াছে।

ANNEXURE—'A'

STATEMENT SHOWING YEARWISE REPAYMENT SCHEDULE OF I. D. B. I. LOAN AND INTEREST.

Rs. in lakhs.

Year	Principal	Interest	Total
1985-86	4.500	2.794	7.294
1986-87	9.00	2.213	11.213
1987-88	27.800	11.782	39.582
1988-89	37.450	16.266	53.716
1989-90	42.600	12.074	54.674
1990-91	38 100	10.108	48.208
1991-92	38.100	6.080	44.180
1992-93	19.300	2.550	21 850
1993-94	9 650	0 510	10.160
	226.500	64.377	290.877

Admitted Starred Question No. : 258

Name of Member :— Sri Nripen Chakraborty

Will the Honble Minister-in-charge of Finance Depatrment be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ১৯৮৯ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত মোট কয়টি কর্পোরেশন ও সিণ্ডিকেট আছে ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রাহাধীন।

Admitted Starred Question No. 261

Name of M. L A. :—Sri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

(১)-প্রশ্ন :— সিমনা রাস্তা ঘোষ পাড়া হইতে গোপালনগর রাস্তা এবং সিমনা রাস্তার তুলা বাগান চৌমুহনীর দক্ষিন পার্শ্ব হইতে ফকিরমুড়া ভায়া গোপালনগর চা বাগান ও হরিনমলা শিবির ভায়া হরি সরকারের বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তাটির পিচ করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে, কি ?

(১)-উত্তর :— ঐ নামে আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

(২)-প্রশ্ন :— থাকিলে কবে পর্য্যন্ত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

(২)-উত্তর :— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

(৩)-প্রশ্ন :— এবং না থাকিলে তার কারন ?

(৩)-উত্তর :— আর্থিক অপ্রতুলতার দরুন বর্ত্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 262

Name of Member—Sri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Departmant be pleased to state.

(১) প্রশ্ন :— সিমনা রাস্তার তূলা বাগান চৌমুহনী হইতে রিনি পাড়া পর্য্যন্ত রাস্তাটি ইট, সলিং করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

(১)-উত্তর ঃ— হাঁা।

(২)-প্রশ্ন ঃ— যদি থেকে থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত আশা করা যায় ?

(২)-উত্তর ঃ— কাজটিব জন্য প্রয়োজনীয় এষ্টিমেট তৈরী করা হয়েছে। বর্ত্তমান বর্ষে আর্থিক বরাদ্দ না থাকায় কাজটি আগামী আর্থিক বর্ষে হাতে নেওয়া হইবে।

(৩)-প্রশ্ন ঃ— যদি না থাকে তবে তার কারণ কি ?

(৩)-উত্তর :— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 280.

Name of M. L. A. :—Shri Diba Ch. Hrangkhal.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

(১) প্রশ্ন :- ত্রিপুরা ছামনু টি, ডি, ব্লকাধীন মনুঘাট চাউলের গোডাউন হইতে ধুমছড়া বাজার রাস্তায় মনু নদীর উপরে হেংগিং ব্রীজ তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এবং না থাকিলে তার কারন ?

(১) উত্তর :- না, আর্থিক অপ্রতুলতার জন্য কাজটি হাতে নেওয়া সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 281.

Name of Member :— Shri Diba Ch. Hrangkhwal

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state

(১) প্রশ্ন :- পশ্চিম ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়া এলাকাধীন তুইচিন্দ্রাই হইতে রাংগামুড়া বাজার হইয়া কেলরেং বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা মেরামত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

(১) উত্তর :- তথ্য সংগ্রহাধীন।

(২) প্রশ্ন :- যদি পরিকল্পনা থাকে তাহা হইলে কবে নাগাদ তাহা কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় এবং না থাকিলে তার কারন ?

(২) উত্তর :- তথ্য সংগ্রহাধীন।

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-Starred Question No. 4

Name of Member :—1) Sri Badal Choudhury
2) Shri Gouri Sankar Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department, be pleased to state :—

(১) প্রশ্ন :- ১৯৮৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত পূর্ত্তদপ্তর থেকে কতজনকে ফর্ম নং ১১ তে কত টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে, (ডিভিসন ভিত্তিক হিসাব)।

(১) উত্তর :- ডিভিসন ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হইল।

১)	আগরতলা ডিভিসান-৪	১৩১৭ জন	১, ৩০, ২৩ ,৯২৭
২)	,, ,, -৫	৪ জন,	৩৮, ৩০২
৩)	,, ,, -২	২৩২৫ জন	১, ২১, ০৮, ৩৮৪
৪)	,, ,, -৮	২৬৩৭ জন	২, ৮২, ০২, ৩৬৪

৫)	আগরতলা ডিভিশান-৩	৩২ জন	৫, ৯৬, ০, ৮৫
৬)	তেলিয়ামুড়া ডিভিসান -	৮৭৪ জন	৮৯, ৬২, ৭৪৯
৭)	ইন্টারনেল ইলেকট্রিকেল ডিভিসান-	২০৪ জন	৬০, ৯২, ৭৪১
৮)	ষ্টোরস্ ডিভিসান পি, ডব্লিউ.	১২ জন	১, ৬৯, ৪৭০
৯)	সাউর্দান ডিভিসান নং-১	৮৮৬ জন	১, ১১, ০২, ৫৪১
১০)	,, ,, নং-২	৫৭৯ জন	৮৬, ২৫, ৮৩৬
১১)	,, ,, নং-৩	১১০ জন	১১, ৯৫, ১৪১
১২)	অমরপুর ডিভিসন-	৩০৬ জন	৪১, ২৩, ৯২৮
১৩)	আম্বাসা ডিভিশান-	৩২৭ জন,	৩৫, ২৩, ০০৩
১৪)	নর্দান ডিভিশান-	২০২৩ জন,	১, ৩৫, ২৯, ১৭৬
১৫)	কাঞ্চনপুর ডিভিশান-	৪৬৫ জন	৪৮, ৬৮, ২৭২
১৬)	কুমারঘাট ডিভিশান-	৬৯৬ জন	৮৯, ৮০, ২৭৯
১৭)	কৈলাশহর ডিভিশান-	৪৭৯ জন	২৯, ৪৭, ২০৪
১৮)	মেকানিকেল ডিভিশান-	২৮ জন	৬, ৭৭, ২৪৫
		১৩, ৩৩৪ জন	১১, ৮৭, ৬৫, ৬৪৪

(২)-প্রশ্ন ঃ— তার মধ্যে কতজন তপশিলি উপজাতি ও তপশিলি জাতিভুক্ত লোক কত টাকার কাজ পেয়েছেন ?

(২)-উত্তর :—ঐ সংখ্যার মধ্যে ৫৮৬৩ জন তপশীলি উপজাতি/জাতিভুক্ত লোক এবং তপশিলী উপজাতি জাতিভুক্ত লোককে ফরম ১১-তে দেওয়া কাজের মোট মূল্য ৪, ৪৯, ৬৯, ১৪৬।

Admitted Un-Starred Question No. 8

Name of the Member :—Md. Fayzur Rahaman,

প্রশ্ন

১। রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোট কত একর জমি জল সেচের আওতায় এসেছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিগত ১৯৮৮-৮৯ইং সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ৫৩৮৭'৫০ একর জমি জল সেচের আওতায় এসেছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংযোজনীতে দেওয়া হইল)।

১৯৮৮-৮৯ইং বৎসরে ব্লক ভিত্তিক সেচের
কার্যকারীতা সৃষ্টির বিবরণ

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	সৃষ্ট কার্যকারীতা (হেক্টর)		মন্তব্য
১।	পানিসাগর	৩৬	হেক্টর	
২।	কাঞ্চনপুর	১৬	,,	
৩।	কুমারঘাট	১৬৮	,,	
৪।	সালেমা	২০৬	,,	
৫।	খোয়াই	১০৬	,,	
৬।	তেলিয়ামুড়া	১৯৭	,,	
৭।	জিরানীয়া	২৯৯	,,	
৮।	মোহনপুর	১৫৩	,,	
৯।	বিশালগড়	২৭০	,,	
১০।	মেলাঘর	৩৬	,,	
১১।	মাতাবাড়ী	৪১৯	,,	
১২।	রাজনগর	১৫৮	,,	
১৩।	বগাফা	৪৮	,,	
১৪।	অমরপুর	৮৪	,,	
১৫।	সাতচাঁন্দ	৫০	,,	

মোট— ২১৫৫ হেক্টর—৫৩৮৭ ৫০ একর

Admitted Un-Starred Question No. 23

Name of the Member :—Sri Nakul Das, Sri Matilal Sarkar,
Sri Bidya Ch. Debbarma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Administrative Reforms Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভিকটিমাইজেশন কমিটির সুপারিশ ক্রমে মোট কতজনকে ফিক্সড পে, ডি, আর, ডব্লিউ ও অন্যান্য স্কীমে চাকুরী দিয়েছেন, তাদের মধ্যে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতির সংখ্যা কত (দপ্তর ভিত্তিক ও শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

২। কিসের ভিত্তিতে ভিকটিমাইজড্ নির্ধারণ করা হয় ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No. 30

Name of Member :—Shri Dipak Nag.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Deptt be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৮৮-৮৯ইং আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরার কোন ব্লকে কয়টি উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে এবং

২) উহার ফলে কোন ব্লকের কোন গ্রামে মোট কয়টি উপজাতি পরিবার বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন ?

উত্তর

১) ১৯৮৮ইং আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরার মোট ৭৮টি উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	গ্রামের সংখ্যা
১। খোয়াই	ব্লক	—
২। তেলিয়ামুড়া	,,	৫টি
৩। জিরানিয়া	,,	৭টি
৪। মোহনপুর	,,	৬টি
৫। বিশালগড়	,,	৬টি
৬। মেলাঘর	,,	৩টি
৭। মাতাবাড়ী	,,	৭টি
৮। অমরপুর	,,	৯টি
৯। ডম্বুরনগর	,,	৪টি
১০। রাজনগর	,,	—
১১। বগাফা	,,	১১টি
১২। সাতচান	,,	—
১৩। পানিসাগর	,,	—
১৪। কাঞ্চনপুর	,,	৯টি
১৫। কুমারঘাট	,,	১টি
১৬। ছামনু	,,	১০টি
১৭। সালেমা	,,	—
		মোট— ৭৮টি।

২) ১৯৭১ সনের আদম সুমারী অনুযায়ী বিদ্যুতায়িত ৭৮টি উপজাতি গ্রামের মধ্যে মোট ৩৪০৬টি পরিবার বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

১। মোহনপুর	ব্লক	৮৫টি
২। তেলিয়ামুড়া	,,	৯২টি
৩। জিরানিয়া	,,	২৬৫টি
৪। বিশালগড়	,,	২৫৫টি

৫।	মেলাঘর	ব্লক	৭৪৬টি
৬।	অমরপুর	,,	২৮২টি
৭।	বগাফা	,,	৫৪৬টি
৮।	ডম্বুরনগর	,,	১৪৪টি
৯।	মাতাবাড়ী	,,	২৯৭টি
১০।	ছামনু	,,	৩৫৯টি
১১।	কাঞ্চনপুর	,,	৪৯৪টি
১২।	কুমারঘাট	,,	৩৫টি
			মোট—৩৪০৬টি

তবে প্রত্যেক পরিবারকে কানেক্সনের সুযোগ নিতে হইলে, কানেকশন দেওয়ার নীতি অনুযায়ী আবেদন ও জামানত জমা করিতে হইবে। কত উপজাতি পরিবার কানেকসন নিয়েছে তা দেওয়া এখন সম্ভব হচ্ছেনা, কারন জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য কনজিওমার্সের তালিকা বিদ্যুৎ বিভাগে আলাদা ভাবে রাখা হয়না

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No. 32

Name of M. L. A. :—Shri Dipak Nag

প্রশ্ন

১। ১৯৮৯ইং সনের মার্চ্চ মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় কোন ব্লকে কতটি ডিপ্ টিউবওয়েল ও কতটি লিফট ইরিগেশন স্কীম জল সেচের জন্য চালু করা হয়েছে (ব্লক ও গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব)

২। উপরি উক্ত স্কীমের দ্বারা বৎসরে মোট কত একর ভূমিতে জল সেচ করা সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় ১৭টি ব্লক ও নন ব্লক এলাকায় ১৯৮৯ইং সনের মার্চ্চ মাস পর্যন্ত ৯৫টি ডিপ টিউবওয়েল ও ৩৩৩টি লিফট ইরিগেশন স্কীম জল সেচের জন্য চালু হয়েছে।
(ব্লক ভিত্তিক হিসাব আলাদাভাবে দেওয়া হল)।
(এগুলির গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব সংগ্রহাধিন)।

২। উপরি উক্ত স্কীমের দ্বারা ১৯৮৮ইং সনের মার্চ্চ মাস পর্যন্ত মোট ৪১৭৪৫ একর (১৬৬৯৮ হে:) ভূমিতে জল সেচ করা সম্ভব হয়েছে।

ত্রিপুরায় ১৯৮৯ইং সনের মার্চ মাস পর্যন্ত চালু ডিপটিউবওয়েল ও লিফট ইরিগেশন প্রকল্পের ব্লক ভিত্তিক হিসাব

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	চালু প্রকল্প সমূহের সংখ্যা			সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ	ব্যবহৃত কার্য্যকরতা ৮৮-৮৯ হেক্টর	মন্তব্য
		ডি, টিডব্লিউ	এল আই	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	পানিসাগর	১২	২২	৩৪	১৪৫০	১১৭৬	
২)	কাঞ্চনপুর	—	১১	১১	৪৯৮	৪২৭	
৩)	কুমারঘাট	২	৩৯	৪১	১৫৭২	১৫৩২	
৪)	ছামনু	২	৭	৯	৩৫৮	৫৪০	
৫)	শালেমা	৩	৪০	৪৩	২৩৯৮	৯৭৬	
৬)	খোয়াই	৫	৮	১৩	৫৪৩	৪১২	
৭)	তেলিয়ামুড়া	৪	১৯	২৩	১৬৫৬	১৪৩৭	
৮)	জিরানীয়া	৫	১৮	২৩	৮৫৭	১২৯১	
৯)	মোহনপুর	১৭	৮	২৫	৮৩৯	১১৬৫	
১০)	বিশালগড়	১৭	২৬	৪৩	২০৬২	৩৫২৬	
১১)	মেলাঘর	৪	২০	২৪	১১০৬	১৩০৭	
১২)	মাতাবাড়ী	১৩	৪১	৫৪	১৬০৫	২১৫১	
১৩)	বগাফা	৪	১৩	১৭	৭৬২	১০৪৬	
১৪)	রাজনগর	৩	১০	১৩	৫০০	৫৫৫	
১৫)	সাতচান্দ	৫	১৮	২৩	১০৫৫	৭০২	
১৬)	অমরপুর	—	২৬	২৬	১৪৯৯	১১০১	
১৭)	ডুম্বুরনগর	—	৩	৩	৩৬	৩৫	
১৮)	ননব্লক	—	৪	৪	১৪২	৩৪৮	
১৮	মোট	৯৬	৩৩৩	৪২৯	১৮৯৩৮ হেক্টর হেক্টর = ৭৩৪৫ একর	১৬৬৯৮ = ৪১৭৪৫ একর	

(Questions & Answers)

Admitted Un-Starred Question No. 35

Name of M. L. A .— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদকে কোন খাতে কত টাকা দিয়েছিলেন এবং ১৯৮৯-৯০ বছরে এখন পর্য্যন্ত কোন খাতে কত টাকা দিয়েছেন।

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No. 41.

Name of Member :— Shri Bidhu Bushan Malakar

প্রশ্ন

১। রাজ্যের দিল্লী ত্রিপুরা ভবন ও কলকাতা ত্রিপুরা ভবনে মোট সরকারী গাড়ীর সংখ্যা কত? (পৃথক পৃথক হিসাব)

২। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ৩১শে জুলাই ১৯৮৯ইং পর্য্যন্ত কত প্রাইভেট গাড়ী ভাড়া করা হয়েছে,

৩। দিল্লী ও ত্রিপুরা ভবনে অবস্থান করেছেন এমন কতজনের কাছে সরকারের গাড়ী ভাড়া, সিট ভাড়া এবং খাওয়ার টাকা বকেয়া আছে তাদের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা,

৪। ঐ সব ভাড়া আদায় করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

Minister-in-charge of the S. A. Department.

Shri Sudhir Ranjan Majumder (Chief Minister)

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 56

Name of M. L. A. :—(1) Shri Rudreswar Das (2) Shri Nripen Chakraborty (3) Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৮৯ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও সরকার অধিগৃহীত সংস্থা সমূহে মোট কত নূতন গাড়ী কেনা হয়েছে ;

২। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এই সময়ে নূতন গাড়ী কেনা বাবদ মোট কত ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী)

১)
২) } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No 59

Name of Member :— Shri Sukumar Barman.

প্রশ্ন	উত্তর
১। সোনামুড়া মহকুমায় চাষের জন্য কতটি ডিপটিউবওয়েল আছে এবং তার মধ্যে কোন কোন মাঠে কতটি সচল আছে (আলাদা আলাদা হিসাব)	তথ্য সংগ্রহাধীন।
২। সোনামুড়া মহকুমায় কতটি এল, আই স্কীম আছে এবং কোন কোন মাঠে, তার মধ্যে কতটি সচল কতটি অচল ?	

(Questions & Answers)

Admitted Un-Starred Question No. : 61

Name of Members :— Sri Makhan lal Chakraborty, Sri Sukumar Barman
Sri Gopal Das, Sri Gouri Sankar Reang

Will the Honble Minister-in-charge of Power Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমান কত ?

২। উক্ত বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে, এবং

৩। বড়মুড়া বা রোখিয়ার তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উন্নতি সাধনে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে।

উত্তর

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ ২৭ মেগাওয়াট।

২। রাজ্যের বর্ত্তমান বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণের লক্ষে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে।

ক) বড়মুড়া ৬.৫ মেগাওয়াট সম্পন্ন জেনারেটিং সেট বসানোর কাজ চলেছে যা আগামী ডিসেম্বরে শেষ হবে।

খ) রুখিয়াতে ২টি গ্যাস ভিত্তিক জেনারেটর সেট্ প্রত্যেকটি ৮ মেগাওয়াট সম্পন্ন কাজ চলছে। একটি জেনারেটর সেট্ আগামী নভেম্বরের মধ্যে চালু করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে, আর অপরটি আগামী মার্চের মধ্যে চালু হবে।

গ) গোমতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্য ১টি স্কিম হাতে নেওয়া হয়েছে যা থেকে ৩,৫ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপন্ন সম্ভব হবে। এই স্কিম এর কাজ আগামী ১৯৯১ সনের মার্চ মাস নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া রামভদ্র ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ

প্রকল্পে ২ × ०. ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরীর কাজ হাতে নেয়া হয়েছে, যা ১৯৯২ সনের মার্চ মাস নাগাদ চালু করা যেতে পারে। রুখিয়ায় ৭৫ মেগাওয়াট গ্যাস ভিত্তিতেবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের প্রস্তাব গৃহিত হয়েছে এবং নেপ্‌কোকে এই কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

৩। রুখিয়ায় ১৬ মে. ওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের কাজ পুরোদ্দমে চলছে। আগামী নভেম্বর মাসে ৮ মে. ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি সেটের কাজ শেষ হবে ও বাকিটির কাজ আগামী মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বড়মূড়ার তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৩য় ইউনিট আগামী ডিসেম্বরে চালু এবং ২য় ইউনিটের কাজ আগামী ১৯৯০ সনের মে মাস নাগাদ শেষ হবে ও চালু করা যাবে।

Admitted Unstarred Question No 64.

Name of Member—Sri Dipak Nag.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯-৮০ সন থেকে ১৯৮৮-৮৯ সন পর্যন্ত রাজ্যের কতগুলি রুরাল এরিয়া ইলেট্রিফিকেশন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছিলেন।

২। উক্ত পরিকল্পনাগুলির জন্য কি পরিমাণ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং ৩১শে জুলাই ১৯৮৯ইং পর্যন্ত কত টাকা দেওয়া হয়েছে ?

৩। উক্ত সময়ে মঞ্জুরীকৃত অর্থের কত অংশ ব্যয়িত হয়েছিল এবং কয়টি গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছিল ?

উত্তর

১। উপরোক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকার মোট ৭১টি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

২। উক্ত পরিকল্পনার জন্য মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ ৪৭ কোটি টাকা।

৩। উক্ত সময়ে মঞ্জুরীকৃত অর্থের শতকরা ৭৪ ভাগ অংশ অর্থাৎ ২৯ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছিল, এবং ২১৯৭টি গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছিল।

Admitted Starred Question No. 68.

Name of Member :— Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার নাগরিক কতজনকে গত ১৯৮৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮৯ জুলাই পর্য্যন্ত সময়ে নূতন মটর কারের পারমিট দেয়া হয়েছে,

২) এই সকল নূতন মোটর কারের মধ্যে All India Tourist Car এর সংখ্যা কত,

৩) এই সকল পারমিট গ্রহিতাদের মধ্যে উপজাতি এবং তপসিলী জাতির সংখ্যা কত,

৪) কোন প্রকার কর্মসংস্থান নেই এবং কৃষি, মিল ও ব্যবসা কোন প্রকার স্বনির্ভর ব্যবস্থা যাদের নেই এইরূপ কত সংখ্যক শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকারদের New Motor Car Permit দেয়া হয়েছে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহনমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী)

১) গত ১৯৮৮ইং ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৮৯ইং এর জুলাই পর্য্যন্ত মোট ৯৬টি মোটর কারের পারমিট দেয়া হয়েছে।

২) উক্ত সবগুলিই All India Tourist Car.

৩) (ক) উক্ত পারমিট প্রাপকদের মধ্যে ৫ (পাঁচ) জন উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং

(খ) ১২ (বার) জন তপশীলি জাতিভুক্ত,

৪) শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকারদের মধ্যে এস-টি-এ বিভিন্ন দিক বিচার বিবেচনা করিয়া সর্বমোট ৫০ (পঞ্চাশ)টি পারমিট মঞ্জুর করিয়াছেন।

Admitted Un-Starred Question No. 69

Name of Member :— Sri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department, be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় ১৯৮৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ৩১শে জুলাই ১৯৮৯ সময়ের মধ্যে কত সংখ্যক Goods vehicles এর পাবলিক ক্যারিয়ার পারমিট ইস্যু করেছেন,

২। এই সকল Goods Vehicles এর কত সংখ্যক All India Permit আছে এবং কত সংখ্যক অভ্যন্তরে সর্বত্র movement Permit আছে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী)

১) ত্রিপুরায় ১৯৮৮ ফেব্রুয়ারী হইতে ৩১শে জুলাই ১৯৮৯ইং এর ১৪৮টি Road Permit ইস্যু করা হইয়াছে।

২) এর মধ্যে ৬০টি National Permit এবং ৮৮টি অন্যান্য পারমিট দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Un-Starred Question No. 71

Name of M. L. A. :—Braja Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। গত ১৯৮৮ইং ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮৯ইং ৩১শে জুলাই পর্যান্ত কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দল মোট কয়টি গাড়ী টি. আর. টি. সি থেকে ভাড়া নিয়েছেন ;

২। তার মধ্যে কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দলের নিকট কত টাকা ভাড়া বকেয়া আছে ;

৩। কি কি ধরনের গাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছিল এবং

৪। রাজনৈতিক দল ভিন্ন অন্যান্য সংস্থা ও ব্যক্তি অনুরূপ ভাড়া নিয়েছিল কিনা এবং তার জন্য কোন ভাড়া বকেয়া আছে কিনা ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহন মন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী)

(১) গত ১৯৮৮ইং ৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৮৯ইং ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত T. R. T. C গাড়ী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক ভাড়া নিয়াছেন তাহার বিবরণ নিম্নরূপ :—

কংগ্রেস (ই)	সি পি আই (এম)
ট্রাক—১০ টা	ট্রাক—৯ টা
বাস—৪৯ টা	বাস—৫ টা
মোট—৫৯ টা	মোট—১৪ টা

(২) কংগ্রেস (ই)-এর নিকট ভাড়া বকেয়া আছে টাকা ২১,০৩৫ ৬০ পঃ।

(৩) ট্রাক, বাস এবং ব্রেক ডাউন রিকোভারী ভেন ভাড়া নেওয়া হইয়াছিল।

(৪) হ্যাঁ, নিয়াছিল, তার জন্য ভাড়া বকেয়া আছে।

ANNEXURE—"C"

POSTPONED ADMITTED STARRED QUESTION NO.-32

Name of Member :— Shri Badal Choudhuay

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকারের কতটি করপোরেশন ও আধা সরকারী সংস্থা আছে।

(তাদের নাম)

২) করপোরেশন ও আধা সরকারী সংস্থাগুলির চেয়ারম্যানদের পদ মর্যাদা মন্ত্রী পর্য্যায়ে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) রাজ্য সরকারের অধিকার যে সমস্ত করপোরেশন এবং আধা সরকারী সংস্থা আছে, তাদের নাম নিম্নে দেওয়া হল।

(1) Tripura Roard Transport Corporation.

(2) Tripura Industrial Development Corporation Ltd.

(3) Tripura Small Industries Corporation Ltd.

(4) Tripura Tea Development Corporation Ltd.

(5) Tripura Handloom & Handicrafts Development Corporation Ltd.

(6) Tripura Jute Mills Ltd.

(7) Tripura Khadi & Village Industries Board.

(8) Tripura Forest Development and Plantation Corporation Ltd.

(9) Tripura Rehabilitation Plantation Corporation Ltd.

(10) Tripura Scheduled Castes Co-operative Development Corporation Ltd.

(11) Tripura Scheduled Tribe Co-Operative Development Corporation Ltd.

(12) Tripura Horticulture Corporation Ltd.

২) করপোরেশন ও আধা সরকারী সংস্থাগুলির চেয়ারম্যানদের পদমর্য্যাদা মন্ত্রী বা রাষ্ট্র মন্ত্রীর সমপর্য্যায়ভুক্ত করে কোন নির্দ্দিষ্ট আদেশ দেওয়া হয় নাই। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের পদমর্য্যাদা অনুযায়ী তাহাদিগকে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSMEBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on 29th August, 1989, Tuesday at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker in the Chair, the Chief Minister, Seven Ministers, Nine Ministers of State, the Deputy Speaker and 38 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর দানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নম্বর জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২।

শ্রীবীরজিত সিন্হা (মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে লেবার কার্ড প্রাপ্ত মুজুরের সংখ্যা কত এবং

২। সরকার বর্তমানে তাদের ন্যূনতম মুজুরীর হার কত টাকা নির্ধারণ করেছেন,

৩। গত বৎসর এই মজুর বৎসরে গড়ে কত শ্রম দিবসের কাজ পেয়েছেন।

৫। বর্তমান বৎসরে প্রতিটি মুজুরের জন্য কমপক্ষে ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি সৃষ্টি করে ন্যূনতম মুজুরীর হার বাড়ানোর পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবেন কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যে লেবার কার্ড প্রাপ্ত মুজুরের সংখ্যা ২,৬৫,৭২৮ জন।

২। বর্তমানে ন্যূনতম মুজুরীর হার ১৪ টাকা নির্ধারণ করা হইয়াছে।

৩। গত বৎসর মুজুরগণ বৎসরে গড়ে ২০ দিনের কাজ পেয়েছে।

৪। ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি সৃষ্টি করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের নাই। তবে ন্যূনতম মুজুরী ১৬ টাকা করার পরিকল্পনা আছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী, স্যার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ১০০ দিনের কাজ দেওয়া সম্ভব নয়। তা হলে কত দিনের কাজের গ্যারান্টি এ বৎসর সৃষ্টি করা হচ্ছে?

শ্রীবীরজিত সিন্‌হা (মন্ত্রী) :—জওহর রোজগার যোজনায় এবং এস, আর, ই, পি, তে বৎসরে ২০ দিনের বেশী কাজ দেওয়া যাবে না।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :—গত মার্চ মাসে লেবার দপ্তর থেকে মিনিমাম ওয়েজ কৃষি শ্রমিকদের জন্য ১৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৬ টাকা করা হয়েছে। অথচ এপ্রিল থেকে এখন পর্যন্ত লেবার দপ্তর থেকে ঘোষণা সত্বেও কেন এখনও সেটা কার্যকরী করা হয় নি?

শ্রীবীরজিত সিন্‌হা (মন্ত্রী) :—মাননীয় সদস্য যদি আলাদা প্রশ্ন করেন তাহলে উত্তর দেওয়া হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সরকার থেকে যখন গেজেট করে মিনিমাম ওয়েজ নির্ধারণ করা হয় তখন সরকারের প্রতিটি দপ্তরের উপর সেটা প্রযোজ্য।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেবেন।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং (শান্তির বাজার) :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩।

শ্রীজহওর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩।

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণের জন্য শহরের চতুর্দিকে সার্কুলার রোড নির্মানের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২। থাকিলে, তবে কবে নাগাদ তা কার্য্যকর হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। রাজ্য সরকার মেসার্স নেশান্যাল ট্রেন্সপোর্টেশান প্লেনিং এণ্ড রিসার্স সেণ্টারকে আগরতলা শহরের একটা মাষ্টার প্লেন তৈরী করার জন্য নিয়োগ করিয়াছে, যাহাতে শহরের একটি চক্রপথ নির্মানের প্রস্তাব আছে।

২। চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। তবে, চূড়ান্ত রিপোর্টটি শীঘ্রই পাওয়া যাবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, আগরতলা শহরের চতুর্দিকে যে কয়েকটা ব্রীজ আছে, সেগুলি তত প্রশস্ত না হওয়ায় অধিকাংশ সময়ে দেখা যায় যে সেগুলির উপর অস্বাভাবিক ট্রাফিকের জ্যাম হয়ে যায়? কাজেই আগরতলা শহরের যানজট কমাবার জন্য প্রয়োজনে দ্বিতীয় সেতু অথবা সেগুলিকে আরও প্রশস্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

শ্রীজহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এটা সত্য কথা যে আগরতলা শহরের যানজট একটা ব্যাপক সমস্যা এবং এর জন্য দায়ী হল বিগত বামফ্রন্ট সরকার, কেননা, তাদের বিগত দশ বছরের রাজত্বে এই আগরতলা শহরের উন্নয়নের জন্য কোন মাষ্টার প্লেন তৈরী করার কোন প্রয়োজনীয়তা মনে করেন নাই, এমন কি রাস্তাগুলিকে আরও প্রশস্ত করারও কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই, যার ফলে আজকে এই যানজটের সমস্যাটা একটা তীব্র আকার ধারণ করেছে। যা হউক, আমরা সরকারে আসার পর এই সমস্ত অসুবিধা দূর করার জন্য একটা অভিজ্ঞ এজেন্সীকে দিয়ে মাষ্টারপ্লেন তৈরী করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বলেছি এবং সেই রিপোর্ট পাওয়ার পর আগরতলা শহরকে যানজট থেকে মুক্ত করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই জোট সরকারের মন্ত্রীরা এখানে যারা আছেন, তারা এখন আর মাটির উপর দিয়ে চলতে পারেন না, কাজেই তাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য এই আগরতলা শহরে মাটির তলায় একটা পাতাল রেল পথ তৈরী হবে কিনা?

শ্রীজহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এটা কি কোন রকমের প্রশ্ন হতে পারে? মনে হয় উনারা বিভ্রান্তিজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ায়, এই ধরণের সব প্রশ্ন করছেন।

মি: স্পীকার :— শ্রীফৈজুর রহমান।

শ্রীমজুর রহমান (কুর্তি) :—স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৬।

Maharani Bibhu Kumari Devi (Minister) :— Sir, Starred Question No. 126

Question	Answer
1. What is the total loss in Tripura due to drought during the current financial year ?	Loss due to drought during the current financial year is to the extent of Rs. 32,31,06.000/- (approximately).
2. Whether any financial assistance has been given to the drought affected family ?	Yes, Sir, Mini kits of various kharif seeds have been given to the affected farmers.
3. if not, reason there of ?	Does not arise.

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিসপুর) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৮।

শ্রীকালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১২৮।

প্রশ্ন

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৩১/৬/৮৯ ইং পর্যন্ত কতজনকে বিলাতী মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে. তাহার হিসাব,

২। তার মধ্যে কতজন তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ? (আলাদা আলাদা হিসাব) ?

উত্তর

১। বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ পর্য্যন্ত ১৫ জনকে বিলাতী মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

২। বর্তমানে ৪৭টি দোকানের মধ্যে ৫টি উপজাতির নামে আছে ও ২টি তপশিলী জাতির নামে আছে।

শ্রীদীপক নাগ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বিগত সরকারের আমলে কুমারঘাটে একটি ওয়াইন ওয়ারী হাউসের লাইসেন্স টি, এস, আই, সি-র নামে দেওয়া হয়েছিল ?

সেটা বর্তমানে কেন ক্যানসেল করা হয়েছে এবং যেহেতু বিগত বামফ্রন্টের ১০ বছরের শাসনের মধ্যে ১ কোটি টাকা খেয়ে ফেলেছিলেন এবং এটিই একমাত্র ওয়ারী হাউস যে লাভের মুখ দেখেছিল সেটি আবার চালু করা হবে কি ?

শ্রীকালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, এটার লাইসেন্স ক্যানসেল আমরা করিনি। এটা বিগত সরকারই করে গিয়েছিলেন।

শ্রীদীপক নাগ ঃ— আমরা কিছুদিন পূর্বে টি, এস, আই, সি-র থেকে আমরা রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট-এর আণ্ডার সেক্রেটারীকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম, আমরা আবার এটা চালাতে চাই সুন্দরভাবে। সেহেতু আমরা গো-ডাউন থেকে আরম্ভ করে সবকিছু রেডি রেখেছি। আমি এখনে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, টি, এস, আই, সি-কে পুনরায় দোকানটি চালানোর জন্য শীঘ্র অনুমতি প্রদান করা হবে কিনা ?

শ্রীকালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, এ ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। তবে এটা বর্তমানে প্রাথমিক স্তরেই আছে। কাজেই অনুমোদনের কথা এখনই বলা যাচ্ছে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষামুখ) ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে ১৫ জনকে এখানে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে বলে বলেছেন তারা কারা, এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এটাও কি জানাতে পারবেন, এই বিলাতী মদের ক্রেতারা কারা ?

শ্রীকালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— কারা কারা লাইসেন্স পেয়েছে এই মুহূর্তে তাদের নাম আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫০।

মিঃ স্পীকার ঃ— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৫০।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০।

১। (প্রশ্ন) বর্তমানে ত্রিপুরায় কয়টি সমবায় সমিতি আছে,

১। (উত্তর) বর্তমানে বিভিন্ন প্রকারের রেজিষ্ট্রিকৃত সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৬৬২।

২। (প্রশ্ন) ১৯৮৭-৮৮ সাল থেকে ১৯৮৮-৮৯ সাল পর্যান্ত কতগুলি সমবায় লিকুইডেশানে গেছে,

২। (উত্তর) ১৯৮৭-৮৮ সাল থেকে ১৯৮৮-৮৯ইং সাল পর্য্যন্ত ১টি সমিতি লিকুইডেশানে গিয়াছে।

৩। (প্রশ্ন) এর ফলে সরকারের কি পরিমাণ অর্থ ক্ষতি হয়েছে, তাহার হিসাব ?

৩। (উত্তর) লিকুইডেশানের কার্য্যাবলী সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বলা সম্ভব নয়।

৪। (প্রশ্ন) উক্ত লিকুইডেশানে যাওয়া সমিতিগুলি পুনর্জীবিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৪। (উত্তর) লিকুইডেশানের কার্য্যাবলী শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এখন কোন পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীনকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, এই সরকার আসার পর কতগুলি সমিতিকে এখন পর্যান্ত তাদের নির্ব্বাচিত বোর্ড ভেঙ্গে সেই বোর্ড অব্ এডমিনিষ্ট্রেটার গঠন করা হয়েছে এবং তাদের লিকুইডেশ্যানের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এবং এর মধ্যে হাই কোর্টের রায়ে কয়টা সমিতিকে নূতন নির্ব্বাচন করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এটা সম্পূর্ণ আলাদা প্রশ্ন, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, যে সমস্ত অবস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছে তা রাজ্য সরকার টাকা পয়সা না দেওয়া, কো-অপারেটিভগুলিতে এই রকম ভাবে জোর করে এডমিনিষ্ট্রেটারে বসিয়ে দেওয়া, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ করতে না দেওয়া, শেয়ার হোলডার যারা সেই শেয়ার হোলডারদের কোন রকম অধিকার না রেখে এবং বাৎসরিক মিটিং বন্ধ করে দেওয়া এবং সমস্ত দিক থেকে এই বে-আইনী কার্যকলাপের ফলে এই সমস্ত কো-অপারেটিভগুলি লিকুইডেশানে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন সেটা সত্য নয়। এই সরকার আসার পর কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের যে সমস্ত সমবায় সমিতি বিভিন্ন জায়গায় আছে সেগুলি সচল করে চালানোর জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট এটা বিগত দিনে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, বিগত ১০ বছরে এটা

কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট না হয়ে বদারেশান ডিপার্টমেন্টে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব সেগুলি পুনর্জীবিত করার জন্য। বিগত দিনে গত ১০ বছরে অনেক সমবায় সমিতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানাবেন কি যে, বিগত বামফ্রন্টের শাসনকালে সমবায় আন্দোলনের নাম করে গ্রামে গরীব শ্রমিক কৃষকদের কল্যাণের প্রয়োজনে লক্ষ লক্ষ টাকা বিভিন্ন সমিতির নামে নেওয়া হয়েছিল এবং এমন কতগুলি সমিতি আছে যে সমিতিগুলি টাকা নিয়ে পরবর্ত্তী অবস্থায় সাইন বোর্ড থেকে আরম্ভ করে কমিটির কোন পাত্তা আজ পর্যান্ত পাওয়া যাচ্ছে না, এই রকম সারা রাজ্যে কতগুলি সমিতি আছে ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—** স্যার, এটা সত্যি যে, বিভিন্ন সমবায় সমিতির নামে কোন নিয়ম নীতি না মেনে টাকা দেওয়া হয়েছিল। যেমন খুমপই বলে একটা গাড়ী, একটা জীপ এবং বাস তৎকালীন সমবায় মন্ত্রীর ছেলের নামে কোন নিয়ম নীতি না মেনে দেওয়া হয়েছিল, তার কাছ থেকে এখন কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট ৮ লক্ষ টাকা পাওনা আছে, এই রকম বিভিন্ন সমবায় সমিতি আমার জানা আছে। তবে কতটা এখন দেওয়া সম্ভব নয়, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানাবেন কি যে, এই যে কো-অপারেটিভ সমবায়ে যে গণতন্ত্র ছিল সেটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে বোর্ড অব্ এডমিনিষ্ট্রেটার নিয়োগ করা হয়েছে। তারা অধিকাংশ ডিফল্টার, হাজার হাজার টাকা তারা কো-অপারেটিভ থেকে ঋণ নিয়েছেন অথচ কো-অপারেটিভের সদস্য নয় তাদের দিয়ে বোর্ড অব্ এডমিনিষ্ট্রেটার করা হয়েছে সম্পূর্ণ বে-আইনী ভাবে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী **:—** স্যার, হাজার হাজার টাকা ডিফল্টার এই রকম করানো হয় নি, তাব যেটা উনি বলেছেন সেটা সত্য নয় ! এই রকম নিয়ম নীতি নেই যে সদস্যদেরকেই এডমিনিষ্ট্রেটার অব বোর্ড করা হবে, যে কোন লোককেই বোর্ড অব এডমিনিষ্ট্রেটর করা হয়ে থাকে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস, শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ও শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কাকনপুর) **:—** অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৬২।

মি: স্পীকার :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-৬২।

শ্রীকালীদাস দত্ত—(রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-৬২।

প্রশ্ন

১। নবগঠিত কাঞ্চনপুর মহকুমার দপ্তর স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার স্থান নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করেছেন কি ?

২। যদি স্থান নির্বাচন হয়ে থাকে, তবে কোথায় এবং কখন এই সদর দপ্তর স্থাপিত হবে ?

৩। এই স্থান নির্বাচনের ভিত্তি কি ?

উত্তর

১। না মহাশয়, বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) **:**—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, এইটা এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই। আমরা এর আগে দেখেছিলাম যে এই ভোট সরকার একটি কমিটি তৈরী করেছিলেন এই সম্পর্কে যে, এই সদর দপ্তরটি কাঞ্চনপুর হবে নাকি দশদাতে হবে। এইটা নিয়ে যখন বিতর্ক উঠেছিল এবং স্থানীয় জনসাধারণ থেকে যখন দাবী উঠেছিল কাঞ্চনপুরে করার জন্য তখন একটা কমিটি করা হয়েছিল, সেই কমিটি কোন রিপোর্ট সরকারকে দিয়েছেন কিনা এবং দিয়ে থাকলে কমিটির সুপারিশগুলি কি তা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীকালীদাস দত্ত—(রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৩জন মন্ত্রীকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তারা ঐ জায়গায় গিয়ে সমস্ত গণসংগঠন এবং বিভিন্ন পলিটিক্যাল অরগে-নাইজেশানের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন এবং তারা রিপোর্ট সাবমিট করেছেন। রিপোর্টের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে কাঞ্চনপুর এবং দশদার মাঝামাঝি কোন জায়গায় ডিসিশান নেওয়া হয়েছে যে সদর মহকুমার একটি হেড অফিস স্থাপন করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং—৮৪

মি: স্পীকার :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৮৪।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৮৪

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য চাকমা শরণার্থী শিবিরে চিড়া সরবরাহের জন্য সম্প্রতি কনজিউমার্স ফেডারেশন বাজার থেকে চিড়া কেনার জন্য দরপত্র আহ্বান করেন,

২। সত্যি হলে কাকে ফেডারেশন চিড়া সরবরাহের বরাত দেয়?

৩। ইহাও কি সত্য সর্বনিম্ন দরপত্র প্রদানকারীকে সাপ্লাই অর্ডার না দিয়ে সর্বোচ্চ দরপত্র প্রদানকারীকে চিড়া সাপ্লাইয়ের অর্ডার দেয়া হয়েছে?

৪। সত্য হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। সম্প্রতি কনজিউমার্স ফেডারেশন চাকমা শরণার্থী শিবিরের চিড়া সরবরাহের জন্য কোন দরপত্র আহ্বান করেন নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কিসের ভিত্তিতে অনৈক নারায়ণ রাঠিকে চিড়া সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, যেহেতু চিড়া কেনার জন্য কনজিউমার্স ফেডারেশন কোন দরপত্র আহ্বান করেননি সেহেতু নারায়ণ রাঠিকে বা সাধারণ রাঠিকে দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, শুধু চিড়ার প্রশ্ন না, সেখানে শরণার্থীদের মধ্যে যে সমস্ত জিনিষ দেওয়া হচ্ছে সেগুলির অর্ধেকও শরণার্থীরা পাচ্ছেনা। সেখানে তাদের নির্বাচিত ঠিকেদাররা শরণার্থীদের নাম করে জিনিষপত্র লুটপাট করছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা জানাবেন কি? আর না থাকিলে সেটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, শরণার্থী শিবিরের সমস্ত মাল কনজিউমার্স ফেডারেশন শরণার্থীদেরকে সাপ্লাই করেন না। অতএব মাননীয় সদস্য যেহেতু অভিযোগ করেছেন সেহেতু সেটা সরকার খতিয়ে দেখবেন।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার —২২১।

মি: স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ২২১।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার --২২১।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সম্প্রতি বটতলা টি, আর, টি, সি, অফিসের ৭,৮০০ বর্গফুট জায়গা সিনেমা হল করার জন্য বনমালীপুরের জনৈক গোবিন্দ ব্যানার্জীকে দেওয়া হয়েছে,

২। সত্য হলে কি শর্তে জায়গাটি হস্তান্তর করা হচ্ছে ?

উত্তর

১। না, মহাশয়।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীনকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এই ৭,৮০০ বর্গফুট জায়গা গোবিন্দ ব্যানার্জীর নামে দেওয়া হয়েছে তার প্লট নং, ম্যাপ প্রভৃতি তৈরী করা হয়েছে এবং এই কাজটা করেছেন ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ এবং সমস্ত কাগজপত্র যে তৈরী করা হয়েছে এসব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি না ? জানা থাকিলে তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এই সমস্ত সংবাদ বা খবর যে কোথা থেকে পান আমি জানি না। যে জায়গাটার কথা বলা হয়েছে সেটা টি, আর, টি, সি-কে দেওয়া হয়েছে গোবিন্দ ব্যানার্জিকে নয়। উনি কোথা থেকে যে এসব আষাঢ়ে গল্প করেন আমি জানি না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন।

★★ ★Expunged as ordered by the Chair.

মিঃ স্পীকার :—হ্যাঁ, মাননীয়া রাজস্ব মন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে পারেন কিন্তু বিধানসভার একজন কর্মচারীকে জড়িয়ে যে প্রশ্ন এখানে নকুলবাবু করেছেন সেটা বিধানসভার কার্যা বিবরণী থেকে বাতিল করা হল।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— তা আপনি বলুন তবে আমি মাননীয়া রাজস্বমন্ত্রীর কাছ থেকে শুনতে চাই যে এটা মিথ্যা কথা। এরকম কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এটা শুনতে চাই।

Maharani Bibhu Kumari Devi (Minister) :— Mr. Speaker sir, is it a fact that recently 7,800 Sq. Feets area of TRTC office at Battala has been given to one Govinda Banerjee of Banamalipur ? If so, what was the term of handing over the land ? I say no sir and that I have answered, the second partdoes not arise. I am answering the supplementary question which they have put, Shri Govinda Banerjee applied for an exchange of Govt. land at Battala with his jote land and Banamalipur for constructing a cinema hall there. As the land of Battala has already been alloted to TRTC, so the prayer of Shri Govinda Banerjee was not considered.

Nripen Chakraborty :— Mr. Speaker sir, there was a proposal to allot the land to Shri Govinda Banerjee.

Maharani Bibhu Kumari Devi (Minister):— No, there was no such proposal. It is very clear if you would follow my. So this question does not arise.

Shri Nakul Das :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই জায়গার দাম ২০ লক্ষ টাকা। বিধানসভার যখন আমরা প্রশ্নটা তুলি এবং খোঁজ খবর নিই তখন সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কাজেই এটা সত্য কিনা আমি মাননীয়া রাজস্ব মন্ত্রীর নিকট থেকে জানতে চাই, জানাবেন কি ?

Mr. Speaker :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

Shri Nakul Das :— ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★

★★★Expunged as ordered by the Chair.

Mr. Speaker :— The portion relating to the employee of Tripura Bidhan Sabha is expunged.

(গণ্ডগোল)

মহারাণী বিভু কুমারী দেবী :— মিঃ স্পীকার স্যার, ইফ্ মিঃ নকুল দাস কেন প্রুভ ইট্, আই উয়িল রিজাইন ফ্রম্ দিস সিট।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, নকুলবাবু এই চ্যালেঞ্জে রাজি আছেন কিনা জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার .— অনারেবল্ শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়ের কোয়েশ্চান নাম্বার—২১৯।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার —২১৯।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় প্রোটেকটেড্ ফরেষ্টের এলাকাসহ সকল প্রকার সরকারী কৃষিযোগ্য খাস জমিতে মোট সরকার কত সংখ্যক ভূমিহীন পরিবারকে এলোটমেণ্ট দিয়েছেন এবং

২। উক্ত এলোটমেণ্টের মধ্যে কত সংখ্যক ভূমিহীন পরিবারকে এলোটমেণ্ট এর জন্য স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ কর্তৃক রাজ্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। এবং (২) এর উত্তরে তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল্ মেম্বার শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস (পানিসাগর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০৫।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০৫।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বছরে ধর্মনগর শহর নোটিফায়েড এরিয়া সম্প্রসারণ ও নোটিফায়েড এরিয়ার অভ্যন্তরে নূতন কোন মার্কেট নির্মাণের পরিকল্পনা আছে কি,

২। থাকিলে ঐ মার্কেট নির্মাণের স্থান কোথায় নির্বাচন করা হয়েছে?

উত্তর

১। ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বছরে ধর্মনগর নোটিফায়েড এরিয়া সম্প্রসারণের কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকারের নিকট নাই। ১৯৮৯-৯০ ইং সনে ধর্মনগর নোটিফায়েড এলাকায় ৪টি বাজার নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

২। ধর্মনগর শহরের পদ্মপুর, নয়াপাড়া, রাজবাড়ী ও চন্দ্রপুর এলাকায় বাজার নির্মাণের স্থান নির্বাচিত হইয়াছে।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১১২।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার —১১২।

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মহকুমার কলাবাড়ীয়া গাঁও পঞ্চায়েতের উত্তর কলাবাড়ীয়াতে পানীয় জল সরবরাহের জন্য কোন ডিপ টিউবওয়েল আছে কি না?

২। ডিপ টিউবওয়েল না থাকলে উক্ত এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য অতি সত্বর কোন স্কীম গ্রহণ করা হবে কি না?

উত্তর

১। কোন ডিপ টিউবওয়েল নাই।

২। অত্র দপ্তরের জানা নাই।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বিলোনীয়া মহকুমার উত্তর কলাবাড়ীয়া গাঁও পঞ্চায়েতের উত্তর কলাবাড়িয়াতে জাতি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ওয়াটার প্রবলেম রয়েছে। প্রতি বছর শুকা মরশুমে পানীয় জলের অভাব দেখা দেয় এবং এই বৎসরও সেখানে গাড়ীতে করে টেংকীতে করে পানীয় জল সরবরাহ করতে হয়েছে। কাজেই এইভাবে জনগণের পানীয় জলের

চাহিদা পূরণ করা যায় না। এই ওয়াটার প্রব্লেম এরিয়াতে—বিশেষ করে শুখা মরশুমে পানীয় জলের সুব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না?

শ্রীবীরজিৎ সিন্হা (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিলোনীয়ার কলাবড়ীয়া এলাকার গাঁও পঞ্চায়েত এলাকায় শীলামাটির কারণে কোন ডিপ টিউব-ওয়েল এমন কি মার্ক-টু পর্য্যন্ত খনন করা যায় নাই। তবে এই এলাকাতে গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের তত্বাবধানে কিছু সংখ্যক আর, সি, সি, ওয়েল খনন করা যায় কিনা তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত দিনে এই এলাকায় মার্ক-টু ডীপ টিউব-ওয়েল হবে না বলে বলা হয়েছিল। কিন্তু ইদানিংকালে খড়গ ত্রিপুরা পাড়া এবং উত্তর কলাবাড়িয়া শীলামাটি ইত্যাদি কিছু কিছু এলাকায় মার্ক-টু ডীপ টিউব-ওয়েল বসিয়ে সফলতা পাওয়া গিয়েছে। কাজেই এই জায়গাতে যদি না হয় তাহলে পাশের জায়গাতে ডীপ টিউব-ওয়েল বসিয়ে সেই জায়গাতে পাইপ লাইন-এর মাধ্যমে এলাকায় জল সরবরাহের সিদ্ধান্ত সরকার নেবেন কিনা?

শ্রীবীরজিৎ সিন্হা (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন সেটা সরকার বিবেচনা করে দেখবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক এবং শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল (কুলাই) ঃ— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১১৭।

শ্রীকালিদাস দত্ত ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১১৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যে ফসলযোগ্য জমিতে বসতবাড়ী ও পুকুর খনন করার ফলে ব্যাপক পরিমাণে ফসলের জমি নষ্ট করা হচ্ছে,

এবং

২। সত্য হলে সরকার ফসলযোগ্য জমি রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অতিসত্বর নেবেন কি?

উত্তর

১ নং ও ২ নং ঃ— জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগর উন্নয়নের ফলে বাড়ী তৈরী একটা অনিবার্য ঘটনা,

এই পরিপ্রেক্ষিতে কার্য্যকরভাবে বাড়ী তৈরী প্রতিহত করা সম্ভব নহে। পুকুর খনন করার ফলে জমি নষ্ট হচ্ছে তাহা সত্য নহে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা যে আমাদের রাজ্যে জনসংখ্যা বাড়ছে এটা ঠিক, কিন্তু সেই তুলনায় রাজ্যে ফসলযোগ্য জমি বাড়ছে না। জনস্বার্থে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু ফসলযোগ্য জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না একথাও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। বছরের পর বছর এভাবে জমিতে বাড়ীঘর তৈরী করা হচ্ছে, পুকুর খনন করা হচ্ছে। টীলা জমিতে বাড়ী-ঘর তৈরী করে সমতলভূমিতে ফসল চাষ করার জন্য আইনের কোন বিধান ত্রিপুরা রাজ্যে এটা বাধ্যতামূলক করা যায় কিনা সেটা চিন্তাভাবনা করবেন কি ? কারণ এর ফলে রাজ্যে ফসলযোগ্য জমির পরিমাণও বাড়বে এবং রাজ্যের চাহিদাও অনেকাংশে কমে যাবে। সুতরাং এব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ডাইবারশ্যান অব ল্যাণ্ড আইন করে বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে রাজ্য সরকার চায় যাতে কৃষিযোগ্য জমি নষ্ট না হয়। কৃষিকার্য্য করার সুবিধার্থে অনেক কৃষকই কৃষিযোগ্য জমির পাশে বা জমির মধ্যে বাড়ী-ঘর তৈরী করেন। সেটা কোন অবস্থাতেই বন্ধ করা যাবে না। সব জায়গাতেই টীলা জমির মধ্যে বাড়ী-ঘর তৈরী করা যাবে না। আবার অনেক জায়গাতে মাইলের পর মাইল সমতলভূমি আছে সেখানেও যাতে বাস্তব অবস্থা চিন্তা করে বসতবাড়ী এবং পুকুর খনন করা হয় সেই দিকটির প্রতি সরকার লক্ষ্য করে প্রচারের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তবে আইন করে সেটা বন্ধ করা সম্ভব নয়।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— স্যার, আমরা প্রত্যেকবারেই দেখি, বিশেষ করে ফসলযোগ্য জমি ক্রয়যোগ্য একটা সময়ে বেশী হয়—অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে এবং যেখানে প্রায় জমিতেই বাড়ী হয়। কিন্তু বিভিন্ন গ্রামে আমরা যেটা লক্ষ্য করি, জমি যখন রেজিস্ট্রি হয় পরবর্তী সময়ে বাড়ী করার জন্য রাস্তার স্পেস রেখে বিক্রি করা হয় না। মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া এই ব্যবস্থা নিতে পারবেন কিনা যে যখন কেউ এই জমি ক্রয় করে রাস্তার জায়গা, রাস্তার স্পেস-এর ম্যাপ দেখে সেই অনুযায়ী বিক্রি বা কেনার ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা ? যদি হয় তা হলে হয়ত প্রত্যেকটা গ্রামেই রাস্তাটা ভাল থাকে। এই ব্যবস্থাটা করা সম্ভব কিনা ?

মহারাণী বিভু কুমারী দেবী (মন্ত্রী) **:—** Mr. Speaker, Sir. this can only be checked if we have provision for stringent municipal laws regulating costruction of Houses, because we have seen recently that encrochors have been allowed to settle down on political considera-

tion and on many other consideration, So, we will definitely think of making more stringent laws on this and of course with the help of the L.S.G. Department.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী, শ্রীসুকুমার বর্মণ এবং শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং (ব্রেকেটেড)

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬০।

শ্রীবীরজিত সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬০।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন করার জন্য সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা ; এবং

২। নিয়ে থাকলে কোন্ মাসের মধ্যে নির্বাচন করা হবে জনগণ আশা করতে পারেন ?

উত্তর

১। রাজ্যে পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত সরকার কর্তৃক এখনও পর্যন্ত গৃহীত হয় নাই।

২। প্রশ্ন আসে না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু যখন অগণতান্ত্রিকভাবে পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল তখন এই হাউসে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এখন ১৮ মাস পেরিয়ে যাচ্ছে। তা হলে কি এই স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কায়েম রাখার জন্যই নির্বাচন করা হচ্ছে না ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই যে পঞ্চায়েতের দুর্নীতি দূর করতে এবং পঞ্চায়েতগুলিকে জনগণের স্বার্থে গড়ে তোলার জন্য আমরা সেগুলিকে ভেঙে দিয়ে নতুন করে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেছিলাম এবং এটা ছয় মাসের মধ্যে হয় তার চেষ্টা আমরা করব, এই কথা বলেছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আমাদের সেটা করতে দিচ্ছে না। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েতগুলিকে রি-অরগেনাইজ করা হয়েছে এবং এখন ৯১০টা পঞ্চায়েত করা হয়েছে। সেগুলিকে গেজেট নোটিফিকেশান করা হয়েছে। আবার ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টে পঞ্চায়েত রাজ বিল এনেছেন। সুতরাং আমাদের পার্লামেন্টের সংবিধান সংশোধন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (নলছড়) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই হাউসে যখন পঞ্চায়েত মন্ত্রী পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা ছয় মাসের মধ্যে করাবেন বলে এখন পর্যন্ত করছেন না তা হলে কি আমরা ধরে নিতে পারি যে জোট সরকার নির্বাচন করতে ভয় পান এবং আদৌ নির্বাচন করবেন না ?

শ্রীবীরজিত সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন, তা ঠিক

নয়। কারণ, আমাদের জোট সরকার গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসী এবং আমরা গণতন্ত্রের রক্ষক বলেও দাবী করতে পারি। আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন খুব তাড়াতাড়ি করার জন্য চেষ্টা করছি এবং এই পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে গেলে তার আগে কিছু প্রস্তুতি নিতে হয় যেমন পঞ্চায়েত আইন ১৯৮৩ এবং ত্রিপুরা পঞ্চায়েত নিয়ম বিধি ১৯৮৪ অনুযায়ী কতগুলি প্রাথমিক কাজ করতে হয়। আমরা সেই অনুযায়ী পত্র-পত্রিকা এবং রেডিওতে এনাউন্স করে বেশ কিছু কাজ শুরু করে দিয়েছি, যেমন পাবলিকেশান অব রেজিস্ট্রেশান বাই ইস্যু অব নোটিশ আগষ্টের ১ তারিখ আমরা বের করেছি একটা টেণ্টেটিভ ডেইট দিয়ে। লাষ্ট ডেইট অব ক্লেইমস্ এণ্ড অবজেকশান আণ্ডার রুলস্ ৭৮ ছিল ৩০শে আগষ্ট, আমরা এটাকে ৮ঠা সেপ্টেম্বর করে দিয়েছি। আর ফাইন্যাল পাবলিকেশান অব রেজিস্ট্রেশন যেটা ছিল, সেটাকে বাড়িয়ে আমরা করেছি ১৫ই সেপ্টেম্বর আর হিয়ারিং বাই দি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আণ্ডার রুল ৯ অক্টোবরের ৫ তারিখ করেছি। কাজেই আমরা কোন রকম প্রস্তুতি নিইনি, এটা ঠিক নয়, বরং আমরা জোর কদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। এখন পঞ্চায়েতের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার একটা কথা উঠেছে—গণতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা বেশী করে গ্রামের মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার, যে কথা মার্কসবাদীরা বলে থাকেন যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ, যার জন্য ৬৪তম সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে, সেটা যদি হয়, তাহলে আমাদের বর্তমানে যে পঞ্চায়েত আইন আছে, তাকেও নতুন করে সব ভারতীয় আকারে রূপ দিতে হবে। কাজেই পঞ্চায়েত নির্বাচনটা আমরা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করতে চাই না বলে বিরোধী পক্ষ যেকথা বলছেন, তা আদৌ ঠিক নয়, আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন করার জন্য জোর কদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের এই সম্পর্কীয় বিভিন্ন ঘোষনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং রেডিওতে প্রচার করা হয়ে থাকে, যেটা বিরোধী দলের সদস্যদেরও জানার কথা, এমন কি পার্টি অফিসেও এই সমস্ত কাগজপত্র পাঠানো হয়ে থাকে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) : স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৯।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্টার্ড, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৯।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের খোয়াই বিভাগের উজান ময়দানে ধর্ষিতা মহিলাদের ১৯৮৯ ইং ৩০শে জুন পর্য্যন্ত মোট কত কিস্তিতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে?

২। দেওয়া হয়ে থাকলে, কতজনকে দেওয়া হয়েছে?

৩। ঐ মহিলাদের আর্থিক সাহায্য করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা?

উত্তর

১। খোয়াই বিভাগের উজান ময়দানে ধর্ষণের কোন ঘটনা এখনও প্রমাণিত হয় নি।

২। অধিকন্তু ধর্ষনের ঘটনায় আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কোন স্কীম রাজস্ব বিভাগে চালু নাই।

৩। না।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে গত সেসনের সময়তে এই প্রশ্ন উঠেছে বলে তিনি স্বীকার করেছেন?

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্পীকার, স্যার, এটা স্বরাষ্ট্র সম্পর্কীয় ব্যাপার। কাজেই স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে প্রশ্ন করলেই এর উত্তর নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এটা কি সত্যি যে সুপ্রীম কোর্টে অল ইণ্ডিয়া উইম্যান্স এ্যাসোশিয়েশান এবং অন্যরা যে পিটিশান করেছেন, সেই পিটিশানের জবাবে শ্রীসুভাষ চন্দ্র সাহা এফিডেবিট করে বলেছেন যে উজান ময়দানে কিছু কিছু রিলিফ দেওয়া হয়েছে? সেখানে হলফ করে বলা হয়েছে যে, মুখ্যমন্ত্রী নিজে উজান ময়দানে গিয়ে তাদের রিলিফের টাকা বন্টন করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করব, কবে কখন গিয়েছেন? যদি না গিয়ে থাকেন, তাহলে এটা কারচুপি। এই বেচারা আণ্ডার সেক্রেটারী, সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলবেন? স্যার, মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে মিথ্যা কথা বলছেন? একজন আণ্ডার সেক্রেটারীকে পাঠিয়ে উনাকে দিয়ে মিথ্যা এফিডিবেট করিয়েছেন?

(গণ্ডগোল)

সুপ্রীম কোর্টে লোক পাঠিয়ে মিথ্যা কথা বলছেন। বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে গিয়ে রিলিফ দিয়েছেন। আর এখানে বলছেন আপনারা, মুখ্যমন্ত্রী যান নি। মেয়েরা ধর্ষিতা হয়েছে। তাদের নিয়ে হাসি-মস্করা করছেন আপনারা। লজ্জা করছে না?

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :—দিস্ চাপ্টার ইজ ক্লোজড। অনারেবল মেম্বার শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :—অ্যাডমিটেড কোশ্চেন নং-২৩৮।

মিঃ স্পীকার :—অ্যামিটেড কোয়েশ্চান নং—২৩৮।

বীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৮।

১। (প্রশ্ন)—ইহা কি সত্য যে গত জুন মাসের শেষ সপ্তাহে কমলপুর মহকুমার গঙ্গানগরের চাকমাপাড়া পঞ্চায়েতের আনন্দ রোজা পাড়ার কমলবতী ত্রিপুরা অনাহারে মৃত্যু বরণ করেন ?

২। (প্রশ্ন)—ইহাও কি সত্য যে এর আগে তার স্বামীও অনাহারে মৃত্যু বরণ করেন।

(উত্তর)—১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মানুষ না খেয়ে মরে যাবে আর বেড়িয়ে যাচ্ছে মন্ত্রীরা উত্তর না দিয়ে ?

(গণ্ডগোল)

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশ্যান বেঞ্চ :— ট্রাইবেল মিনিষ্টার বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ট্রাইবেলদের প্রতি, কোন তথ্য দিচ্ছেন না)

শ্রীজহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা অনাহারে মৃত্যুর ব্যাপারে যে প্রশ্নটা তুলেছেন, আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময়ে তাদের পত্র-পত্রিকায় এই রাজ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য

(গণ্ডগোল)

শ্রীজহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : — প্রশ্নটা আমার গ্রামীণ দপ্তরের।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—প্লীজ ডোনন্ট বি একসাইটেড।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা প্রশ্ন তুলেছেন, ডিপার্টমেন্টাল মন্ত্রীরা উত্তর দিচ্ছেন কিন্তু উনারা ঠিক জানেন না কোন মন্ত্রীর কাছে কোন দপ্তর আছে এবং কারা উত্তর দিতে পারেন।

শ্রীবিমল সিন্‌হা (কমলপুর) :—মাননীয় স্পীকার স্যার আমার একটা এডজোর্নমেন্ট মোশান

আছে সেটা হলো, ত্রিপুরা দর্পণের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কলামে বোফার্স কামান এর খুবই দরকার, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী কি করে এটা আলোচনা করতে পারেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, একটা কথা বলেছেন মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী যে. ট্রাইবেল মিনিষ্টার বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং ট্রাইবেলদের মৃত্যু দেখেও দেখেন না। আমি বলছি উনি যদি ট্রাইবেলদের জন্য এতই কান্নাকাটি করেন তাহলে উনার বেতন থেকে ট্রাইবেলদের সাহায্য করেবেন কিনা এবং বিরোধী দলের নেতাদের থেকে সাহার্য্য দেবেন কিনা সেটা আমি জানতে চাই। ট্রাইবেলদের জন্য যদি গত ১০ বছরে আপনারা কাজ করতেন তাহলে আজকে ট্রাইবেলদের এই অবস্থা হয় না। আপনারা শুধু বক্তৃতা করেছেন কিন্তু ট্রাইবেলদের জন্য কিছুই করেন নি। ১০ বছরে আপনারা ট্রাইবেলদের শেষ করে দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। আর সাপ্লিমেণ্টারী করা যাবে না। যে সমস্ত তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES "A" & "B")

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— আমার প্রশ্ন হল আমি আজকে একটি অ্যাডজরনমেণ্ট মোশান এনেছিলাম বোফোর্স কোম্পানীর কামান সম্পর্কে। সেটা বাতিল করা হল কোন্ অধিকারে, সংবিধানের কোন্ আইনে, বিজনেস্ কন্‌ডাক্ট রুলসের কোন রুলে ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— ইট ইজ রিজেক্‌টেড, ইট ইজ নট দি মেটার অফ দি হাউস টু ডিসকাস। সো ইট ইজ রিজেক্‌টেড।

(এই সময় বিরোধীরা ওয়াক-আউট করেন)

REFERECNCE PEREOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য অমল মল্লিকের নিকট হইতে উনার উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য অমল মল্লিককে আহ্বান করিব তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করিবেন।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া):— আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হল'' ৯/৮/৮৯ ইং রাত্র ১০-১১ টার মধ্যে বিলোনীয়া মহকুমার দুর্গাপুকুর দুলাল দাসের বাড়ীতে ঢুকে তার স্ত্রী মীরা দাস (৪০) কে সমন্বয় পন্থী মাষ্টার হারাধন পাট্রারী ধর্ষনের চেষ্টা করার ঘটনা সম্পর্কে।''

মি: স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ৩১শে আগষ্ট এইটার উপর বিবৃতি দেব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী এই ব্যাপারে আগামী ৩১শে আগষ্ট বিবৃতি দেবেন।

মি: স্পীকার :— আজ আমি আর একটি নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীসুকুমার বর্মনের নিকট হইতে। নোটিশটি পরীক্ষা নীরিক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য সুকুমার বর্মন মহোদয়কে আহ্বান করছি তিনি দাঁড়িয়ে যেন উনার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত ! সো ইট ইজ ফল্‌স থ্রো।

CALLING ATTENTION

মি: স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য অমল মল্লিকের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—'' ২০-৪-৮৯ ইং রাত্রে বিলোনীয়া মহকুমার উত্তর সোনাইছড়ি কংগ্রেস আই কর্মী সন্তোষ দাসের বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে।''
আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ৩১/৮/৮৯ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী, যেহেতু তিনি অনুপস্থিত সেহেতু এটা ফল্‌স থ্রো।

GOVERNMENT BILL

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল :— "The Tripura Public Premises (Eviction of unauthorised Occupants) (Ammendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 11 of 1989.)"

উৎথাপন। আমি এখন মাননীয়া রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়াকে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

মহারাণী বিভু কুমারী দেবী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :— "The Tripura Public Premises (Eviction of unauthorised Occupants) (Ammendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 11 of 1989.)"

এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয়া রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়া কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল :— "The Tripura Public Premises (Eviction of unauthorised Occupants) (Ammendment) Bill, 1889 (Tripura Bill No. 11 of 1989.)"

এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(সভা কর্তৃক বিলটি ধ্বনি ভোটে উৎথাপনের জন্য অনুমোদিত হয়)

আজকের সভায় পেশ করা বিলের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

SHORT DISCUSSION ON MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হল শর্ট ডিসকাশন অব্ দি মেটার্স অব্ পাবলিক ইম্পর্টেন্স। আজকের কার্য্যসূচীতে ১টি শর্ট ডিসকাশন নোটিশ আমি পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীদীবা চন্দ্র রাংখল। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল— "রাজ্যের জওহর রোজগার যোজনা রূপায়ণ সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার শর্ট ডিসকাশনের নোটিশটি হল—জওহর রোজগার যোজনা রূপায়ণ সম্পর্কে। ত্রিপুরাতে এটা অলরেডি চালু হয়ে গেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যে জওহর রোজগার যোজনা পরিকল্পনা এনেছেন সেটা ভারতের কিছু কিছু রাজ্যে অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে। তদুপরি আমি এখানে এটা আলোচনার জন্য এনেছি এই কারণে যাতে করে এই ত্রিপুরা রাজ্যে এটা ব্যাপকভাবে ইমপ্লিমেন্ট হয়। যাতে করে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যে উদ্দেশ্যে এই জওহর রোজগার যোজনা এনেছেন সেটা যেন পালন করা হয়। যে লক্ষ্যে এই যোজনাটি এনেছেন সেই লক্ষ্য যাতে পূরণ হয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আনাচে কানাচে যাতে এটা বাস্তবায়িত হয় তার জন্য আমি এখানে এটা আলোচনায় এনেছি। আমি আশা রাখব যে বিরোধী বন্ধুরা এইটা সমর্থন করবেন এবং আলোচনায় অংশ নেবেন। কেননা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী বিশেষ করে গরীব মেহনতী জনগণের স্বার্থে এই যোজনাটি এনেছেন। কাজেই এইখানে বিরোধী বন্ধুরা যথেষ্ট সহযোগিতা করবেন সরকারের সঙ্গে যাতে করে এই যোজনাটি পূর্ণাঙ্গভাবে রূপায়িত হয় এই ত্রিপুরাতে।

আমরা দেখেছি এই ত্রিপুরাতেও বিভিন্ন ব্লকে এই জহর রোজগার যোজনার জন্য ফাণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং কাজও দেওয়া হচ্ছে। তদপরি আরো আমাদের রাজ্যে এই জহর রোজগার যোজনার কাজ যাতে পূর্ণরূপে রূপায়িত হয় তারজন্যেই আমি আজকে এই আলোচনা এনেছি। আমি আশা করি বিরোধী বন্ধুরাও ইহাতে একমত হবেন এবং এই যোজনার রূপায়নের জন্য সহযোগিতা করবেন দেশের স্বার্থে, গরীব মানুষের স্বার্থে, মেহনতী মানুষের স্বার্থে। এই যোজনাটি সারা ভারতবর্ষের সাথে সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও কিছু কিছু ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে এবং আরো ব্যাপকভাবে যাতে এইটা ইমপ্লিমেন্টেশন হয় তারজন্যই আমি আজকে এই আলোচনা এনেছি।

কাজেই এই জহর রোজগার যোজনাটি অত্যন্ত বাস্তব এবং সময়োপযোগী এবং আমাদের ত্রিপুরাতে যাহাতে ব্যাপকভাবে এই যোজনাটি রূপায়িত হয় তারজন্য এবং গ্রামেগঞ্জে পঞ্চায়েত বিশেষ করে ব্যাপকভাবে উন্নয়নমূলক কাজ যাতে করা যায় এই দিকে নজর রেখে বিরোধী বন্ধুদেরও সরকারের সঙ্গে সহযোগীতা করবেন। এই আশা আকাংখা রেখে এবং এই জহর রোজগার যোজনাটি সম্পূর্ণরূপে যাতে বাস্তবায়িত হয় এই আশা রেখে আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় দেখেছি যে এই বিধানসভা নাকি প্রতিদিন একবেলা হবে। পত্রিকার এই খবর সত্য কিনা, আমরা জানতে চাই যে একটা সেসনে যেভাবে বিজনেস করা হয়েছে সারা দিনের জন্য অথচ পত্রিকায় যেভাবে খবর বেরিয়েছে এইটা সত্য কি না? আমরা কি সুধীর মজুমদারের স্কুলে রয়েছি যে এইখানে

খুশীমত একটা কিছু করে ফেলবেন ? আমরা জানতে চাই কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিষ্টার ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইটা মোষ্ট অব্‌জেকসনেব্‌ল্‌। উনি যদি সম্মান দিয়ে কথাবার্তা বলতে না পারেন তাহলে এইভাবে জন্তুর মত যেন কথাবার্তা না বলেন। হাউ টু এড্রেস এইটা জেনে এখানে আসা উচিত।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে যে আলোচনা এনেছি সে আলোচনায় উনাদের অংশ নিতে বলা হোক। কিন্তু উনারা দেখা যাচ্ছে যে আলোচনায় অংশ না নিয়ে শুধু ডিস্টার্ব করে চলেছেন, এই ভাবে চলতে দেওয়া যায় না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের বিধানসভার অধিবেশন হবার কথা ৫টা পর্য্যন্ত— ।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব্‌ অর্ডার স্যার, ৫টা পর্য্যন্ত হতে বাঁধা কোথায় ? এখানে তিনি একটা ইরেলিভেন্ট পয়েন্ট তুলেছেন। এখানে হাউসে কোথাও কেউ কোন বক্তব্য রাখেননি বা আপনিও বলেননি যে হাউস একটা (১টা) পর্য্যন্ত চলবে। কোথায় বলা হয়নি। কি করে একটা মনগড়া কথা বলে ওরা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আমাকে বলতে দিন, না আপনি বলবেন ? হাউসের ডেকোরাম আমাকে ও শেখাচ্ছেন না আপনি শিখছেন ? স্যার, মুখ্যমন্ত্রীর পয়েন্ট অব্‌ অর্ডারের উপর রুলিং কি আপনার ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— না, আপনার কথার উপর রুলিং দেবেন। দিন না আপনি রুলিংটা দিন না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এইসব ইরেলিভেন্ট কথা বলছেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমিওতো বলছি-আপনি ইরেলিভেন্ট কথা বলছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি এই আলোচনা শুরু হোক।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : আমরা আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে চাই, ওরা যদি করতে দেয় আমরা করব।

আমার কথা হচ্ছে যে এজেণ্ডা এখানে রাখা হলো তার সঙ্গে আরও দুই-তিনটা নোটিশ দেওয়া আছে। একটা রাখা হবে কিনা? একটাই যদি রাখা হয়ে থাকে তাহলে একঘণ্টা আলোচনা।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— তাহলে হাউসটা আপনিই চালান না।

মিঃ স্পীকার :— নাউ হোয়াইট ইজ দি প্রবলেম?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা আমরা বুঝতে পারিনা যে হাউসের নির্ঘণ্ট পূর্ব থেকেই বিজনেস্ এড ভাইজারি কমিটি তৈরী করে থাকে। এখানে উনি নতুন করে কি জানতে চাইছেন? নাকি আজকের হাউসের বিজনেসের পরিবর্তন করাতে চাইছেন?

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ লেট মি নো ভিজ প্রোবলেম। আপনার প্রবলেমটা কি বলুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমরা ৫টা সর্ট ডিউরেশান ডিস্কাশনের নোটিশ দিয়েছি। স্যার, যদি ১ তারিখ হাউস শেস করা হয় তাহলে আমরা সময় পাচ্ছি না।

মিঃ স্পীকার :— আমি আপনার বক্তব্য এডমিড করতে পারলাম না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আপনি যদি এ্যাসিওর করেন যে, আপনাদের সর্ট ডিসকাশন হবে, তাহলে আমার আর কিছু বলার থাকে না।

মিঃ স্পীকার :— নাউ সর্ট ডিসকাশন গোয়িং অন্। টু ডে সর্ট ডিসকাশান ওযান শ্রীদীবা চন্দ্র রাংখল, এম এল, এ হি গিভেন এ নোটিশ ফর সর্ট ডিউরেশান ডিসকাশান এবাউট দি মেটার অব—" রাজ্যের জওহর রোজগার যোজনা সম্পর্কে।" এণ্ড ইট ওয়াজ এলাউড। নাউ ইট ইজ গোয়িং অন্ এণ্ড টাইম ইজ ওয়ান আওয়ার। সো ইফ ইউ লাইক টু পার্টিসিপেট। আই টেল টু দি অনারেবল মেম্বারস্ অফ অব দি হাউস্ হো আর প্রেজেণ্ট। যারা পার্টিসিপেট করবেন তাদের একটি নামের তালিকা আমার কাছে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। দিবা চন্দ্র রাংখল উনার বক্তব্য রেখেছেন। এখন বক্তব্য রাখবেন শ্রীদীপক নাগ মহোদয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আজকে এরপর কি বিজনেস আছে?

শ্রীদীপক নাগ (মজলিসপুর) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। কারণ, ভারতবর্ষের তরুণ প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী ভারতবর্ষের গরীব মানুষের স্বার্থে এবং তাদের অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে জওহর রোজগার যোজনা নামে যে বৈপ্লবিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তাকে আমি সমর্থন না করে পারছিনা। ১৯৮৮-৮৯ ইং সনে এন, আর, ই, পি, এবং এস, আর, ই, পি,— এই দুটো প্রকল্পকে একত্রিত করে জওহর রোজগার যোজনা প্রকল্পে রূপ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী প্রতিটি তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতির জন্য জওহর রোজগার যোজনাতে অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। মহিলাদের জন্য ত্রিশ পারসেণ্ট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে আমাদের দেশে মার্কসবাদীদের দ্বারা শাসিত

দুটি সরকার—পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালাতে এই জওহর রোজগার যোজনাতে টাকা খরচ করবেন না বলে তাঁরা জানিয়েছেন। তারা বলেছেন যে টাকাটা যেহেতু ডাইরেক্ট ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই তারা সেটা খরচ করবেন না। আমরা দেখেছি এস. আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, এর প্রকল্পে বামফ্রন্ট কিরকম রাজনীতি করেছে। যারা তাদের মিছিলে আসবে, ইনক্লাব জিন্দাবাদ করবে, শুধু তাদেরই কাজ দেওয়া হয়েছিল। যারা গরীব মানুষের টাকা নিয়ে ছিনি মিনি খেলবে তাদের হাতে যাতে এই টাকা যায় সেজন্যই আজকে তারা নগর পালিকা বিল এবং পঞ্চায়েত রাজ বিলের তারা বিরোধিতা করছেন। যে বিলের দ্বারা আমাদের প্রিয় প্রধান মন্ত্রী তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে চাইছেন সেই বিলকে তাঁরা বিরোধিতা করছেন।

আমরা দেখেছি ত্রিপুরার দুইজন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট সদস্য লোকসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু এতে ত্রিপুরার কোন মানুষ তাঁদের স্বাগত জানান নি। মানুষের রায় নিয়ে তারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। কথা ছিল তাঁরা ত্রিপুরার জনগণের আশা আকাঙ্খার কথা, বলবেন পার্লামেন্টে। কিন্তু আমরা হতাশ হয়েছি এই দেখে যে তাঁরা জনগণকে দেওয়া কথা রক্ষা না করে সেখান থেকে পদত্যাগ করে চলে এসেছেন। তাঁরা রাজা ভি, পি, সিংকে নিয়ে নাচানাচি করছেন। যখন তিনি কংগ্রেসে ছিলেন তখন তিনি ছিলেন সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ। আজকে সেই সামন্ততান্ত্রিক ভি, পি, সিং যখন কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগ নিয়ে মাঠে নেমেছেন তক্ষণি তিনি আমাদের মার্কসবাদী দলের নেতা নৃপেনবাবু তাকে ফুলের মালা দিচ্ছেন এবং বলছেন যে ভি, পি, সিং আমাদের নেতা।

আজকে তারা বফর্স-এর কথা বলেছেন। কিন্তু ত্রিপুরা লটারী কেলেঙ্কারীর মধ্যে জড়িত নৃপেনবাবু এবং আলীপুর ট্রেজারী কেলেঙ্কারী, বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারীর নায়ক জ্যোতিবাবু সম্বন্ধে তারা চুপ করে আছেন। তারা চুপ করে আছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন্টি. রামা রাও এর বিরুদ্ধে যার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ৩৩টি মামলা রয়েছে তারা চুপ করে আছেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ হেগড়ের বিরুদ্ধে যিনি জনতা দলের নেতা এবং যার বিরুদ্ধে জমি কেলেঙ্কারীর অভিযোগ আছে। ওরা চুপ করে আছেন দেবীলালের বিরুদ্ধে। যিনি লোকদলের নেতা এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী এবং যিনি পুত্রবধু হত্যার দায়ে অভিযুক্ত। ওরাই হলেন মার্কসবাদী দলের নেতা। আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন আমরা শ্রদ্ধা করতাম নৃপেনবাবুকে এবং দশরথবাবুকে। তখন আমরা তাদের এই রাজ্যের গরীব মানুষের প্রকৃত বন্ধু বলে জানতাম, কারণ আমরা দেখতাম যে ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্যন্ত লেংটি পড়া ট্রাইবেল মানুষগুলি ওদের মিছিলে আসতো। আমরা সেইদিন ভাবতাম যে এই নৃপেনবাবু এবং দশরথবাবু একদিন এই ত্রিপুরাকে সুন্দর করে করে গড়ে তুলবেন। কিন্তু গত ১০ বছরের তাদের কার্যকলাপ দেখে আমরা হতাশ হয়েছি। আমরা দেখলাম যে এই নৃপেনবাবুরা যারা প্রশাসনে এসেছিলেন, তারা এই ত্রিপুরাকে লালে লাল করে দিল জাতি উপজাতি মানুষের রক্তে। আমরা দেখলাম সেই সমস্ত উপজাতি মানুষগুলি সি, পি, এমের লাল ঝাণ্ডা নিয়ে দিনের পর দিন মিছিল করলো, যারা ছিল জমির মালিক, তারা রাতারাতি হয়ে গেলেন জুমিয়া, তাই আমরা এসব দেখে লজ্জা পেলাম। আমরা বেশী করে লজ্জিত হয়েছি এই নৃপেনবাবু আর দশরথবাবুর নেতৃত্ব দেখে। আর আজকেও আমরা লজ্জা পাচ্ছি এজন্য যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যখন সারা ভারতের গরীব মানুষের স্বার্থে গরীব মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারকে সুরক্ষিত করতে এবং তাদের অর্থনৈতিক অধিকারকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়েছেন বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েছেন, সেগুলির বিরোধিতা করছেন এই মার্কসবাদী কমিউনিষ্টরা। এটা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার যে জওহর রোজগার যোজনা, পঞ্চায়েত রাজ আইন এবং নগর পালিকা বিল সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়া যেটা নাকি কমিউনিষ্টদের

পিতৃভূমি, সেখানকার যিনি ভাইস-প্রেসিডেন্ট উনি, এগুলি সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন, তিনি বলে গিয়েছেন যে এই ধরণের প্রকল্পগুলি যদি সুন্দরভাবে ভারতবর্ষে ইমপ্লিমেন্টেড হয়, তাহলে এটা পৃথিবীর মধ্যে একটা নজীর হয়ে থাকবে, কারণ এতে গরীব মানুষের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়ার কথা আছে। অথচ, আমরা দেখছি সেই সোভিয়েট রাশিয়ার পুত্র ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, এই প্রকল্পগুলির বিরোধিতা করছে। আজকে এই জওহর রোজগার যোজনার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যারা গরীব মানুষ আছেন, তারা সোস্যাল ফরেষ্ট্রীর মাধ্যমে নিজেদের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করতে পারেন। এছাড়া গ্রামের মধ্যে যেখানে রাস্তা ঘাট, কুল, ব্রীজ ইত্যাদি যেখানে যেটা প্রয়োজন সেটা তৈরী করা অথবা মেরামত করার প্রয়োজন আছে, তা তারা নিজেরাই সেসব কাজ করতে পারবে। তার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যেখানে এস, সি অথবা এস, টি লোকজন রয়েছেন, তারাও এই জহর রোজগারের মাধ্যমে তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ভাবে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারবেন এবং সেই সম্পদের অধিকারী তারা নিজেরাই হবেন। তাই বিরোধীরা আজকে যে জহর রোজগার যোজনার বিরোধিতা করছেন, তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এই ত্রিপুরা রাজ্যের কমিউনিষ্ট নেতা নৃপেনবাবু এবং দশরথ বাবুর কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে, ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে, বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষকে কথা দিয়ে, কথা নিয়ে, সমর্থন নিয়ে গত ৩০ থেকে৪০ বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে যে রাজনীতি করেছেন, সেই গরীব মানুষ-গুলির মুখের দিকে তাকিয়ে এই জহর রোজগার যোজনা যাতে ত্রিপুরাতে সাফল্য লাভ করতে পারে, ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রাম গঞ্জের মানুষের হাতে তাদের নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার, তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আরও সুদৃঢ় ভাবে গড়ে তোলার জন্য, তাদের হাতে যাতে আরও বেশী ক্ষমতা দেওয়া যায়, তাকে আপনারা সমর্থন করবেন। আমি এই আশা রাখছি যে এই জহর রোজগার যোজনার কাজ যে ভাবে এই রাজ্যে শুরু হয়েছে তা সফলকাম হবে এবং সেই সাথে সময় উপযোগী এই পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় বিধায়ক দীপক নাগ যে সমস্ত শ্রদ্ধেয় নেতাদের বিরুদ্ধে এইখানে স্লোগান করলেন তার জবাব পাবেন লোকসভার নির্বাচনে। লোকসভার নির্বাচন বেশী দূরে নয়, সেটা প্রচার করার দায়িত্ব আমাদের নয়। এই জওহর যোজনা আমাদের ত্রিপুরার গরীব মানুষের পক্ষে কী, ভূমিহীনের পক্ষে কী, জুমিয়াদের পক্ষে কী, সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য আমি স্যার ৫টি ব্লকে গেছি। বিরোধী দলের নেতা হিসাবে। প্রথমে যাই গণ্ডাছড়া। ২টি কোয়ার্টারে টাকা তারা পেয়েছেন। প্রথমে পেয়েছেন, ২,৭৯,০০০ টাকা। তাতে ৫০ পারসেন্ট মেটেরিয়েলস্ কমপোনেন্ট। মাল মসলার দাম, ৫০ পারসেন্ট। তারপর, ৫ পারসেন্ট

আছে এসটাব্লিশমেন্ট খাতে। চালের একটা কমপোনেন্ট আছে। সেটা এখন দেওয়া হয় না। আমি বি,ডি,ও, সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, এই টাকাতে আপনারা কতটুকু মেন-ডেজ জেনারেট করতে পারেন, ১৬ টাকা হিসাবে নয়, ১৪ টাকা হিসাবে? যদিও ১৬ টাকা হিসাবে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেটা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাঁর জবাব হচ্ছে, ৯,৯৬৪। তারপরে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, টোটাল লেবার কার্ড কত? উত্তর, ৪ হাজার। প্রতি লেবার কার্ডে ৬ মাসে এ্যাম্পপ্লয়মেন্ট জেনারেট কত হচ্ছে? স্যার, উত্তর হচ্ছে, আড়াই দিন। ন্যাকষ্ট যাই, পানিপাগর ব্লকে। সেখানে আপটু সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ ইং পর্য্যন্ত মোট টাকা পেয়েছেন, ৬,৯৭ হাজার, এলোকেশান মেন ফর মেন-ডেজ হচ্ছে, ১, ৩৯, ৫০০। এই মেন-ডেজ ১৪ টাকা যদি মজুরী ধরা হয়, তাহলে ২৪, ৭৫০ মেন-ডেজ হতে পারে। টোটাল লেবার কার্ড হচ্ছে, ১০ হাজার। এতে ৬ মাসে আড়াই দিনের কাজ পেতে পারে। ন্যাকষ্ট গেলাম, খোয়াই। এলোকেশান হচ্ছে, ৬, ৩৮,০০০ টাকা। এলোকেশান মেন-ডেজ, ৩, ১৯,০০০, টোটাল মেন-ডেজ জেনারেট, ২২, ৭৮৫ টোটাল লেবার কার্ড ১২, ২০৩। প্রতি লেবার কার্ডে ৬ মাসে কাজ পাবে মাত্র ২ দিন ভূমিহীন. দিনমজুররা ন্যাকষ্ট, মাত্তাবাড়ী। এলোকেশান অ পটু সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯, ৭, ৮৭, ০০০, ইন্দিরা আবাসন প্রকল্প ১, ৮৩,০০০ টোটেল. ৯,৬৬ ০০০। এলোকেশান মেন ফর মেন-ডেজ ৪, ৭৩,০০০ টোটাল মেনডেজ এ্যামপ্লয়ন্টে জেনারেট, ৩৪, ৫০০, লেবার কর্ড আছে, ২১,০০০, প্রতি লেবার কার্ডে কাজ পাবে ৬ মাসে দেড় দিন। এর পরে আসুন, কাঞ্চনপুর ব্লক। সকাল বেলায় যাই ভদ্রলোকের কাছে। ফাষ্ট কোয়ার্টারে এলোকেশান পেয়েছেন, ৪,৪০০০ সেকেণ্ড কোয়ার্টারে এলোকেশান পেয়েছেন, ৯,০০,০০০। টোটাল ১৩,৪৪,০০০ টাকা। এলোকেশান মেন ফর মেনডেজ জেনারেশন ৬,৭২,০০০, টোটাল লেবার কার্ড, ১৭,০০০, টোটাল মেনডেজ ফর জেনারেটেড, ১৪ টাকা হিসাবে ধরলে ৪,৮০০ এবং প্রতি লেবার কার্ডে কাজ পাবে ৬ মাসে, আড়াই দিন। এটা স্যার, ফিগার। এটা তো মাঠের বক্তৃতা না। এটা ফিগার ফিক্সড। আমি জানতে চেয়েছিলাম, কেন এত কম টাকা পাওয়া গেছে। আমাকে জানান হল, বামফ্রন্ট তাদেরকে পোভার্টি লাইনের উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্যই টাকা কম পাওয়া গেছে।

(ভয়েস'-স ফ্রম শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— কত পার্সেন্ট লিখে দিয়েছেন?) দেখে আসুন খাতা। এন, আর, ই, পি।

(হাস্যরোল)

স্যার, ওরা মুর্খ। মুর্খ বলেই একথা বলে। এই অ্যাসেম্বলীতে আমরা ফাইট করেছি যে, তোমরা আমাদের ঠকাচ্ছ। এই ফিগার দিয়েছে তাঁরা। আমি চ্যালেঞ্জ করছি।

(ভয়েস'-স ফ্রম শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— এটা কি আপনার ফিগার নয়?)

স্যার, আমি ভুল বলেছি, মুর্খা নয়, অজ মুর্খ। ইডিয়ট।

স্যার, এই যে কম টাকা পেয়েছেন সেটা কথা নয়। আমাদের একটা এস, আর, ই, পি, ছিল, সেই এস, আর, ই, পিতে সব দপ্তরের টাকা এনে আমরা দিতাম, আমাদের পলিসি ছিল গ্রাম থেকে লোকদের বের করতে দেব না। লক্ষ লক্ষ টাকা পঞ্চায়েতের হাতে দিয়েছি, আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছি কিন্তু কোন জায়গায় পঞ্চায়েতের হাতে এত টাকা দেওয়া হয়নি এবং এত ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। ডেমোক্রেটিকেলি ইলেকটেড যদি কেউ দুর্নীতি করেছে তাহলে তাকে এক বছরের জন্য পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে দূর করা হয়েছে। দুর্নীতি করলে রাজীব গান্ধী পার পাবে না, কেউ পার পাবে না এবং ওরা কেউ পার পাবে না। যদি ওরা গণতন্ত্র না মানে, ওরা যদি কনষ্টিটিউশান না মানে এবং ওরা যদি গায়ের জোরে শাসন করতে চায় তারই পরিণতি দেখছি আজকে সমস্ত ভারতবর্ষে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এস, আর, ই, পিতে আমরা কাজ দিতাম, সোস্যাল ফরেষ্টের জন্য আর অন্যান্য দপ্তরের কাজ, আর, ডির কাজ সেখানে এ, ডি, সিও টাকা দিত, সে টাকা তারা এখনও দেয়।

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি রুলিং বেঞ্চ—না, এ, ডি, সি, এখন টাকা দেয় না)।

ফরেষ্ট টাকা দেয় না, পি, ডব্লিউ, ডি, টাকা দেয় না একমাত্র আর, ডি, টাকা দেয়। কোথা থেকে টাকা দেবে? আমি হিসাব করে দেখেছি তিন কোটি, কত টাকা ওরা এই বছর পাবে বি, ডি, ওর হিসাব মতো। বড় জোর সাত দিনের কাজ দিতে পারে। "এই ডুক ডুক ডুক আকাশবাণী, টি, ভি," লম্বা লম্বা বক্তৃতা আসিতেছে জওহর যোজনা, কার জন্য সেই রিপোর্ট? এখানে আছে। গগুছড়ার উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান বললেন স্যার, এই টাকা দিচ্ছেন এই টাকা আমার একজনেরই তো হয় না, আমি ভক্তদের কি দেব? এই টাকা দিয়ে গ্রামাঞ্চলের গরীবদের প্রবলেম সলভ্ করা যাবে না, এই জন্যই গ্রামের লোক শহরে চলে আসছে। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুলডোজার দিয়ে রাস্তাঘাট পরিস্কার রাখতে পারছেন না, যতক্ষণ গ্রামের লোক শহরে চলে আসছে, সব টাকা নিয়ে আসছে, ওরা শহর লুট করে, মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, অসাধু ব্যবসায়ী, অসাধু পুলিশ অফিসার। সব টাকা আছে শহরে। কোথায় আমি জায়গা পাব সেই প্রশ্ন ওরা করছে না। ৭ লক্ষ লোক কলকাতার ফুটপাতে বাড়ীঘর তৈরী করে আছে।

যে দেশের মধ্যে শতকরা ৫০ জন লোক একবেলা খেয়ে আছে কি না খেয়ে আছে, সেখানে ঘরবাড়ীর প্রশ্ন আছে, সেখানে বাসস্থানের প্রশ্ন আছে। এই মুর্খদের কি বলব। (প্রাউ কুমার রিয়াংকে লক্ষ্য করে) এই ভদ্রলোকের লজ্জা নেই। আমার হাতে এই দপ্তরের অনেক কাগজ আছে, টাইট করে দেওয়া যায়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন বের করব। অনুমতি দেবেন? আমি চ্যালেঞ্জ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— আমাকে অনুমতি দেবেন উনার বিরুদ্ধে কিছু বলার জন্য।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আপনি অনুমতি দিন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার মেম্বাররা চাইছে, আপনি অনুমতি দেবেন ? স্যার, বেকারদের সম্পর্কে। একজন বেকার বড় ভাই মদন সেন পি, ডব্লিউ, ডির অ্যাক্‌জিকিউটিভ ইনজীনিয়ার, বড় ভাইয়ের স্ত্রী ষ্টেইট ব্যাংকের ইউ, ডি. ক্লার্ক, আর এক ভাই সঞ্জয় সেন মদের ব্যবসার লাইসেন্স পেয়েছে, বাবা ৪০-৪৫ কানি জমির মালিক, তারই মেয়ে মন্ত্রী লিখেছে, সি মে বী অ্যাপয়েনটেড অন অ্যাড-হক্‌-বেসিস। পরীক্ষা করে দেখেছেন ? আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই কত টাকা পেয়েছেন আপনি ? আমি ২নং মন্ত্রীকে পরীক্ষা করে দেখতে বলব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, উনি বলছেন যে চাকরী দিয়ে ঘুষ নেন। আমি বলব চাকুরী দিয়ে উনারা ঘুষ নিতেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই যে জহর রোজগা'র যোজনা আছে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, ভারতবর্ষে কি একমাত্র জওহরলালই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ? রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের না'ম হতে পারত, মহাত্মা গান্ধীর নামে হতে পারত। তাদের নামে কেন হলনা ? ইন্দিরা গান্ধীর নামে ইন্দিরা আবাসন প্রকল্প জওহর যোজনা কিছু দিন পরে রাজীব যোজনা হবে। ভারতবর্ষের একটা পরিবারই সব যোজনার মালিক।

মি ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনিয়া) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য দিনেশচন্দ্র বাংখল যে জওহর রোজগার নিয়ে এখানে একটা আলোচনা উপস্থাপন করেছেন, আমরা সবাই একমত এইটা সময়োপযোগী হয়েছে এবং দারিদ্রতা দূরীকরণের পক্ষে এইটা একটা আশীর্বাদসূচক।

কাজেই মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তার সঙ্গে আমরা সবাই একমত। আজকে এই আলোচনায় অংশ নিতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের বর্ষীয়ান নেতা জওহর রোজগার যোজনা সম্পর্কে যেটা বলেছেন সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলবনা যে, উনি বুঝেন তা'র বুঝে শুনে কি করে এসব কথা বললেন আমি বুঝতে পারছি না। এই জওহর রোজগার যোজনাটা কি, এটার টাকা কোথায় যাবে সেটা উনি ভাল করেই জানেন। আর যে টাকাটা দেওয়া হয়েছে সেটা ১ম কিস্তির টাকা। আর যেটা বলা হয়েছে যে এতে করে অন্যান্য স্কীমের টাকা আসবেনা সেটা ঠিক

না। এস আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, সব কিছুর কাজই চলছে। ওনাদের সময়ে ওনারা প্রতি পঞ্চায়েতে মাত্র ৫০০ টাকার কাজ দিতেন। আমাদের বড় পাথরীতে আজকে ১টা গাঁও পঞ্চায়েতে ৭৪ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে আগে যেখানে মাত্র ৫০০ টাকা দেওয়া হত। আজকে রাজীব গান্ধী যেটা করছেন সেটা মিটিং করার জন্য নয়, মিছিল করার জন্য নয় গ্রামের মানুষের উন্নতির জন্যই করছেন এতে করে যাতে গ্রামের মানুষের মুখে হাসি ফুটে। তৎকালীন সময়ে তাদের এ. ডি. সি. মন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া কোন কাজ এ, ডি, সি, করতে পারত না। সে সময়েও আমরা দেখেছি ওনারা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন ভারতবর্ষের পঞ্চায়েতগুলিতে শতকরা ৮০ ভাগ লোক বাস করেন, কাজেই সেই ৮০ ভাগ মানুষের জন্য রাজীব গান্ধী যেসব কাজ করছেন সেগুলি তারা মানতে পারছেন না। আগে ডেভেলাপমেন্টের জন্য যে টাকা আগরতলায় আসত এখন সেটা সোজা জেলা স্তরে চলে যাবে। রাজীব গান্ধীর সিদ্ধান্তের ফলে এখন উন্নয়নের টাকা আগরতলায় না থেকে সোজা উদয়পুরে ও কৈলাসহরে চলে যাবে। তাতে করে ৫০ কিলোমিটার দূরে উদয়পুরে ও ১৭০ থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে কৈলাসহরে টাকা পৌঁছে যাবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই কাজটা যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে "ইনক্লাব-জিন্দাবাদ" বলার আর কোন লোক থাকবেনা বলে তারা এটা মানতে পারছেনা। আর তারা এমনিতেই যে-কোন জিনিষ একটু দেরীতে বুঝে এটা তাদের দীর্ঘ দিনের ইতিহাস। ওনারা নেতাজীকে বলতেন বিদেশী দালাল, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরকে বলতেন ধনীর মুখরোচক আর চীন যখন ভারত আক্রমণ করে তখন বলেছেন ভারত চীন আক্রমণ করেছে। ভারত যখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে তখন বলছে "হয়ে আজাদী জুটা হায়।" আমরা বিদ্রোহ করে আজাদী আনব। সেই কারণেই ওনারা বিদ্রোহ করে এখানে একবার আসেন, আরেকবার চলে যান। ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এ রাজ্যে মানবেন না বলেন কিন্তু যখন দেখেন ভারতের সব রাজ্যে মানছে তখন আবার বলেন যে, আমরাও এই ২০ দফা পালন করব।

এরপর আমরা দেখেছি কিছু দিন আগে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ঘোষণা দিলেন, আমরা জওহর রোজগার যোজনা চাইনা। এই জওহর রোজগার যোজনা এইটাতো রাজীব গান্ধীর মতবাদ প্রচার করা হবে। আর আজকে কি দেখি ? সেই জওহর রোজগার যোজনার ব্যাপারে জ্যোতিবাবু বলেছেন, আমরাও সেটা করতে চাই। কাজেই উনারা এইসব একটু দেরীতে বুঝেন। ৪০-৫০ বছর পরে বুঝেন তাতে আমাদের আপত্তি নেই। উনারা আজকে বুঝতে পারছেন না ভারতবর্ষে রাজীব গান্ধী কি করতে চাইছেন। জওহর রোজগার যোজনা, পঞ্চায়েতরাজ ও নগর পালিকা বিল রাজীব গান্ধীর এই সমস্ত সিদ্ধান্ত দেশের কতটুকু পরিবর্তন আনবে সেটা উনারা বুঝবেন ৪০ ৫০ বছর পর। তখন আমরা আবার দেখব উনারা একটা ষ্টেটমেন্ট করেছেন যে,

আমরা এইটা চাই, কারণ এইটার দ্বারা দেশের উন্নতি হয়েছে। উনাদের একটা দুঃখ থাকতে পারে কেননা উনারা একটা সময় বলেছিলেন যে, রাজীব গান্ধী ড্রাইভার। ভারতবর্ষের ৭০-৮০ কোটি লোকের জনপ্রতিনিধি উনার সম্পর্কে এই ধরনের বিরূপ মন্তব্য করে তারা বলেছিলেন তিনি একজন ড্রাইভার। কিন্তু আজকে উনারা টের পেয়েছেন যে, রাজীব গান্ধী কিসের ড্রাইভার. রাজীব গান্ধী গরুর গাড়ীর ড্রাইভার নয়। রাজীব গান্ধী ড্রাইবার জঙ্গী বিমানের, জেট বিমানের। হাজার হাজার মাইল দূরে গিয়ে ছোট লক্ষ্যবস্তুর উপর যেটা সুনির্দ্দিষ্ট আঘাত আনতে পারে—সেই গাড়ীর ড্রাইভার সারা ভারতবর্ষের তরনীর নায়ক আজকে সেই আঘাতটা উনাদের পিঞ্জরগুলি ভেঙ্গে দিয়েছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনাদের আজকে দুঃখ,—উনারা বলতেন যে, রাজীব গান্ধী দুন স্কুলের ছাত্র, অভিজাত ঘরের ছেলে—কি করে গরীবের কথা তিনি বলবেন, কি করে গরীবের কথা তিনি বলবেন? কি করে গরীবের কথা তিনি চিন্তা করবেন। কিন্তু বিগত দিনে রাজীব গান্ধী যখন গ্রামেগঞ্জে গিয়ে নিজের গাড়ী থামিয়ে হাল চাষ করেছেন, শ্রমিক এবং কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেছেন, বস্তিতে বস্তিতে ঘোরে যখন ৭০ বৎসর, ৮০ বৎসর বয়স্কা মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতেন তখন উনারা বলতেন রাজীব গান্ধী ভোট পাবার জন্যে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্য এইটা করেছেন। আর আজকে যখন রাজীব গান্ধীর হাত দিয়ে এই সব যোজনা বেরিয়ে যাচ্ছে এখন বলছেন, রাজনীতি করতে আমাদের মাথার চুল পেকে গেল, আমরা কিছুই করতে পারলাম না, আর রাজীবগান্ধীর মত বাচ্ছা ছেলে আমাদের সমস্তকে লেজেগোবরে শেষ করে দিল।

আজকে তাদের এই অবস্থা। এই সমস্ত দুঃখ উনাদের আছে। এই সমস্ত উনাদের সব সময় থাকবে। এইটা আমি, আপনি কেউ উনাদের বুঝাতে পারব না। কেননা উনারা আজকে হতাশা গ্রস্ত এখন উনারা চুপ করে আছেন- অথচ এক সময় আমরা দেখেছি উনারা মিছিল করে রাস্তার পিচ নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন আর শ্লোগান তুলেছিলেন সাম্রাজ্যবাদের দালাল বি, জে, পি দূর হঠো, সাম্রাজ্যবাদী হাত গোটাও। আর আজকে তারা সেই সাম্রাজ্যবাদীর দোষর, তাদের কোলে তুলে নিচ্ছেন। তাদের আজকে কারা কোলে তোলে নিচ্ছেন?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— কাজেই স্যার, এখানে মাননী সদস্য শ্রীদিনা চন্দ্র বাথাল যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন জানিয়ে আমি আশা করব মাননীয় বিরোধী সদস্যরাও এইটাতে একমত হবেন এবং এইটা যাতে অতি সত্বর রূপায়িত হয় সেইজন্য যথাপোযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (চণ্ডীপুর) :—মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ট্রেজারী বেঞ্চে যারা এই জওহর রোজগার যোজনার তারিফ করছেন তারা এই বিষয়বস্তুটি ঠিকমত বুঝতে পেরেছেন কি না এবং এই বুঝাটা গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষের কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত করে জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন কি না ?

ভারতবর্ষের কয়েকটা কাগজে সমীক্ষা বেরিয়েছে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার তার রিপোর্ট বেরিয়েছে। মহারাষ্ট্র, বিহার, উত্তর প্রদেশ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এই জওহর রোজগার যোজনায় গ্রামীণ কর্ম-সংস্থানের কি ব্যবস্থা হবে। কোন কোন রাজ্যে বলা হয়েছে বছরে সাতদিন থেকে আট দিন কাজ দেওয়া হবে। কোথাও আরও কম শুধু আমাদের এখানে হয়। মাননীয় বিরোধী দলনেতা আমাদের এখানে কি ভবে সেকথা বলেছেন। এদিকে যে আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা কর্মহীন মানুষ গ্রামাঞ্চলে আর, এল, ই, জি, পি ও এন, আর ই, পি স্কীমে কাজ বন্ধ করে এই যে, জওহর রোজগার যোজনা চালু করা হয়েছে তাতে গ্রামে সংকট বাড়ছে কিনা?

বিগত কয়েক মাস ত্রিপুরা রাজ্যে অনাহার মৃত্যু ছেলে বিক্রী শুরু হয়েছে। গত চার পাঁচ মাস ধরে সারা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ এবং খাদ্যের দাবীতে লড়াই করছেন, আন্দোলন করছেন। এখানে একটা সরকার আছে। কোথায় গেল টাকা? মার্চ মাসে বাজেট পাশ হলো। এই বছরের পরিকল্পনা খাতে যে টাকা, ১৬৭ কোটি টাকা, কোথায় আছে কাজ?

স্যার, আগে খোদাছড়া খাদ্য গুদাম লুট হলো কাঞ্চনপুরে লুট হলো। দামছড়াতে যে ঘটনা হলো, মাননীয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার যদি স্যন্দন পত্রিকার বক্তব্য ঠিক হয় তাহলে উনি বলেছেন, যারা দামছড়াতে এসেছিল তারা টি, ইউ, জে, এস, সমর্থক এবং মাঝ খানে কিছু সি, পি, এম, এর লোক এসে উস্কানি দিয়েছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কোথায় কি কাজ হচ্ছে? মানুষ শামুক খেয়েছেন। দৃষ্টি পড়ার আগে পর্যান্ত ছাওমনুর খালছড়া গোবিন্দবাড়ী, রাজধর, মালিধর এসব অঞ্চলে আমি দামছড়ার ঘটনার একমাসে আগে গিয়েছিলাম। সেখানে তিন-চার টাকা করে শামুক বিক্রি করা হচ্ছে। ছড়ার শামুক, শুকনোতে যে শামুক থাকে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) : —স্যার, কি সব বলা হচ্ছে? এগুলিতো আমরাও খাই। আমিও খাই। তবে অভাবে পড়ে নয়। ভাল লাগে বলেই খাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমি সেখানে দেখেছি যে খাদ্যের অভাবে মানুষ বনের আলু শেষ করে ফেলেছে। আর এখানে বসে মন্ত্রীরা আরাম করছেন। জওহর রোজগার যোজনায় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কি হচ্ছে? এক ছামনু এলাকায় ১৮ জন মানুষ না খেয়ে মরেছে। খালছড়াতে যাওয়ার সাহস আছে ট্রাইবেল মিনিষ্টারদের? জানি যাওয়ার সাহস নেই।

এখানে পি, ডব্লিও, ডি-এর কথা বলছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। কি কাজ হছে? একটি জায়গাতে মাটি পড়েনি,

একটি ব্রীজ মেরামতি হয়নি। কোন জায়গাতেই নয়। তাহলে কোথায় যাচ্ছে টাকা? দালান কাদের বাড়ীতে উঠছে? সরকারী টাকায়। জনগণের টাকায়। এম, এল, এ-দের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে। এটা কি আইনে আছে? মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি জানেন, ভাল করেই জানেন। আছে?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে উনি একটি ভাংগা ঘরে থাকতেন। কিন্তু এখন উনার বাড়ীতে একটি দালান উঠছে। কার টাকায় জিজ্ঞাসা করতে চাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমি চ্যালেঞ্জ রাখলাম। আমার বাড়ীর সামনে একটি দালান উঠছে, সত্যি কথা।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি দেখেই বলছি। আমিও চ্যালেঞ্জ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—যারা ভাড়া নিচ্ছেন তারা টাকা এড্‌ভান্স করে বাড়ী তৈরী করছেন। আমি চ্যালেঞ্জ করলাম এখানে সরকারের সব কটি এজেন্সি প্রয়োগ করে এক পয়সা করাপশান যদি বের করতে পারেন, আমি রিজাইন করব। চ্যালেঞ্জ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—আমিও চ্যালেঞ্জ করলাম।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—যাক্ স্যার, প্রসঙ্গ হচ্ছে ১৬৭ কোটি টাকা।

মিঃ স্পীকার :—নাউ হাউস ইজ এডজর্জন টিল টু পি, এম।

AFTER RECESS AT 2-00 P. M.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস (বাজনগর) :—মিঃ স্পীকার, স্যার, যে বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে সেটা হচ্ছে জওহর রোজগার যোজনা। এর জন্য সারা ত্রিপুরা রাজ্যে চার কোটি সাতাত্তর লক্ষ টাকা এই আর্থিক বছরের জন্য দেওয়া হয়েছিল। আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে যে তথ্য দিলেন তাতে আমরা দেখলাম যে লেবার কার্ডের সংখ্যা হচ্ছে দুই লক্ষ পয়ষট্টি হাজার। কিন্তু এটা আরও অনেক বেশী হবে এবং এটা তিন লক্ষ হবে। সুতরাং ৮,৭৭ কোটি টাকা থেকে মেটেরিয়াল্‌স্ ইত্যাদির জন্য টাকা বাদ দিলে তিন কোটির মত টাকা থাকে। তাহলে হিসাব করে দেখা যাবে সারা রাজ্যে ৭ থেকে সাড়ে সাত দিন কাজ হতে পারে। এই হচ্ছে জওহর রোজগার যোজনা। তার মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জন্য সারা বছরের বরাদ্দ হচ্ছে ২,১৮,৯৩ ০০০ টাকা। তার মধ্যে প্রথম কিস্তির টাকা হলো ৯৮,০৬ লক্ষ টাকা। সারা বছরে যদি সব টাকা পাওয়া যায় তাহলে ম্যানডেজ পড়বে ৬,৬৪ লাখ। আর লেবার কার্ড হোল্ডার হচ্ছে পশ্চিম ত্রিপুরাতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার এর বেশী। কাজেই সারা বছরে যদি ৬ ৬৪ লাখ ম্যানডেজ পড়ে তাহলে ৪ থেকে সাড়ে চার দিন কাজ হতে পারে। তারপর এই কাজটা করার জন্য বিশেষ করে আর, এল, ই, জি, পি, এবং এন, আর, ই, পি, স্কীমের পরিবর্তে এই কাজটা করা হচ্ছে। এর মধ্যে সোশ্যাল ফরেষ্ট্রির কাজও হচ্ছে, ৩৪ পারসেন্ট খরচ হচ্ছে কমিউনিটি অ্যাসেট। আর ১৬ পারসেন্ট হচ্ছে ইন্দিরা আবাসনের জন্য। তারপর ১৩ হাজার টাকা রাখা হয়েছে একটা ঘরের জন্য। কিন্তু কাঠের দাম যেভাবে বেড়েছে, এই টাকার ঘর হয় না। তাহলে বাস্তবে কাজটা হচ্ছে না। তারপর ফিফটি পারসেন্ট হচ্ছে

ম্যাটেরিয়াল কম্পোনেন্টস্। তাহলে সদরে যে কাজটা হয় সেটা আড়াই দিনের কাজ হয়। আমরা বামফ্রন্টের আমলে ৪০ থেকে ৪৫ দিনের কাজ করেছি।

তার মধ্যে আমাদের দাবী ছিল যে ১০ হাজার মেট্রিক টন চাউল ত্রিপুরাকে বেশী দেওয়া হউক যাতে করে অন্ততঃ কম করে মানুষকে ১০০ দিনের কাজ দেওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দাবী মত সেটা করা হল না। অন্যদিকে আজকে উনাদের আমলেই আমরা দেখছি যে ঐ দামছড়াতে মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে, রইস্যাবাড়ী, গঙ্গানগর ইত্যাদি আরও অনেক জায়গাতে মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। অথচ আমাদের দাবী ছিল যে বর্ষা আসার আগেই ঐসব এলাকায় যে সমস্ত খাদ্য গুদাম আছে, সেগুলিতে স্টক করা হউক। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে বেশী করে চাউল আনা যায়, তারজন্য আমরা এবং আমাদের এম, পিরা ঐ পার্লামেন্টে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু উনারা এই রাজ্যের মানুষকে মারার জন্য অন্য কৌশল অবলম্বন করে, কেন না তারা যে রাজনীতি করে, সেটা মানুষকে মারার জন্য, মানুষের রক্ত শোষণ করার জন্য, অন্যদিকে আমরা তাদের মত মানুষ মারার রাজনীতি করি না। আগে যে স্কীমটার নাম ছিল, এন, আর, ই, পি, অথবা এস, আর, ই, পি, এখন সেই নামটা পালটিয়ে রাখা হল জওহর রোজগার। কারণ কি ? না, এই বছরটা নাকি জওহরলাল নেহেরুর জন্ম শতবার্ষিকী পালন করা হবে, তাই এগুলির নাম পালটিয়ে রাখা হল জওহর রোজগার, ভাল কথা উনি আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, দেশের জন্য অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু উনি ছাড়া কি আর দেশে লোক ছিলেন না? সেই মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, আবুল কালাম আজাদ তাদের নামেই বা কেন রাখা হল না ? শুধু একজন মানুষের নামে কেন রাখা হল ? আমরা তো শুনেছি যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সুধীর বাবু নাকি এবার নেতাজী সুভাষ রিজিওন্যাল স্পোর্টস কাউন্সিলে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নিজের জন্ম দিন নিজেই পালন করেছেন। এভাবে হয়তো আর কয়েক দিন পরে দেখব ভারতবর্ষের এক একটা স্কীমের নাম হবে রাজীব প্রগতি, সুধীর প্রগতি এমন আরও অনেক, কারণ এসব কথা বলে সরকারী টাকা খরচ করতে হবে। তাই আমরা লক্ষ্য করছি যে আজকে এই জওহর যোজনা নাম দিয়ে সব কিছু করা হচ্ছে। যা হউক এই যোজনার মধ্যেও যাতে গ্রামের মানুষ বছরে অন্ততঃ কমপক্ষে ১০০ দিনের কাজ পেতে পারে, তার ব্যবস্থা যদি থাকতো তাহলে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। আগে আমাদের আমলে এন, আর, ই, পি অথবা এস, আর, ই, পিতে গ্রামের মানুষগুলিকে কম করেও সপ্তাহে ২/৩ দিনের কাজ দেওয়া যেত, এখন সেটাও দেওয়া হচ্ছে না, যদিও নাম দেওয়া হয়েছে জওহর রোজগার যোজনা। কাজেই মনে হয়, এর মাধ্যমেও কোন কাজের কাজ কিছু হবে না, যা কিছু হবে শুধু বান্দি টাকাটার আত্মসাত করা, আর এজন্যই আমি এটার বিরোধিতা করছি। তবে সারা বছর ধরে গ্রামের দুঃস্থ মানুষগুলি যাতে কাজ পেতে পারে, তার আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, শ্রীরতনলাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য ডি, সি, রাংখল 'রাজ্যে জওহর রোজগার যোজনা রূপায়ণ প্রকল্পে'র উপর আলোচনার যে সূত্রপাত করেছেন, তা খুবই সময়োপযোগী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও আমরা অত্যন্ত ধৈর্য্য ও মনোযোগ সহকারে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্য শুনছি, এবং বিরোধী দল নেতার বক্তব্য শুনেছি তাতে বলতে পারি, এই বক্তব্যের মধ্যে মিল রয়েছে, মাঠে—ময়দানে তাঁরা যে ধরণের কারসাজির আশ্রয় নিয়ে বক্তৃতা করেন তার সঙ্গে। একই সুর আমরা এইখানেও শুনতে পেয়েছি জওহর রোজগার যোজনার আলোচনার উপরে। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি গ্রামে গঞ্জে বাইরে যে বক্তৃতা দিচ্ছে, এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, এর কাজ বন্ধ হয়ে গেছে তা এখানেও বলছেন। মুশকিল হচ্ছে, আজকের বিরোধী আসনে যারা বসে আছেন, তাঁরা একদিন একাদিক্রমে ১০ বছর শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। তখনও তাঁরা নিজেদের চিন্তার বাইরে কিছু বুঝতে পারেন নি, আজ ও নিজস্ব চিন্তা ধারার বাইরে কিছু দেখতে পান না, শুনতে পান না। সেই চিন্তা ধারা নিয়েই এখানে আলোচনা করছেন। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এখানে ছোট ছোট ২/৩টি ঘটনার কথা বলছি, যারা একদিন খুব দাপটি মন্ত্রী হিসাবে খ্যাত ছিলেন, তাঁরা আজ কিছু করছেন। এখানে মাননীয় বিরোধী সদস্য, খালছড়া, গোবিন্দবাড়ীর কথা বলেছেন। অত্যন্ত দুঃখের সাঙ্গে বলতে হয়, এই এ্যাসেম্বলীর একটি কমিটি আছে, এষ্টিমেট কমিটি। এই কমিটি আজ থেকে ২/৩ মাস আগে, যার চেয়ারম্যান রয়েছেন সরকারী চীফ হুইপ, শ্রদ্ধেয় রসিকলাল রায়। এই কমিটির মিটিংয়ে ঠিক করা হয়, বর্ডার এলাকার রেশন সপ, এ, ডি, সি, এলাকার রেশন সপ, এবং দুর্গম অঞ্চলের রেশন সপ পরিদর্শনে যাবে। দুর্গম অঞ্চল বলে খ্যাত ছামনু রেশনিং বিপর্যয়ের কথা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির দলীয় কাগজে প্রায়ই বের হয়। সেখানে নাকি মানুষ না খেয়ে মরছে। তা দেখার জন্য উনাদের নিয়ে ভিজিট করার কথা ছিল। দেখা হবে, রেশনে কারচুপি হচ্ছে কিনা, সেখানকার লোকরা ঠিকমত রেশন পাচ্ছেন কিনা, ডিলাররা কারচুপি করছেন কিনা, সেন্ট্রাল গো-ডাউন কিংবা ধর্মনগর গো-ডাউন থেকে এলাকার গো-ডাউনে ঠিকমত মাল যাচ্ছে কিনা। কিন্তু দেখেছি, বিরোধী সদস্যরা হঠাৎ করে বললেন, আমরা কমিটির সাথে চা খেতেও রাজী নই। কী অন্যায় ? এই হচ্ছে বিরোধীদের ভূমিকা।

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :— ছি। ছি। কি লজ্জা)

শ্রীসমর চৌধুরী :— (ধনপুর) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, স্যার, রুলস্ রয়েছে। মাননীয় সদস্য যে ভাবে এখানে বলছেন, তা বলা যায় না। এষ্টিমেটস্ কমিটির রিপোর্ট হয়েছে, সেখানেই দেখা যাবে কী ভাবে কী হয়েছে। এখনও রিপোর্ট হাউসে প্লেস্ হয় নি। কাজেই এই

ভাবে এখানে তা বলা যায় না। এটা রুলস্ নয়।

শ্রীরতনলাল ঘোষ ঃ— এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। আমাকে বলতে দিন। বার বার এই ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এটা একটা বিরাট কনসপিরেসি। আমার মনে হয়, এই জওহর রোজগার যোজনা প্রকল্পের আরো বেশী করে বিরোধিতা করতে হবে বলেই, তাঁরা সেখান থেকে পদত্যাগ করেছেন। সেটা আজকের আলোচনার বিষয় নয়, পরে হবে। কাজেই আমিও এ ব্যাপারে কিছু বলছি না। তবে উনাদের বলতে চাই, চীনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ভারতবর্ষের কোথাও কি দেখেছেন, হাজার হাজার ছাত্রদের ক্রেন দিয়ে মারতে ?

(ভয়েসেস্ ফ্রম বিরোধী বেঞ্চ :— এত আমেরিকার কথা।)

আমি বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে অনুরোধ করছি, নিজেদের শ্রদ্ধা হারাবেন না। একটু আগে শ্লোগানের সুর শুনা গেছে,

"আসিতেছে, আসিতেছে, জহওর যোজনা"।

আমি সেই সঙ্গে আর একটি শ্লোগান দিচ্ছি গঞ্জে শোনা যায় সেটি হচ্ছে,

"পালাইতেছে, পালাইতেছ, সি, পি, আই, (এম)"।

সন্ত্রাস দিয়ে চিরকাল ধরে রাখা যায় না একদিকে ভারতবর্ষে এখন কুমীরের লেজের মধ্যে হাঙ্গর, না হাঙ্গরের লেজের মধ্যে কুমীর কামড় দিয়ে সেটা আমরা দেখছি আপনারা কখনও বি, জে, পির লেজে ঝুলছেন, কখনও এন, টি, রামা, রাও-এর পদ সেবা করছেন, কখনও দেবীলালের সঙ্গে হাত মিলাতে চেষ্টা করছেন। কিসের জন্য পাগলের প্রলাপ বকছেন, কেন ? জওহর যোজনা কর্মসূচী, আশ্চর্য্যের বিষয় ? নকুলবাবুকে জিজ্ঞাসা করছি সোভিয়েত ইউনিয়নের নাম কেন সোভিয়েত ইউনিয়ন হলো, এটার কি উত্তর দেওয়া হয় ? ভারতবর্ষের মহাত্মা গান্ধীর নামে অনেক কিছু রয়েছে, ভারতবর্ষে নেতাজ সুভাষ চন্দ্র বসুর নামে অনেক কিছু রয়েছে, যাদেরকে আপনারা বিশ্বাসঘাতকের খাতায় নাম লিখিয়ে দিয়েছেন। সেই কলঙ্কের ইতিহাস মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাসে রয়েছে।

গণ্ডগোল

বুঝাতে পারবেন না, চেষ্টা করলেও বুঝাতে পারবেন না, গ্রহণ করবেন না। আজকে জওহরলাল নেহেরু নব ভারতবর্ষের রূপকার বুঝাতে চেষ্টা করুন, বলতে চেষ্টা করুন। তার পাশাপাশি দেখছি মাননীয় সদস্য বিমলবাবুর পকেটে "ডেইলি দেশের কথা", ছাড়া দৈনিক সংবাদ, ত্রিপুরা দর্পণ, সেগুলি বিগত ১০ বছর মাননীয় প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী জুতার সুকতলী, বুর্জুয়াদের পেপার ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করেছেন। তাতে আমরা খুব খুশী হয়েছি অন্ততঃ এইটুকু শিক্ষা যে আপনাদের হয়েছে, স্বাধীন দেশের প্রতি সম্মান দেখানোর বোধ যে আপনাদের জন্মেছে সেজন্য আমরা খুশী। মাননীয় স্পীকার স্যার, যে বিভ্রান্তি এখানে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছেন, যে প্রচার করেছেন যা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন এর প্রগতির পথ রুদ্ধ হতে পারে সেই সুরটা আমরা এখানে লক্ষ্য করছি মাননীয় বিরোধী দলের নেতা থেকে শুরু করে মাননীয় সদস্য নকুলবাবু একই সুরে জওহর যোজনার বিরোধিতা করছেন। আপনারা ভুলে যাবেন না জওহর রোজগার যোজনা রয়েছে এবং তার পাশাপাশি অন্যান্য স্কীমগুলি পুরোদমে রয়েছে। পশ্চিম

বাংলায় এবং কেরালায় বলেছেন আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করবেন না। মাননীয় সদস্য দীপক বাবু বলেছেন এক সময়ে আপনারা বলেছিলেন ২০ দফা রূপায়ন করবেন না, কিন্তু ইনডাইরেক্টলি ২০ দফার নামে আপনারা রূপায়ন করেছেন এস, আর, ই, পি, কারণ মুস্কিল হয়েছে কি জল ঘোলা করে খাওয়ার চেয়ে স্বাভাবিক ভাবে সুন্দর প্রকল্পকে সমর্থন করা উচিত। আপনাদের জেহাদ আমাদের বিরোধী দলনেতা বলেছেন একটা পরিবারের নামেই সব হবে নাকি? তাদের সেক্রিফাইস নেই? তাদের পরিবার থেকে মাননীয়া প্রয়াতা প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষের সংহতিকে রক্ষা করার জন্য গুলি খেয়ে নিহত হয়েছেন। লজ্জা হয় না সেই পরিবারের নামে কটূক্তি করতে? বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে পিছন থেকে ছুরি মেরে, এখন গণতন্ত্রের পিছন থেকে ছুরি মারছেন পদত্যাগ করবেন না অনুগ্রহ করে, কারণ আমরা জানি পার্লামেন্ট থেকে অজয়বাবু এবং রাজুবন বাবু পদত্যাগ করে চলে এসেছেন, এখন মহাজনদের পথ আপনারা ধরেন কিনা সেটাই দেখার বিষয়। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না, শুধু এইটুকু বলবো মাননীয় সদস্যদের সুমতি হোক, সমালোচনা করুন তবে যে কথা আপনারা বলছেন খালছড়া গোবিন্দবাড়ী গত ১০ বছর কোন রাস্তা হয়নি। এই প্রশ্ন জনগণের জাগবে না। আজকে যদি সেখানে খাদ্যাভাব হয়ে থাকে তার মূল কারণ কি কমিউনিকেশ্যান? আমাদের সরকার আসার পর গ্রীফের সহিত সহযোগিতা করে আজকে রাস্তা তৈরীর চেষ্টা হচ্ছে এবং হয়ে যাবে। একটা অরাজকতার রাজত্ব তৈরী করছে বিরোধীরা। দেশকে যারা ভালবাসে তাদের স্বভাব এটা নয় কংগ্রেসের স্বভাব সেটা নয়।

আপনারা ডিভাইড এণ্ড রুল পলিসি সেটা এখনও মেনে চলেন, এখন আর এতে কাজ হয়না। আপনারা বি, জে, পির সাথে হ্যাণ্ডশেইক করছেন, আপনারা হাঙর, আপনারা হচ্ছেন কুমীর, খেয়ে ফেলবে, গিলে ফেলবে। আমনারা তাদের সমালোচনা করেছিলেন। আজকে জহর রোজগার যোজনা থেকে ভেগে যাচ্ছেন, আমার একটা ধারনা ছিল আজকেও আপনারা ভেগে যান কিনা। কারণ প্রথম বেলায় দেখেছি দৈনিক সংবাদ, "ত্রিপুরা দর্পণ" এনে দেখাচ্ছেন। "দৈনিক" সংবাদ", "ত্রিপুরা দর্পণ" কি লিখেছে সেটা বিজনেস্ অ্যাডভাইসারী কমিটিতে আসেনা, জনগণকে গিয়ে বলবেন, এখানে মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন না বলেছেন তা রিপোর্টে পাওয়া যাবে। স্যার, জওহর রোজগার যোজনা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের উন্নতি হবে, প্রগতি হবে, আর সি, পি, এম যে ভাগছে সেটা লক্ষ্য করবেন।

মিঃ স্পীকার : — আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— যাই হোক মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল যে প্রস্তাব এনেছেন, এইটার সাফল্য কামনা করে, বিরোধী সদস্য যারা রয়েছে তাদের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার : অনারেবল মেম্বার খগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অনারেবল মেম্বার দিবাচন্দ্র প্রস্তাব এনেছেন জওহর রোজগার যোজনা আলোচনার নামে আমি সেটাকে তীব্র বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমরা জওহর রোজগার যোজনার কথা অনেকদিন আগে থেকেই

শুনেছি এবং রাজীব গান্ধী নির্বাচনের আগে যেভাবে ঢাক ঢোল পিটিয়ে জওহর রোজগার যোজনা নামে পিটুচ্ছেন, আমার মনে হয় নির্বাচনের আর একটু আগে করলে ভাল হত। আজকে যদি আমরা এক নজরে লক্ষ্য করি তাহলে দেখি সারা ভারতবর্ষে জওহর রোজগার যোজনার নামে ২১০০ টাকা ধরা হয়েছে, তার মধ্যে আমরা পেলাম ৪ কোটি ৮১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তার মানে আমরা যদি গড় পড়তাভাবে চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই তাহলে আমাদের পৌনে দশ-দিনের মত পড়বে সবকিছু বাদ দিয়ে। আর আমাদের ত্রিপুরা সমাজসেবী সংস্থারা যেভাবে লুট করে তাতে আমাদের পৌনে দশদিনের মধ্যে ভাগ্যে কত জুটবে, ত্রিপুরাবাসীর ভাগ্যে কি জুটবে আজকে তা এই ১৮ মাসের রাজত্বে পরিস্কার হয়ে গেছে। আজকে যেকোন যোজনাই বলুন সবই পকেট রোজগারের পথ হয়। আসলে জওহর রোজগার যোজনা মানে পকেট রোজগার যোজনা বলে আমরা ধরে নিতে পারি। আমরা জানি রাজীব গান্ধী এই জওহর রোজগার যোজনা নিয়ে বলেছিলেন এই যোজনার মধ্যমে আমরা ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১০০ দিনের কাজ দিতে পারব। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখি? বাস্তবে দেখা যায় ত্রিপুরা রাজ্যে এন, আর, ই, পি, আর, এল, ই, জি, পি, আই, আর, ডি, পির জন্য প্রায় ১০ কোটি থেকে ১২ কোটি টাকা রাজ্যে টাকা আসত, কিন্তু রাজীব গান্ধী জওহর রোজগার যোজনার নামে ৪ কোটি ৮১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এখন কোন্‌টা বেশী? আপনারা ত খুশীতে চিৎকার করছেন, আসলে কিছুই না। আগে রাজ্যে বাজেটে অনেক বেশী টাকা আসত। আমরা অনেক বেশী টাকা পেতাম রাজ্যে আমরা আর, এল, ই, জি, পি, এন, আর, ই, পি ১০ থেকে ১২ কোটি পেতাম রাজ্যে। আমরা এখন কি পেলাম? তাই আমি বলতে চাই জওহর রোজগার যোজনার নামে আমাদের গরীব মানুষদের আরও ভাতে মারা, পেটে মারার ব্যবস্থা করা হয়েছে, এছাড়া আর কিছুই না। জওহর রোজগার যোজনার নামে এখন ডি, এম-এর হাতে টাকা দেওয়া হচ্ছে। ডি, এম-এর হাতে টাকা দেওয়া মানে রাজীবের হাতে টাকা দেওয়া। এইটা গণতন্ত্রবিরোধী আমরা বলতে চাই। রাজ্যের সমস্ত অধিকার খর্ব করে দিচ্ছে। সব দিয়ে দিন রাজীবকে। কিছুই ক্ষমতা রাখবে না ত্রিপুরার জন্য। সব ক্ষমতা ডি, এম-এর হাতে দিয়ে দিন। আপনারা ত সমাজসেবা করবেন। সমস্ত অধিকার খর্ব করে জোট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সমস্ত বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

আপনারা সমাজ সেবা করবেন ভাল কথা কিন্তু উনি সমস্ত অধিকার খর্ব করে কেন্দ্রের হাতে নিয়ে নেবেন এটা কেমন কথা। এসব আমাদের গ্রামের জনগণের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আগে যেখানে এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, আর, এল, ই, জি, পি, প্রভৃতি ছিল এখন সেগুলি উঠে যাচ্ছে, এতে আমরা শুনছি ৪০ হাজার কর্মচারী নাকি দিল্লি বোট ক্লাবে গিয়ে ধর্ণা

দিচ্ছে, তারা নাকি চাকুরী থেকে ছাটাই হয়ে যাবে। এতে প্রায় ২ লক্ষ মানুষের পেটে লাথি মারার যোজনা বলাই ঠিক হবে। নর্থ-ইস্টার্ণ রাজ্যগুলির মধ্যে আমরা আগে বেশী টাকা পেতাম কিন্তু এখন এত কম কেন ? আজকে সারা রাজ্যের মধ্যে নানা জায়গায় লোক না খেয়ে মারা যাচ্ছে আর সেখানে গ্রামের মাতাব্বররা মানুষকে বলছে একটু অপেক্ষা কর জওহর রোজগারের টাকা আসুক সব ঠিক হয়ে যাবে, এই ত জওহর রোজগার যোজনার কাজ এই করে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজীব গান্ধী গরীব মারার পরিকল্পনা নিয়েছে। আমরা এটা তীব্র বিরোধিতা করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় মন্ত্রী বীরজিৎ সিনহা।

শ্রীবীরজিৎ সিন্হা (মন্ত্রী) : — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত জওহর রোজগার যোজনা সম্পর্কিত আলোচনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি কিছু বলতে চাই। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী আমাদের দেশের আপামর গরীব মানুষ, তফসিল সম্প্রদায়, উপজাতি তফসিল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য জওহর রোজগার যোজনা ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে উনি গরীব মানুষের মনে আশা-আকাঙ্খার সঞ্চার করেছেন। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর নামে ঘোষণা করার ওনারা আজকে বিস্মিত। যিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সব ত্যাগ করবেন। উনার পরিবারের আগের কথা শুধু ভারতবর্ষ নয় সমস্ত পৃথিবীর লোক জানেন। অথচ সেই নেতার নামে যেখানে একটি প্রকল্প গরীব মানুষের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে সেটাকে সমর্থন না করে উনারা এইটার বিরোধিতা করছেন। কাজেই ওদের চরিত্র সম্পর্কে সারা ভারতবর্ষের মানুষের অজানা নয়। আমরা অনেকে ভাবতাম যে, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক একটা দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের একটা চরিত্র আছে। কিন্তু এখন আমরা তাদের এই কার্যকলাপে দেখলাম তাদের সেই চরিত্র নাই। কারণ আমরা দেখলাম দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন, টি, রামারাও তিনি আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী। তিনি জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসী নন তিনি রাতের বেলা অর্দ্ধনারী হয়ে ঠোঁটে লিপিস্টিক দিয়ে, পায়ে আলতা দিয়ে ব্লাউজ পরে থাকেন। আর উনারই নেতৃত্বে উনারই নির্দেশে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির এম, পিরা লোকসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। কাজেই এখানে প্রমাণ হয়ে গেছে যারা জাতীয় স্তরের নেতা যিনি সবচেয়ে বেশী ত্যাগ করেছেন তার নামে এই রোজগার যোজনাকে সমর্থন না করে তথাকথিত অর্দ্ধনারী যাকে বলা হয় তাকে তারা জাতীয় নেতা বানাতে চাইছেন কাজেই এই প্রসঙ্গে আজকে বলতে চাই যে, উনারা আজকে অনেক লম্বা চওড়া কথা বলে গেছেন কিন্তু এই জওহর যোজনা সম্পর্কে উনারা আমার মনে হয় ভাল করে পড়েন নাই এবং এই সম্পর্কে উনাদের অভিজ্ঞতা কম রয়েছে।

আমি বলতে চাই যে, ১৯৮৮-৮৯ ইং পর্য্যন্ত গ্রামে কর্মসংস্থান, শ্রমিকদের কর্মসংস্থান এবং ভূমিহীনদের কর্মসংস্থান, এর জন্য যে প্রকল্প ছিল সেই এস, আর, ই, পি, এবং আর, এল, ই, জি, পি, এবং এস, আর, ই, পি, ইত্যাদি এক কাটা করে জওহর যোজনা রোজগার স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে কিভাবে এর কাজ করা হবে, কিভাবে শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হবে, কিভাবে দেশের সম্পদ সৃষ্টি করা হবে এই সমস্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে গরীব মেহনতী যারা সমাজের দলিত তাদের জন্য ৩০ শতাংশ সংস্থান করা হয়েছে এই টাকার মধ্যে থেকে। এরমধ্যে আবার রয়েছে ইন্দিরা আবাসন যোজনা নামে আরেকটি যোজনা। তারমধ্যে পয়ঃপ্রনালী করা হবে, গরীব লোকদের জন্য, তপশিল লোকদের জন্য, আদিবাসী লোকদের জন্য গৃহ নির্মান করা সম্ভব হবে এই প্রকল্পে। এইগুলি উনারা সমর্থন করতে পারছেন না এই প্রকল্পের শতকরা ৮০ ভাগ কেন্দ্রিয় সরকার দেবেন এবং ২০ ভাগ দেবেন রাজ্য সরকার। তার মধ্যে ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরে এই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ আমরা পেয়েছি ৪,৭৮,৫০,০০০ টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্রিয় সরকার দিয়েছেন ৩,৮২,৮০,০০০ টাকা এবং রাজ্য সরকার দিয়েছেন ৯৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এই বরাদ্দকৃত অর্থের দ্বারা ১৬ লক্ষ ২৩ হাজার শ্রম দিবস সৃষ্টি করা হবে। আর উনারা বলেছেন যে, এস, আর, ই, পি, এবং আর, এল, ই, জি, পি, এর সময় নাকি অনেক বেশী শ্রম দিবস সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু না, বেশী শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়নি। কারণ আমি তথ্য দিতে পারি যে বিগত দিনে ১৯৮৮-৮৯ এর তিন মাসের হিসাব দিতে পারি। তখন ৫৯,৫০০ শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছিল এন, আর, ই, পি,-তে এবং আর, এল, ই, জি, পি,-তে সৃষ্টি হয়েছিল ৩৮ ২০০ শ্রম দিবস। অর্থাৎ ৯৭,৭০০ শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছিল। আর এখন এই জওহর রোজগার যোজনাতে যে টাকা আমরা পেয়েছি তা দিয়ে শ্রম দিবস সৃষ্টি হবে ৪ লক্ষ ৫ হাজার। অর্থাৎ এই শ্রম দিবস সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা অনেক বেশী করতে পারি এবং এর সাথে সাথে সম্পদও সৃষ্টি হচ্ছে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রিয় সরকার থেকে নির্দেশিকা রয়েছে কাদের জন্য এই শ্রম দিবস সৃষ্টি করা হবে। সেই হিসেবে শ্রমিকদের তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে গরীব, বেশী গরীব, বেশী বেশী গরীব। আগে কাজ পাবে যারা বেশী, বেশী গরীব। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা দেখছি সে ধনীই হোক, গরীবই হোক কাজ করুক বা না করুক, তাতে কোন বাঁধা নেই। মিছিলে গেলে পরেই তাদের ম্যানডেজ দেওয়া হত। যার কারণে আমাদের সম্পদ সৃষ্টি হয়নি। গত ১০ বছরে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন স্তব্দ হয়ে গিয়েছিল।

গত ১০টি বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন সম্পদ সৃষ্টি হয় নাই। আমরা সরকারে এসে গ্রামীণ বিকাশের জন্য কাজে হাত দিয়েছি। ১৯৮৯-৯০ সালে বরাদ্দকৃত চাউল, এর সাথে আমরা চাউল পাচ্ছি কেন্দ্র থেকে। তার মধ্যে চাউল পাচ্ছি ২ হাজার ১ শত ৭৬ কোটি মেট্রিক টন। এখন পর্যন্ত আমাদের হাতে চাউল এসেছে ১ হাজার ৮৮ মেট্রিক টন। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কিছু কিছু কাজ করা হবে। এব্যাপারে কেন্দ্র থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া গেছে।

প্রশাসনিক ব্যয় ধরা হয়েছে শতকরা ৫ ভাগ। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে শতকরা ১০ ভাগ। ইন্দিরা বিকাশ প্রকল্পে ধরা হয়েছে শতকরা ৬ ভাগ। যার ফলে আমরা ২০৩টি গৃহ তৈরী করতে পারি। বাকী অর্থের শতকরা ৩৫ ভাগ অর্থ দিয়ে সম্পদ সৃষ্টি করব। সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি করতে খরচা হবে শতকরা ২৫ ভাগ। তপশীল জাতি এবং তপশীল উপজাতিদের জন্য, যারা দরীদ্র সীমার নীচে বসবাস করেন তাদের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে

শতকরা ১৫ ভাগ। রাস্তা দালান ইত্যাদি তৈরী করার জন্য শতকরা ১৫ ভাগ খরচা করা হবে।

কিন্তু আজকে এই বিরোধিরা এই জওহর রোজগার যোজনার বিরোধিতা করেছেন দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। কারণ তারা মুখে সব সময় গরীবের কথা বলেন, শ্রমিকদের কথা বলেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যেখানে শ্রমিকদের উন্নয়নে কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে প্রশাসনিক বৈষম্য দূর করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তখনও তারা এটা বিরোধিতা করেছেন। এখানে সেন্ট্রালের একটা এজেন্সি আছে, সেটা হলো ডি, আর, ডি, এ। সেই ডি,আর, ডি, এ-এর চেয়ারম্যানকে সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে। আগে এস, আর, ই, পি,-এন, আর, ই, পি আর, এল, জি, পির টাকা সরাসরি রাজ্য সরকারের হাতে দেওয়া হইত। ফলে রাজ্য সরকারের মন্ত্রীরা বৈষম্য দেখাতেন, আমলারা বৈষম্য দেখাতেন। প্রশাসনিকভাবে কোন কোন ব্লকে কম অর্থ বরাদ্দ করা হইত। আবার কোন অংশে বেশী বরাদ্দ করা হইত। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ভারতবর্ষের কোণায় কোণায় ঘুরেছেন। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, পশ্চিমবাংলা প্রভৃতি রাজ্যে গিয়েছিলেন। সেখানকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তিনি গিয়েছিলেন। উনি সেখানকার লোকদের সঙ্গে কথা বলে একটা জিনিষ উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, অন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকটি জেলাতে যেখানে কংগ্রেস (আই) দলের প্রাধান্য সেখানে একটি পয়সা এই সমস্ত খাতে ব্যয় করা হয় নাই। সেই টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আসত। এস, আর, ই, পি, — আর এল জি, পি, এই সমস্ত খাতে টাকা কেন্দ্র থেকে আসত। সেই টাকা কার জন্য বরাদ্ধ করা হয়েছিল ? শ্রমিকের স্বার্থে, গরীব অংশের জনগণের স্বার্থে এই সমস্ত টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছিল। এখন প্রশাসনিক বৈষম্য দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সেই টাকা এখন সরাসরি ডি, এম-এর কাছে দিচ্ছেন। কারণ আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যেন এই টাকা ব্যয় করা হয়। আজকে প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি একজন গরীবের জন্য এক টাকা ব্যয় করেন তাহলে সেই গরীবের কাছে ১৫ পয়সাও গিয়ে পৌঁছায় না। সেটাকে দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি জেলাস্তরে সেই টাকা দিচ্ছেন। পঞ্চায়েত ভিত্তিক এই অর্থ বরাদ্ধ করা হচ্ছে। একটি সুনির্দিষ্ট নীতির মাধ্যমে অর্থ বন্টন করা হচ্ছে। সেখানে মন্ত্রী-আমলাদের বৈষম্য করার কোন সুযোগ নাই। এটা দেখে বিরোধীরা সন্ত্রস্ত হয়েছেন। আমি বলতে পারি যে জওহর রোজগার যোজনা ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের, পিছিয়ে পড়া মহিলা, পিছিয়ে পড়া তফশীল জাতি এবং উপজাতিদের আশা-আকাংখা রূপায়ণ সহজ হবে। এটা রূপায়ণের মাধ্যমে গ্রামের গরীব মানুষের কর্মসংস্থান এবং সম্পদ সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে।

আপনাদের আমলে কি হয়েছে আমরা বলতে পারি। এই এস, আর, ই, পি-এন, আর, ই, পি, — আর, এল, জি, পি নিয়ে আপনারা কি করেছেন ? কোন সম্পদ সৃষ্টি করেছেন আপনারা ?

এই টাকা দিয়ে আমরা গরীবের জন্য কাজ করছি, মডেল ভিলেজ করছি এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আনন্দের জোয়ার বয়ে গেছে গ্রামেগঞ্জে। আমরা বলতে পারি আমরা সরকারে এসে গরীব মানুষের যাতে বাঁচার মত সংস্থান হয় সেই ব্যবস্থা

করছি। এক লক্ষ আঠার হাজার মানুষের হাতে আমরা ঋণমেলা পৌছে দিয়েছি। আই, আর, ডি, পি, কার জন্য করা হয়? যারা গরীব মানুষ তাদের জন্য আই, আর, ডি, পি,। আর আপনারা দশ বছরে কি করেছেন? আপনারা দশ বছরে করেননি আমরা এক বছরে তা করেছি এবং ৪১ হাজারের উপর আমরা আই, আর, ডি, পি, দিয়েছি এবং ভারতবর্ষে আমরা রেকর্ড সৃষ্টি করেছি। আপনারা গরীবের কথা বলেন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি রাজ্য সরকারকে কিসের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য টাকা দিয়ে থাকে? যে রাজ্যে বেশী গরীবের বাস, সেই গরীবের সংখ্যার ভিত্তিতেই কেন্দ্র টাকা বরাদ্দ করে থাকে। আপনারা ভুল তথ্য দিয়েছেন কেন্দ্রকে। মাত্র ২৩ শতাংশ লোক ত্রিপুরায় দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে, এই তথ্য দিয়েছেন আপনারা কেন্দ্রকে। আর বাইরে গিয়ে বলেন যে আমরা ত্রিপুরাতে গরীবদের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছি। যেহেতু কেন্দ্রের কাছে গরীবের সংখ্যা আপনারা কম দেখিয়েছেন সেজন্য আমরা কম পাচ্ছি কেন্দ্রীয় বরাদ্দ এবং প্রধান মন্ত্রীও বলেছেন যে এরা আমাকে ভুল তথ্য দিয়েছিল। সুতরাং গরীব মানুষের সঙ্গে আপনারা বেইমানী করেছেন। এ, ডি, সি-এর মাধ্যমে যে টাকা আমরা এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, এবং গ্রামীণ জল সরবরাহের জন্য যে টাকা দিই সেই কম্যুনিষ্ট শাসিত এ, ডি, সি, সময় মত টাকাটা গরীব মানুষের জন্য খরচ করছে না। সেটা কেন বলেন না? যে টাকাটা আমরা গরীব মানুষের উন্নয়নের জন্য দিচ্ছি সেটা কেন তাদের সময় মত তাদের দিচ্ছেন না? এটা কি ট্রাইবেল দরদের নমুনা? আজকে বলছেন অমুকের ছেলে বিক্রী করেছে। এটা ডাহা মিথ্যা। বেশী দিন এইভাবে ভাওতা দিতে পারবেন না লোককে।

জওহর রোজগার যোজনা ত্রিপুরা তো বটেই, ভারতবর্ষের সব গরীব মানুষের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে। আমাদের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা প্রথমে সব কিছুর বিরুদ্ধেই চীৎকার করেন, পরে তারা সেটা সমর্থন করেন এবং আমি জানি এটাও তারা পরে সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ৩০শে আগষ্ট বুধবার, ১৯৮৯ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রহিল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. :— 26

Name of Member :— Shri Gouri Sankar Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। জওহর রোজগার যোজনা রূপায়ণের জন্য মোট কত টাকা কেন্দ্র থেকে দেওয়া হয়েছে,

২। এতে মোট কত টাকা শ্রম দিবস সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

Name of Minister—Shri Birajit Sinha

১। মোট ৪৭৮'৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

২। এতে মোট ১৬'২৩ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. :— 35

Name of the Member :— Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মুশলিম জনগণের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার স্বার্থে ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ড পুনর্গঠিত হয়েছে কিনা ?

উত্তর

Minister-inrcharge of the Revenue Department .— Revenue Minister

১। হ্যাঁ, মহাশয়

Admitted Starred Question No. :— 39

Name of the member :— Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের পুনর্জরীপের কাজ কবে পর্যান্ত শেষ হবে ; এবং

২। কৃষকরা তাদের জমিনের পরচা, পাট্টা কবে নাগাদ পাইবেন বলে আশা করা যায় ;

৩। নদী বা ছড়ার ভাঙ্গনের ফলে যে সমস্ত জোতের জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় এবং নদী বা ছড়ার ঠিক অপর পাড়ে চর পরে পুনর্জরীপের সময় নতুন চর পড়া ঐ জমির মালিকানা স্বত্ব সমর্পণে কি নিয়মনীতি নির্দ্ধারন করেছেন তার বিবরণ ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Department :— Revenue Minister

১। ১৯৯৪-৯৫ইং সনের মধ্যে পুনর্জরীপের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

২। পরচা দেওয়া হইতেছে। তবে জমির পাশ বই দেওয়ার যে আইন আছে তাহা সংশোধনের

বিষয় বিবেচনাধীন আছে। ৮ম পরিকল্পনা কালে পাশ বই দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়।

৩। নদীগর্ভে বিলিন হওয়া জমি ও চর ভূমির উপর জোতদারের স্বত্ব কি হবে তাহা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১৭ ও ১৮ ধারায় বিধান করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. :— 43

Name of the Member :— Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ৭ই জুন, ১৯৮৯ ইং পানিসাগর ব্লকের প্রত্যেকরায় গাঁও পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান আহত হওয়ার পর সরকার তাহাকে চিকিৎসা বাবদ মোট কত টাকা সাহায্য দিয়েছেন ?

উত্তর

১। গত ৭ই জুন, ১৯৮৯ ইং পানিসাগর ব্লকের প্রত্যেকরায় গাঁও পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান আহত হওয়ার কোনরূপ ঘটনা সরকারের জানা নাই।

প্রশ্ন

২। যদি সাহায্য দেওয়া না হয়ে থাকে তার কারণ ?

উত্তর

২। প্রশ্ন আসেনা।

Admitted Starred Question No. :— 48.

Name of Member :— Shri Dipak Nag.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে NREP ও SREP প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকগণ নিয়মিত ভাবে কাজের বিনিময়ে চাউল পান কিনা,

২। ১৯৮৮ সাল হইতে এই সম্পর্কে সরকার এখন পর্যন্ত কোন দুর্নীতির অভিযোগ পেয়েছেন কিনা; এবং

৩। পেয়ে থাকিলে সরকার সেগুলি তদন্ত করে দেখেছেন কিনা ?

উত্তর

Name of minister :— Shri Birajit Sinha

১। বর্তমানে NREP ও SREP প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকগণ নিয়মিত ভাবে কাজের বিনিময়ে চাউল পান।

২। ১৯৮৮ সাল হইতে এই সম্পর্কে কোন দুর্নীতির অভিযোগ সরকার পান নাই।

৩। প্রশ্নই উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 56.

Name of the Member :—Shri Gouri Sankar Reiang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state ;

১। ইহা কি সত্য যে শান্তির বাজারস্থিত হল্কা অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পশ্চিম কাঁঠালিয়া মৌজার বন্দোবস্তের কাজ (Allotment) কেস না হওয়ার আগেই Final Report জমা দিতে বাধ্য হয়েছেন,

২। হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Dept. : Revenue Minister

১। হ্যাঁ মহাশয়।

২। পূর্ণজরীপের কাজ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হয়। জমি বন্দোবস্তের জন্য অপেক্ষা করা যায় না।

Admitted Starred Question No. 91.

Name of Member :—Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। জওহর রোজগার যোজনায় রাজ্যের ডম্বুর নগর ব্লক, কাঞ্চনপুর ব্লক ও পানিসাগর ব্লক দুই কিস্তিতে আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোট কত টাকা পাবে।

২। এর মধ্যে Cash Compoent কত এবং material component কত ?

৩। এই সকল ব্লকে A ও B শ্রেণীভুক্ত কার্ড হোল্ডার শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

৪। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মাথা পিছু প্রতি শ্রমিক কতদিন কাজ পাবে ?

Name of the Minister :— Shri Birajit Sinha

১। জওহর রোজগার যোজনায় দুই কিস্তিতে আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্যান্ত ডম্বুরনগর ব্লকে ৪ লক্ষ ১৬ হাজার

২ শত টাকা, কাকনপুর ব্লকে ৬লক্ষ ২১ হাজার ৭ শত টাকা এবং পানিসাগর ব্লকে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৬ শত টাকা দেওয়া হইয়াছে।

২। এর মধ্যে Cash Component এবং Material Component এ কত টাকা তাহা নিয়ে দেওয়া গেল :—

ব্লকের নাম	Cash Comp.	Material Comp.
ডম্বুর নগর	২,৩৮,১০০ টাকা	২,৩৮,১০০ টাকা
কাকনপুর	৩,১০,৮৫০ টাকা	৩,১০,৮৫০ টাকা
পানিসাগর	২,২০,৩০০ টাকা	২,২০,৩০০ টাকা

৩। এই সকল ব্লকের A এবং B কার্ড হোল্ডারের সংখ্যা নিয়ে দেওয়া গেল :—

ব্লকের নাম	কার্ড হোল্ডারের সংখ্যা	
	V.V. poor A	V. poor B
ডম্বুরনগর	৩,৮৫৬	৮৩০
পানিসাগর	১২,৪৭৩	২,৭০৬
কাকনপুর	১২,২৩১	৩,৪২৯

৪। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রতি শ্রমিক মাথাপিছু ১০ দিন কাজ পাবে।

Admitted Starred Question No. 92

Name of the Member :—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় জওহর রোজগার যোজনায় সরকার দৈনিক মজুরীর হার কত নির্ধারণ করেছেন,

২। উক্ত যোজনায় কোন ব্লক এলাকায় কত সংখ্যক বেকার কৃষি মজুরের জন্য এই যোজনায় প্রত্যেককে কত দিনের কর্ম সংস্থানের ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে, এবং

৩। বেকার কৃষি মজুরদের বাছাই করার কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

উত্তর

Name of Minister—Shri Birajit Sinha

১। ত্রিপুরায় জওহর রোজগার যোজনায় দৈনিক মজুরীর হার নির্দ্ধারণ করা হয়েছে ১৪ টাকা যেহেতু ভারতীয় খাদ্য নিগম হইতে এখনও চাউল পাওয়া যায় নাই সেই জন্য পুরো টাকাটাই মজুরী হিসাবে নগদে দেওয়া হয়েছে।

২। উক্ত যোজনায় প্রতি ব্লকে গড়ে ৪৩,৫৫৩ জন বেকারকে দিন মজুরীর কাজে কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা করতে ৬, ০৯, ৭৮৪ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

৩। পঞ্চায়েত স্তরে দরিদ্র, অতি দরিদ্র এবং দরিদ্রতম এই সব ভিত্তি অনুসারে কৃষি মজুরদের যাচাই করা হয়ে থাকে।

Admitted Starred Question No. 106

Name of M. L. A. : Shri Subodh Ch. Das.

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার গুরুত্বপূর্ণ শহর কাঞ্চনপুরকে ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বছরের মধ্যে নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২। থাকিলে তার এরিয়া নির্দ্ধারন করা হয়েছে কি

৩। আর না করা হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরকে নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা সম্ভব হবে কি না এবিষয়ে সুনিশ্চিত অভিমত দেওয়া সম্ভব নহে।

২। কাঞ্চনপুরে প্রস্তাবিত নোটিফায়েড এলাকার সীমা নির্দ্ধারণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহাধীন।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Quesison No. 116.

Name of M. L. A. : Shri Amal Mallik,

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া এন. এ তে (নোটিফায়েড এরিয়াতে) কোন সুপার মার্কেট আছে কি না, এবং

২। না থাকিলে উক্ত এলাকায় সুপার মার্কেট নির্মাণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

উত্তর

১। বিলোনীয়া নোটিফায়েড এলাকায় কোন সুপার মার্কেট নাই।

২। বিলোনীয়া নোটিফায়েড এলাকায় অন্তর্গত বনকরঘাটে একটি সুপার মার্কেট নির্মাণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question No 131

Name of Member :— Shri Dipak Nag.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be be please to State

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় মোট কতটি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই এবং

২। যে সকল গ্রামে পাণীয় জলের ব্যবস্থা নাই সে সকল গ্রামে আগামী আর্থিক বৎসরে পাণীয় জলের কোন সুব্যবস্থা করা হবে কিনা।

৩। যদি করা হয় তাহলে কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

Name of Minister: Shri Birjait Sinha.

১। ত্রিপুরাতে মোট ১২৬টি গ্রামে পাণীয় জলের সুব্যবস্থা নাই।

২। এবং ৩। উক্ত গ্রামগুলিতে পাণীয় জলের সুব্যবস্থা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হইতেছে। আশা করা যায় অতি শীঘ্রই পাণীয় জলের সুব্যবস্থা করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 178

Name of M·L.A.: Shri Ratan Lal Ghosh

প্রশ্ন

১। কুঞ্জবনস্থিত রবীন্দ্র কাননে কতজন কন্টিনজেন্ট বা ডেইলি রেইট এর কর্মচারী আছেন, তাদের নাম এবং কোন পদে কতজন কাজ করছেন তার বিবরণ,

২। বর্তমান সরকার ঐ রবীন্দ্র কাননকে আরো সুন্দর ও বৃদ্ধি করার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিবেন কিনা ?

উত্তর

১। কুঞ্জবনস্থিত রবীন্দ্র কাননে কোন কন্টিজেন্ট বা ডেইলি রেইট-এর কর্মচারী নাই তবে ১৮ জন ক্যাজুয়েল লেবার রবীন্দ্র কাননে কর্মরত আছেন তাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। শ্রীকেশব দেবনাথ।
২। শ্রীশিবনাথ রায়।
৩। শ্রীঅনুপ কুমার দাস।
৪। শ্রীদেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য।
৫। শ্রীমতি কবিতা জমাতিয়া।
৬। শ্রীদুলাল দত্ত।
৭। শ্রীসরণ বাহাদুর রাণা।
৮। শ্রীমরণ দে।
৯। শ্রীনীলু দেবনাথ।
১০। শ্রীসন্তোষ দেব।
১১। শ্রীসুশীল দাস।
১২। শ্রীবিধুভূষণ পাল।
১৩। শ্রীউত্তম দে।
১৪। শ্রীরণজিত শীল।
১৫। শ্রীসমীর জমাতিয়া।
১৬। শ্রীঅমৃত দেবনাথ।
১৭। শ্রীননীগোপাল দেবনাথ।
১৮। শ্রীপরিমল শীল।

২। বর্তমানে সরকার রবীন্দ্র কাননকে আরো সুন্দর করার পদক্ষেপ নেবেন কিন্তু বৃদ্ধি করার ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা নেই।

Admitted Starred Question No. 196.
Name of Member :—Shri Nakul Das
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Rehabilitation in plantation and Primitive Group Department be be Pleased to State.

১নং প্রশ্ন '—বর্তমানে রাজ্যে আদিম জাতির মোট জন সংখ্যা কত ?

উত্তর :— ১৯৮১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী রিয়াং সম্প্রদায়ের জন সংখ্যা ৮৩৮৯০ । এদের মধ্যে যারা দুর্গম বনাঞ্চলে বসবাসকারী জুমচাষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, শিক্ষায় অনগ্রসর তাদেরকেই আদিম জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ।

২নং প্রশ্ন :— এর মধ্যে কত পরিবারকে বর্তমান আর্থিক বছরেপুনর্বাসন দেওয়া হবে এবং কোন কোন স্কীমে দেওয়া হবে । (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর :—বর্তমান আর্থিক বৎসরে ৭৫৫ টি আদিম জাতি ভুক্ত পরিবারকে আদিম জাতি পুনর্বাসন স্কীমে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পুনর্বাসন দেওয়ার কাজ হ'তে নেওয়া হয়েছে । তাদের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১)	যতনবাড়ী পুনর্বাসন বিভাগ	২৪০	পরিবার
২)	আমবাসা পুনর্বাসন বিভাগ	২৬৮	পরিবার
৩)	মনু পুনর্বাসন বিভাগ	২৪৭	পরিবার
		মোট ৭৫৫	পরিবার

উপরোক্ত পরিবার দের পি, জি, পি, স্কীমের মাধ্যমে নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় ।

১) প্রতিটি পরিবারকে ০-৪ হেক্টর ভূমির উপর উপর গৃহ নির্মাণের সাহায্য বাবদ ১০০০ (এক হাজার) টাকা নগদে দেওয়া হয় ।

২) ক) প্রতি পরিবার পিছু ১ হে: পরিমিত লুঙ্গা ভূমিকে আবাদ করত, চাষের উপযুক্ত করে দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ যথা বীজ, সার সরবরাহ করা হয় ।

অথবা

খ) মৎস্য চাষের জন্য ন্যূনপক্ষে ০-৪ হে: জমির উপর জলাধার তৈরী করে দেওয়া হয় এবং মৎস্য চাষের উপকরণ সরবরাহ করা হয় ।

অথবা

গ) ১.৫ হে: পরিমিত টিলা ভূমির উপর অর্থকরী ফলের বাগান তৈরী করে দেওয়া হয় এবং সেই বাগানের ফসল আসার পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত পরিচর্যা করা হয়ে থাকে ।

৩) পশুপালন উপকরন :—

যথা শুকর ছানা (১টি পুরুষ, ২টি স্ত্রী) অথবা মোরগ (৭টি পুরুষ, ২৮টি স্ত্রী) অথবা হাঁস

(৪টি পুরুষ, ২৮টি স্ত্রী) অথবা ৩টি ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশু পক্ষী এবং ১টি থাকার ঘর এবং তাদের তিন মাসের খাদ্য সরবরাহ হয়ে থাকে।

৪) পরিবার পিছু ১ হে: পরিমিত টিলাভূমির উপর যৌথ অধিকারের ভিত্তিতে ফরেষ্ট বাগান করে দেওয়া হয়।

৫) বাস্তুভূমি বা আবাসভূমির মধ্যে ফলের গাছ লাগান হয়ে থাকে

৬) পরিবার পিছু বস্ত্র তৈরীর জন্য ৫০ টাকা মূল্যের ৬ মুঠা সুতা বিলি করা হয়।

৭) অন্যান্য সুবিধা :—

ক) যৌথ অধিকারের ভিত্তিতে মাছ চাষের ব্যবস্থা করা হয়।

খ) সমবায় সমিতির সদস্য করিয়া ব্যবসার সুবিধার্থে ঋণ দেওয়া হয়।

গ) কূয়া খনন করিয়া পাণীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়।

ঘ) প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

ঙ) উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র খুলে এবং ভ্রাম্যমান চিকিৎসার মাধ্যমে বিনা পয়সায় ঔষধ বিলি করে স্বাস্থ্য রক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়।

চ) যাতায়াতের ও ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য সংযোগকারী রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়।

৩নং প্রশ্ন :— বাকি পরিবারগুলিকে কবে পর্যান্ত পুনর্বাসন দেওয়া হবে ?

উত্তর :— বাকী পরিবারদের মধ্যে ৩৫০০ পরিবারকে পুনর্বাসন পরিকল্পনার আওতাধীনে আসার জন্য প্রকল্প তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৯৯০-৯১ সন থেকে ১৯৯৬-৯৭ সনের মধ্যে নূতন পরিবারগুলিকে পর্য্যায় ক্রমে পরিকল্পনার আওতায় আনা হবে।

Admitted Starred Question No. :— 213

Name of the Member :— Shri Gopal Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। প্রত্যেক জমির মালিকের জন্য বাধ্যতামূলক ভূমি পাশবই কবে থেকে কার্য্যকরী হবে;

২। এ ব্যাপারে সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন; এবং

৩। কবে পর্য্যন্ত ত্রিপুরা প্রতিভূমির মালিক এই পাশবুক তাদের হাতে পাবেন ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Revenue Department : — Revenue Minister.

১। ৮ম পরিকল্পনা কালে প্রত্যেক জমির মালিককে ভূমি পাশ বই দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়।

২। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ভূমি পাশ বই দেওয়ার যে আইন করা হয়েছিল তাহা সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হইতেছে।

৩। ১ম প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question no :— 217

Name of Member :—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Rehabilitation in Plantation & Primitive Group Programme Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :— (১) রাজ্যের কোথায় কত সংখ্যক জুমিয়া পরিবারকে রাবার চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা বর্তমানে কার্য্যকরী করা হচ্ছে ?

উত্তর :— রাজ্যের যে সমস্ত স্থানে জুমিয়া পরিবারকে রাবার চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পুর্ণবাসন দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা বর্তমানে কার্য্যকরী হচ্ছে তার বিবরণ নিম্নরূপ :—

ক) পশ্চিম ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত :—

১।	পশ্চিম টাকারজলা	—	৯৮ পরিবার
২।	উত্তর প্রমোদনগর	—	১৩০ „
৩।	আথরা বাড়ী	—	৬৭ „
৪।	শান্তি নগর	—	৬০ „
৫।	মারাই হাদুক	—	১০ „
৬।	কল্যাই ছড়া	—	২০ „
৭।	গয়াফাং	—	২০ „
৮।	উত্তর পুলিনপুর	—	২০ „
৯।	পদ্ম নগর	—	৯০ „
১০।	করঙ্গী ছড়া	—	১২৯ „
১১।	ওয়ারেং বাড়ী	—	১০০ „
১২।	রূপাছড়া	—	৩১ „
১৩।	ভৃগুদাস বাড়ী	—	১৬ „
১৪।	বেলবাড়ী	—	৪০ „
১৫।	জাম্বুক ছড়া	—	১০ „
			৮৫১ পরিবার,

খ) দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত :—

১।	দক্ষিণ করবুক	—	১১০ পরিবার,

২ ।	পূর্ব করবুক	—	৮০	"
৩ ।	পশ্চিম ডলুমা	—	৬৭	"
৪ ।	পূর্ব ডলুমা	—	৩৯	"
৫ ।	দক্ষিণ তইডু	—	৮১	"
৬ ।	চেলাগাং	—	১৯	"
৭ ।	রাং খাং	—	২০	"
৮ ।	পশ্চিম সরবং	—	১০	"
৯ ।	কিল্লাবাজার	—	৫০	"
১০ ।	ছরগবিরা	—	২০	"
১১ ।	ধনলেখা	—	৩০	"
১২ ।	হরিপুর	—	৩০	"
১৩ ।	পাহাড়পুর	—	২০	"
১৪ ।	উঃ ছিচাছড়া	—	২০	"
			৫৯৬ পরিবার,	

গ) উত্তর ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত :—

১ ।	পূর্ব ডলুবাড়ী	—	৬১ পরিবার,	
২ ।	ধন বিলাস	—	১০১	"
৩ ।	লম্বা বিল	—	৪৮	"
৪ ।	ময়নামা	—	৯৭	"
৫ ।	পূর্ব করম ছড়া	—	২১	"
৬ ।	আভঙ্গা	—	৮৪	"
৭ ।	মিছুরিয়া	—	৪০	"
৮ ।	বল্কিছড়া	—	২১	"
৯ ।	ভুইছামা	—	১৪	"
১০ ।	নালিছড়া	—	২০	"
১১ ।	নবীনছড়া	—	৪০	"
১২ ।	জম্পুই	—	২০	"
১৩ ।	কচুছড়া	—	৩২	"
১৪ ।	ফটিকছড়া	—	২৬	"

১৫। বিলাসছড়া — ২৬ ,,

৬৫১ পরিবার,

সর্বমোট— ২০৯৮ পরিবার,

প্রশ্ন :— ২। ১৯৮৮ ইং সনের ফেব্রুয়ারীর পর জোট সরকার কত সংখ্যক নূতন জুমিয়া পরিবারকে এই প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত করেছেন ?

উত্তর :— জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোট ১১০৪টি জুমিয়া পরিবারকে এই প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

প্রশ্ন :— ৩) বেনিফিসিয়ারী জুমিয়াদের কাহারা বাছাই করছেন ?

উত্তর :— বেনিফিসিয়ারী জুমিয়াদের কতকক্ষেত্রে পূর্বতন গাঁও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এবং কতকক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ন কমিটির দ্বারা বাছাই করা হয়েছে। বর্তমানে গ্রাম উন্নয়ন কমিটির বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন:— ৪) রাবার চাষের দ্বারা জুমিয়া পুনর্বাসন পরিকল্পনার সকল জন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কারণ ?

উত্তর :— রাবার চাষের মাধ্যমে জুমিয়া পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে জন প্রতিনিধিদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় না।

Admitted Starred Question No. 256

Name of M.L.A. : Shri Dinesh Deb Barma,

Name of Minister : TheChief Minister-in charge of L. S. G. Department.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ২০শে জুলাই একদল কং (ই) কর্মী সরকার মনোনীত আগরতলা পৌরসভার উপদেষ্টা কমিটি বাতিলের দাবীতে তালা ঝুলিয়ে কাজকর্ম অচল করে দেয়।

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. 259

Name of M.L.A.'s : Shri Bidya Ch. Deb Barma

Shri Samar Choudhury

Name of Minister-in-charge of L.S.G. Department.

১। আগরতলা শহরে পৌরসভা কর্তৃক নির্মিত দোকানঘরগুলি বণ্টনের জন্য কোন নীতি নির্দ্ধারণ করা হয়েছে কিনা,

২। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ পর্যন্ত মোট কতজন হকার উচ্ছেদ হয়েছেন,

৩। উচ্ছেদকৃত হকারদের বাসার বণ্টন বা দোকান ঘর বণ্টনে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে কিনা ?

উত্তর

১। আগরতলা শহরে পৌরসভা কর্তৃক নির্মিত দোকানঘরগুলি বা ষ্টলগুলির নির্মাণ কাজ এখনও শেষ না হওয়ায় বণ্টন নীতি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্ন এখন উঠে না।

২। ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর চলতি আগষ্ট মাসে আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকাগুলি হইতে মোট ১৬০ বেআইনী দখলদার নিজেরাই তাহাদের দোকান সরিয়ে নিয়েছে।

৩। ক্ষতিগ্রস্থ হকারদের শহরের বিভিন্ন এলাকায় দোকানের বা ব্যবসার জন্য জায়গা দেওয়ার বা বণ্টনের কাজ জরুরী ভিত্তিতে চলছে।

Admttied Starred Question No. 264

Name of the Member : Shri Dhirendra Debnath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কত ভূমিহীন পরিবারকে ভূমি দেওয়া হয়েছে ;

২। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত তারানগর গাঁও সভার তুলাবাগান চৌমুনীতে দীর্ঘদিন যাবত স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ভূমিহীন পরিবারদের ভূমি দেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Deptt : Revenue Minister.

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। ঐ

Admitted Starred Question No. 273

Name of M L.A. : Shri Gopal Ch Das.

Name of Minister : The Chief Minister-in-Charge of L.S G. Department.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আগরতলা টাউনহল সংলগ্ন আর্ট গ্যালারীর জন্য পুরসভা কর্তৃক অধিগৃহীত জমি বেআইনী দখলকারীগণের দখলে চলে যাচ্ছে,

২। সত্য হলে সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়াছেন,

৩। উক্ত স্থানে আর্ট গ্যালারী নির্মাণের কাজ কবে থেকে শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না

৩। আগরতলা টাউনহল সংলগ্ন ক্রয়কৃতস্থানে আর্ট গ্যালারী নির্মানের কোন পাকা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

Admitted Starred Question No :—295

Name of Member : Shri Diba Chandra Hrangkhwal.

Will the Hon'ble Mininister-in-charge of the

Rural Development Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য জওহর রোজগার যোজনায় ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য বরাদ্দ ১.৬৪ (এক কোটি চৌষট্টি লক্ষ) টাকা মাত্র; এবং

২) ইহা কি সত্য যে উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে ত্রিপুরার বরাদ্দ সবচেয়ে কম;

৩) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে, ত্রিপুরায় জওহর রোজগার যোজনায় আরও বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রের নিকট দাবী করা হবে কি ?

উত্তর

Name of Minister :—Shri Birajit Sinha.

· ইহা সত্য নহে। ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরের জন্য জওহর রোজগার যোজনায় ত্রিপুরার বরাদ্দ কৃত অর্থের পরিমাণ হল ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

২) ইহা সত্য নহে। উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে জওহর রোজগার যোজনায় ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সবচেয়ে বেশী, গ্রামীণ কর্ম সংস্থান প্রকল্পে টাকা বরাদ্দ করার সময় কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য রেখে করেন, যথা-গ্রামীণ বেকার ভূমিহীনদের সংখ্যা, Sc/st, জাতি উপজাতি লোকের সংখ্যা ইত্যাদি।

৩) প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No :- 302

Name of Member : - Shri Diba Chandra Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister-in-eharge of the panychayat

Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সর্ব্বমোট কয়টি নূতন পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে ?

উত্তর

১। সাম্প্রতিক কালে গাঁও পঞ্চায়েত এলাকা পুনর্বিন্যাসের ফলে রাজ্যে সর্ব্বমোট ৩৯০ (তিনশত নব্বইটি) নূতন গাঁও গঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন

২। নবগঠিত পঞ্চায়েতগুলিতে নূতন করে পঞ্চায়েত ডেভেলাপমেন্ট কমিটি গঠন করার পরিকল্পনা সরকার করেছেন কিনা ?

উত্তর

২। হ্যাঁ, মহাশয়।

প্রশ্ন

৩। ইহা কি সত্য যে, নূতন পঞ্চায়েতগুলিতে ইতিপূর্বেই পঞ্চায়েত সেক্রেটারী পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

৩। প্রত্যেক নূতন পঞ্চায়েতগুলিতে একজন করে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী দেওয়ার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 321.

Name of the Member :—Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be please to State.

১) জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৮৯ ইং ৩০শে জুন পর্যান্ত মোট কতটি তফশীলি জাতি ও কতটি তফশীলি উপজাতি ভূমিহীনকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে, এবং বন্দোবস্ত দেওয়া ঐ ভূমির পরিমাণ কত ?

২) বন্দোবস্তের মধ্যে কতটি এ, ডি, সি, এলাকার ভিতর ও কতটি বাইরে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Revenue Department Revenue Minister

	ভূমি প্রাপকের সংখ্যা		বন্দোবস্ত ভূমির পরিমাণ
১)	তফশীলি জাতি—	৬৫০	৪১২.৯১ একর
	তফশীলি উপজাতি	৪,৯৯১	১১,৬৬৪.০৫ একর
২)	এ. ডি. সি, এলাকার মধ্যে		
	তফশীলি জাতি	১৮১	১০৭.৪২ একর
	তফশীলি উপজাতি	৩,১৬৭	৬,৮২৬.৭৬ একর
	এ ডি, সি, এলাকার বাহিরে		
	তফশীলি জাতি	৪৪৯	৩০৫.৪৯ একর
	তফশীলি উপজাতি	১,৮২৪	৪ ৮৩৭.২৯ একর

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-Starred Question No. :— 6

Name of Member :— (1) Shri Subodh Das
(2) Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be please to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরার কোন্ ব্লকে কতটি টিউব-ওয়েল, রিং-ওয়েল ও মার্ক-টু টিউব-ওয়েল রয়েছে. (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

২। তারমধ্যে কতটি সচল ও কতটি অচল অবস্থায় রয়েছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

৩। ১৯৮৮-৮৯ সনে কোন ব্লকে কতটি টিউব-ওয়েল, রিং-ওয়েল, মার্ক-টু টিউব-ওয়েল মেরামত করা হয়েছে ?

উত্তর

Name of Minister :— Shri Birajit Sinha

১নং, ২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর একত্রে দেওয়া হইল : –

	ব্লকের নাম	টিউব-ওয়েল				রিং-ওয়েল				মার্ক-টু টিউব-ওয়েল			
		মোট	সচল	অচল	মেরামত	মোট	সচল	অচল	মেরামত	মোট	সচল	অচল	মেরামত
১	বিশালগড়	১৯৬৪	১৭০৩	২৬১	৪৩৭	৬২৮	৫৩০	৯৮	৭৩	২৬৯	২৬৯	—	১৩৭
২	মেলাঘর	১৫২২	১১৭২	৩৫০	৪৫৯	৪৭০	৪৫০	২৭	১৮	২২০	২৪০	১০	২০
৩	জম্পুইজলা	২৬৮	২২৬	৪২	৫৮	১৩৭	৯০	৪৭	:	৮২	৮২	—	৪১
৪	মোহনপুর	১৫৯১	৬৩৭	৯৫৪	৪৬৭	৪০৫	২৪৩	১৬২	০০	২১১	১৭০	৩২	৯৩
৫	জিরাণীয়া	১৮০৩	১৫২৫	২৭৮	২৭৪	৪১৯	২৫৪	১৬৫	১৫৪	১৭৪	১৭৪	২০	৩১
৬	খোয়াই	১৪৩৫	১২৯৫	১৪০	১১৭	৪৫৫	৩৪২	১১৩	২২	১৭৬	১৬৪	১০	২০
৭	তেলিয়ামুড়া	১৪২৫	১০৮৫	৩৪০	২০৭	৪২১	২৭	১৪৯	৫	১৭৩	১২৮	২৫	৫৭
৮	ডম্বুরনগর	১৪	৯	৫	-	২১৭	১৬৩	৫৪	৪১	৫১	৪৭	৪	১২
৯	অমরপুর	১০৫২	৬৭২	৪০০	২১৮	৪৪১	৩১০	১৩১	১৫৫	১৮৬	১৭১	১৫	৫১
১০	বগাফা	১১৭৯	৮২২	৩৫৭	৯৮	৪৪৯	৩০০	১৪৯	২৯	১৮৭	১৭৬	১১	২৪
১১	রাজনগর	৯৮০	৬৪৬	৩৩৪	৯২	৩১২	২৩৩	১১৯	৮	১৯৮	১৭৩	২৫	৪৩
১২	সাতচাঁন্দ	৯০৬	৬১০	২৯৬	৪৮	২৫১	৩৩১	২২০	১২	২০২	১৯৪	৮	৬৯
১৩	মাতারবাড়ী	১৪৪২	১১০২	৩৪০	১৯২	৪৬৩	২৭৫	১৮৮	১৯	২১৭	২১২	৫	২৫
১৪	কুমারঘাট	১২২২	৮৭৫	৩৪৭	৯০	৫৯০	৫০০	৯৭	৮৫	২১৪	১৭৪	৪০	৭৫
১৫	পানিসাগর	১০৪৪	৮০০	২৪৪	৪৮০	৬০৩	৪৩৯	১৬৪	১৫৩	২২১	১৮১	৪০	৩১
১৬	ছামনু	৩৪২	২৫২	৯০	১৯	৫৪৪	৪০২	১৪২	৫০	৬৯	৫২	১৭	১০
১৭	সালেমা	৯৭৯	৭৩০	২৪৯	১৭০	৫৮০	৩১২	২৬৮	—	১৭৪	১৪০	৩৪	২০
১৮	কাঞ্চনপুর	—	—	-	—	৬৫২	৪৫৭	১৯৫	৭৭	৮	৮	—	—

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Unstarred Question No. 21

Name of Member : Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরার কোন কোন ব্লকে এন, আর, ই, পি, এস, আর, ই, পি, এবং আর, এল, ই, জি, পি, কর্মসংস্থা প্রকল্পগুলিতে কত সংখ্যক শ্রমিক পরিবার উপকৃত হয়েছে ?

২। উল্লিখিত সময়ে এই সকল প্রকল্পের দ্বারা কোন ব্লকে কি কি সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে ?

উত্তর

Name of Minister : Shri Birajit Sinha

১ নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল :—

ব্লকের নাম	১৯৮৮-৮৯			১৯৮৯-৯০		
	SREP	NREP	RLEGP	SREP	NREP	RLEGP
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১) বিশালগড়	১,৭৬,৩৫১	৭৮,১৯৮	১৩,৪১০	৩২,৮৯৬	৩,৯৩৩	—
২) জম্পুইজলা	৫১,১৬৮	১৮,৯৩২	১৩,০৮৬	৬,০৩৯	—	—
৩) খোয়াই	১,৪৪,১৬৮	৫৩,৭৭৬	১১,৭২৮	১১,৬৫০	৩,৬০০	১,৬০৮
৪) তেলিয়ামুড়া	২৩,৪৬৩	১২,৭২৫	১৫১	৩,৬০০	১,৭০৫	—
৫) মেলাঘর	১,০৫,৬৯৭	২১,৪৩০	৩,৬৮৭	১৮,৪৯২	—	—
৬) কিল্লানীথা	১,৬২,০৪০	২৬,৫৪০	২,৯১২	২৩,৯৩২	২৫,৭০৫	১৫,৯৩৯
৭) মোহনপুর	১,৩৭,২৮৫	৬৯,৪৮৭	৫,৩২৮	৭,৫০০	—	—
৮) মাতারবাড়ী	৪০,৪৪০	৫৭,৯১৫	১৬,৯৩১	৭,২০৫	—	—
৯) ডম্বুরনগর	১,২১,৭৬৭	২০,৪৭৮	৯,৮৩৬	—	—	—
১০) রাজনগর	১,৪২,৬৫৪	২৫,০৪৫	১৫,৭১৬	—	—	—
১১) বগাফা	১,৪০,৪৩৯	২৬,৫৯৭	১,৩২,৬২৬	—	—	—
১২) অমরপুর	১,৫৭,৬৮১	৪৬,৩৮১	২৪,২৪৪	১৩,২১০	—	—
১৩) সাতচান্দ	২,৫৩,৪৫৯	৫১,৭৫৫	১১,১২৩	৪৭,১৪১	৬,২৫৫	—
১৪) পানিসাগর	১,৫৬,৫৬৫	৩৩,৮৯৭	১০,৭৯৪	৬৩,২৮৬	—	—
১৫) সালেমা	২,৩৩,৭৭৬	৩২,৩৫৮	১০,৫৯৯	৪০,৫৬৪	—	—
১৬) কুমারঘাট	১,৭০,৮০১	২০,৬৬৩	৯,৬৫০	৬২,৭২৯	—	—
১৭) কাঞ্চনপুর	৬২,৭৭৩	২০,৪১৪	১১,৩৫৮	২৯,৯৮৩	—	—
১৮) ছাওমনু	৫২,৯০৭	৮,২১১	৮,৭৫২	২৩,৬৮৮	—	—

২নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল :—

ব্লকের নাম	১৯৮৮—৮৯			১৯৮৯—৯০		
	SREP	NREP	RLEGP	SREP	NREP	RLEGP
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। বিশালগড়	বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ খাল খনন, গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার, গ্রামীণ পুকুর তৈয়ার খেলার মাঠ সংস্কার	মৎস্য জলাশয়, মিনি ব্যারেজ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, পুরাতন রাস্তা সংস্কার, স্প্যান পাইপ বিতরণ, খেলার মাঠ সংস্কার	মৎস্য জলাশয়, নালা খনন, ভূমি সংস্কার, মাভ-ওয়ালও ঢেউ টিনের ঘর, বারোয়ারী ঘর. সেনটারী লেট্রিন SPT Bridge, তর্জা শিলিং ইত্যাদি	রাস্তা সংস্কার, কাঁচা কূয়া, মাঠ সমতল, খাল সংস্কার বাঁধ. ক্ষুদ্র জলসেচ ইত্যাদি।	ড্রেইন, মৎস্য জলাশয়, রাস্তা সংস্কার, কাঁচা কূয়া, বাসস্থান শেচ,	
২। জম্পুইজলা						
৩। খোয়াই						
৪। তেলিয়ামুড়া	—Do—	—Do—	—Do—	—Do—	—Do—	—Do—
৫। মেলাঘর						
৬। জিরানীয়া						
৭। মোহনপুর						
৮। মাতারবাড়ী	জলসেচ, মৌসুমী বাঁধ, পুরাতন রাস্তা মেরামত খাল খনন খেলার মাঠ সংস্কার, নুতন রাস্তা তৈরী,	নুতন রাস্তা তৈরী, ইট বাঁধানো রাস্তা, বাঁধ নির্মাণ বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার, যাত্রীবাহী ঘর, কাঁচা কূয়া মাটির ঘর ইত্যাদি।	মাটির ঘর নির্মাণ ইত্যাদি	কাঁচা কূয়া রাস্তা উন্নয়ন, নুতন রাস্তা তৈরী।	—	—
৯। ডম্বুরনগর						
১০। রাজনগর						
১১। বগাফা	—Do—	—Do—	—Do—	—Do—	—Do—	Do
১২। অমরপুর						
১৩। সাঁতচাঁন্দ						

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪। পানিসাগর	বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, পুরাতন রাস্তা মেরামত, রাস্তা তৈরী, নালা খনন, স্কুলের মাঠ সংস্কার কাঁচা কুয়া।	বাড়ী ঘর নির্মাণ, মিনি ব্যারেজ তৈরী, কমিউনিটি হল, স্প্যান পাইপ কালবার্ট, পঞ্চায়েত ঘর, বালোয়ারী স্কুল, যাত্রীশাউী ঘর সেনিটারী লেট্রিন ইত্যাদি।	মাটির ঘর নির্মাণ সেনিটারী লেট্রিন, মিনি ব্যারেজ রাস্তা মেরামত ইত্যাদি।	কাঁচা কুয়া নূতন রাস্তা তৈরী, স্কুল ঘর নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, নালা-খনন ইত্যাদি।	—	—
১৫। সালেমা						
১৬। কুমারঘাট						
১৭। কাঞ্চনপুর	—Do—	—Do—	—Do—	—Do—	—Do—	—Do—
১৮। ছাঁওমনু						

Admitted Unstarred Question No. :— 25

Name of the Member :— Shri Dipak Nag.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৮৯ ইং সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত কতজন ভূমিহীনকে খাস জমি দেওয়া হয়েছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)?

২) তার মধ্যে তফশীলি জাতি ও উপজাতি ভূমিহীনের সংখ্যা কত (আলাদা আলাদা হিসাব) ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Department—Revenue Minister.

১) নিম্নে মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া গেল —

সদর—	১১৪৭	জন
সোনামুড়া—	৩১৯	জন
খোয়াই—	৪৩০	জন
উদয়পুর—	৬৪৯	জন
বিলোনীয়া—	৭৫৬	জন
সাব্রুম—	২৫৭	জন

অমরপুর—	১৩০৭ জন
কৈলাশহর —	৬৫৬ জন
ধর্মনগর—	২৬৫ জন
কমলপুর —	২২৮ জন
	৬০০১ জন

২) মহকুমা ভিত্তিক তফশীলি উপজাতি ও তফশীলি জাতির হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল—

	তফশীলি উপজাতি	তপশীলি জাতি
সদর—	৭০৬	৩১২
খোয়াই —	৩০৯	২২
সোনামুড়া—	৮৫	৪১
উদয়পুর—	২৫২	১২৪
বিলোনীয়া—	২৯৭	৬০
কমলপুর—	১১৯	৬৪
কৈলাসহর—	৬১৯	১৮
ধর্ম্মনগর—	১১৭	১৬
সাব্রুম—	২০৭	১২
অমরপুর—	১০৭২	৯৯

Admitted Un-starred Question No. :— 26.

Name of Member : — Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৮৮ইং সনে ধর্মনগর মহকুমার ইচাইলানছড়া গাঁও সভার এ্যাটমেন্ট প্রাপ্ত কতজনকে গৃহ মেরামতের জন্য সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাদের নাম এবং টাকার পরিমাণ।

REPLY

Name of Minister :—Shri Birajit Sinha.

১নং প্রশ্নের উত্তর এতদসহ দেওয়া গেল—

Sl. No.	Name of Beneficeries, Father's name & Address.	Address	Amount Sanctioned
1	2	3	4
1.	Brojendra Nama,		Rs.
	S/o. Haridas Bishnab.	Icailal Cherra	1.000.00
2.	Nirode Ram Nama,		
	S/o. Late Behari Ram Nama.	,,	1,000.00
3.	Sunil Chandra Nama,		
	S/o. Ramon Ram Nama.	,,	1,000.00
4.	Ramendra Kumar Chakraborty,		
	S/o. Rajendra Chakraborty.	,,	1,000.00
5.	Gopendra Ram Nama,		
	S/o. Late Dipram Nama.	,,	1,000.00
6.	Chayab Ali,		
	S/o. Nayab Ali.	,,	1,000.00
7.	Nobendra Nama,		
	S/o. Late Jari Ram Nama.	,,	1,000.00
8.	Nibaran Datta Choudhury,		
	S/o. Narendra Datta Choudhury.	,,	1,000.00
9.	Hari Mahanta,		
	S/o. Late Bharat Ram Mahanta.	,,	1000.00
10.	Abdul Monnaf,		
	S/o. Late Amir Ali.	,,	1,000.00
11.	Pulin Chandra Das,		
	S/o. Late Anil Kumar Das.	,,	1,000.00
12.	Teari Bibi,		
	W/o. Kutab Ali.	,,	1,000.00
13.	Nandal Nath,		
	S/o. Madhan Nath.	,,	1,000.00

1	2	3	4
14.	Habib Ali,		Rs.
	S/o. Mairaj Ali.	Icailal Cherra	1,000.00
15.	Kukil Chandra Sharma,		
	S/o. Late Saradha Sharma.	,,	1,000.00
16.	Monoranjan Nama,		
	S/o Late Sashi Ram Nama.	,,	1,000.00
17.	Sachindra Nama,		
	S/o. Surendra Nama.	,,	1,000.00
18.	Ichub Ali,		
	S/o Late Yakub Ali.	,,	1,000.00
19.	Mukbal Ali,		
	S/o. Jamir Uddin.	,,	1,000.00
20.	Kanai Mia.		
	S/o. Late Md. Rab Ali.	,,	1,000.00
21.	Ajit Ranjan Choudhury,		
	S/o. Nagendra Choudhury.	,,	1,000.00
22.	Anrenda Charan Sarma,		
	S/o. Late Dasan Charan Sarma.	,,	1,000.00
23.	Suniti Nath,		
	W/o. Kalumoni Nath.	,,	1,000.00
24.	Harien Ali,		
	S/o. Late Ahhamed Ali.	,,	1,000.00
25.	Susanti Bala Nath,		
	W/o. Gokul Moni Nath.	,,	1,000.00
26.	Dulaga Bibi,		
	W/o. Nachie.	,,	1,000.00
27.	Attai Bibi,		
	W/o. Attaf.	,,	1,000.00

1	2	3	4
28.	Abdhul Halim, S/o. Nasib.	Icailal Cherra	Rs. 1,000.00
29.	Sashi Bhusan Sarma, S/o. Late Janardhan Sarma.	,,	1,000.00
30.	Mohamoda Bibi, W/o. Naswar Ali.	,,	1,000.00
31.	Mohendra Nama, S/o. Late Anai Ram Nama.	,,	1,000.000
32.	Jamir Ali, S/o. Late Akmal Ali.	,,	1,000.00
33.	Abdhul Rab, S/o. Late Imad Ali.	,,	1,000.00
34.	Durgesh Chandra Deb, S/o. Late Girindra Kumar Deb.	,,	1,000.00
35.	Chittaranjan Deb, S/o. Late Mohendra Deb.	,,	1,000.00
36.	Sitesh Chandra Deb, S/o. Late Girendra Ch. Deb.	,,	1,000.00
37.	Kanak Bala Nath, W/o. Balai Nath.	,,	1,000.00
38.	Sailendra Malakar, S/o. Late Girendra Malakar.	,,	1,000.00
39.	Kastam Ali, S/o. Yasid.	,,	1,000.00
40.	Kanu Mia, S/o. Najib Ulla.	,,	1,000.00

41.	Monoranjan Das, S/o. Binode Behari Das.	,,	1,000.00
42.	Rakib Ali, S/o. Late Cherag Ali.	,,	1,000 00
43.	Moin Uddin, S/o. Nachir Ali.	,,	1,000.00
44.	Ram Sundar Nama, S/o. Mahendra Nama.	,,	1,000.00

Admitted Un-Starred Question No. 33

Name of the Member : – Shri Dipak Nag,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে কতজন দেবতা মন্দিরের পুরোহিতকে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। (মন্দির ভিত্তিক ভাতার পরিমাণ সহ আলাদা আলাদা হিসাব)

২। ঐ ভাতা বিগত ১৯৮৮ ইং সনের জানুয়ারীর পূর্বে কত ছিল।

৩। ১৯৮৮ ইং সনের পর ঐ ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে কিনা এবং হলে তার পরিমাণ ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Department Revenue Minister.

১। পুরোহিতের নাম ও ভাতার পরিমাণ নিম্নে তালিকানুযায়ী দেওয়া হইল —

মন্দিরের নাম	পুরোহিতের সংখ্যা	ভাতার পরিমাণ
১। শ্রীশ্রীদূর্গাবাড়ী মন্দির	২ জন (তন্মধ্যে ১ জন (প্রধান পুরোহিত)	৫৬০ + ৪৬০ = ১০২০ টাকা
২। ,, ,, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী মন্দির	৪ জন (তন্মধ্যে ১ জন অনিয়মিত)	৪৬০ × ৩ = ১৩৮০ টাকা ১০ × কর্ম দিবস
৩। নৃসিংহ দেবতাবাড়ী মন্দির	২ জন	৪৬০ × ২ = ৯২০ টাকা
৪। চতুর্দ্দশ দেবতাবাড়ী মন্দির	২ জন	৪৬০ × ২ = ৯২০ টাকা
৫। রাধামাধববাড়ী মন্দির	২ জন	৪৬০ × ১ = ৪৬০ টাকা
	(৪টি, দুইটি পদ শূন্য রয়েছে)	১৮০ × ১ = ১৮০ টাকা

৬।	শ্রীশ্রীনবগ্রহ দেবতাবাড়ী মন্দির	১ জন	৪৩০ × ১ = ৪৩০ টাকা
৭।	,, ,, কসবা কালিমাতাবাড়ী মন্দির	২ জন	৪৩০ × ২ = ৯২০ টাকা
৮।	,, ,, বুদ্ধমন্দির	১ জন	৪৩০ × ১ = ৪৩০ টাকা
৯।	,, ,, উদয়পুর মহাদেব দেবতা মন্দির	২ জন	৪৩০ × ২ = ৮৬০ টাকা

২। ১৯৮৮ সনের জানুয়ারীর পূর্বে উপরিউল্লেখিত ভাতা এই দিবস।

৩। ১৯৮৮ সনের পর ভাতার পরিমাণ বাড়েনি।

Admitted Un-Starred Question No. 46

Name of the Member :- Shri Dipak Nag

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Panchayat Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে পঞ্চায়েতের হাতে মোট কয়টি পাম্প মেসিন আছে? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। রাজ্যে পঞ্চায়েতের হাতে মোট ৬৬৬টি পাম্প মেসিন আছে।

ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

১। পানিসাগর — ৪৩টি
২। কাঞ্চনপুর — ৪২টি
৩। কুমারঘাট — ৪৭টি
৪। ছাওমনু — ২৯টি
৫। কমলপুর — ৪৪টি
৬। খোয়াই — ৩২টি
৭। তেলিয়ামুড়া — ৩৭টি
৮। মোহনপুর — ৫৩টি
৯। জিরানিয়া — ৩৯টি
১০। টাকারজলা — ১৩টি
১১। বিশালগড় — ৫৫টি
১২। মেলাঘর — ৪৭টি
১৩। উদয়পুর — ৫০টি

১৪। অমরপুর— ৫২টি
১৫। ডম্বুরনগর— ৮টি
১৬। বগাফা— ২৪টি
১৭। রাজনগর— ২৫টি
১৮। সাব্রুম— ৪৫টি

প্রশ্ন

২) উক্ত পাম্প মেশিনগুলি থেকে ১৯৮৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পঞ্চায়েতগুলি কত আয় করেছে? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) এবং

উত্তর

২) উক্ত পাম্প মেশিন থেকে ১৯৮৯ সালের মার্চ মাস পর্যান্ত পঞ্চায়েতগুলি সর্বমোট ৫৭,৯০৯,৫৩ টাকা আয় করেছে।

ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

১। পানিসাগর— ১৭,৭০৬,০০ টাকা
২। কাঞ্চনপুর— ৩,২০২,৬৯ টাকা
৩। কুমারঘাট— ৭৯১,৭৬ টাকা
৪। ছাওমনু— ৯০৮,০০ টাকা
৫। কমলপুর— ১,৬০৮,২৫ টাকা
৬। খোয়াই— ৩,৪৩৭.৬৬ টাকা
৭। তেলিয়ামুড়া— নাই
৮। মোহনপুর— নাই
৯। জিরানীয়া— ৫,০০০,০০ টাকা
১০। টাকারজলা- ৮৯,০০ টাকা
১১। বিশালগড়— ৩,১৯১,০০ টাকা
১২। মেলাঘর— ২,১০০,০০ টাকা
১৩। উদয়পুর— ১১,৫০০.০০ টাকা
১৪। অমরপুর— ৭,১৭২,২৭ টাকা
১৫। ডম্বুরনগর - নাই
১৬। বগাফা— ১,১০০,০০ টাকা

১৭। রাজনগর— নাই

১৮। সাব্রুম— নাই

সর্বমোট—৫৭,৯০৯.৫০ টাকা

(সর্বমোট সাতান্ন হাজার নয়শত নয় টাকা তিপান্ন পয়সা) মাত্র।

প্রশ্ন

৩) বর্তমানে কতটি মেসিন সচল আছে এবং কতটি মেসিন অচল হয়ে পড়েছে ?

উত্তর

৩। বর্তমানে ২৬টি মেসিন সচল আছে এবং ৬৪০টি মেসিন অচল হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন

৪। কবে নাগাদ অচল মেসিনগুলি সচল করা হবে ?

উত্তর

৪। প্রশ্ন আসে না। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক পাম্পসেটগুলি গাঁও পঞ্চায়েতের হাতে আর্থিক সম্পদ সৃষ্টি করার জন্য হস্তান্তর করা হইয়াছে। কাজেই গাঁও পঞ্চায়েত কর্তৃক তাদের নিজস্ব আয়ের দ্বারা মেরামতি করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রাথমিক অবস্থায় অচল পাম্প মেশিনগুলি মেরামতি করার জন্য পরিকল্পনা খাতে আর্থিক বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে উক্ত আর্থিক বরাদ্দ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃক নিজ নিজ অচল পাম্প মেশিনগুলি অতিসত্বর মেরামত করার জন্য রাজ্য সরকার এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়াছেন।

Admitted Un-starred Question No. 49.

Name of the Member :—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state ;

১। ত্রিপুরার কোন রেভিনিউ সার্কেলের কত সংখ্যায় সরকারী খাস জমি (প্রোটেকটেড ফরেষ্ট সহ) বেআইনী দখল চিহ্নিত হয়েছে,

২। তার মধ্যে বাস্তুভিটি নাই এবং ভূমিহীন কৃষকদের দখলের সংখ্যা কত,

৩। ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের দখল করা জমিতে এলটমেন্ট দিয়ে তাদের পাট্টা দেওয়ার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

২। জরীপের কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে

৩। সঠিক তথ্য দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নহে।

Admitted Un-starred Question No. 51.

Name of Member :—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোন ব্লক এলাকায় কত সংখ্যক কোন্ শ্রেণীর লেবার কার্ড কৃষি শ্রমিক পরিবার সমূহকে দেওয়া হইয়াছিল ?

২। এই সকল লেবার কার্ডসমূহ পুর্নবিকরণের কোন সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কিনা ?

৩। নূতন কৃষি শ্রমিক পরিবারদের তালিকাভূক্ত করতে সরকার শ্রমিক পরিবার চিহ্নিতকরণের কোন ভিত্তি নির্ধারণ করেছেন কি ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রধনী আছে।

Admitted Un-starred Question No 53

Name of Member : — Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to State.

১। ১৯৮৮ বৎসরে রেভিনিউ সার্কেল ভিত্তিতে কৃষি জমির মোট মালিক সংখ্যা কত।

২। কত সংখ্যক রায়ত তাদের জমি ভাগচাষে দেন।

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Deptt : Revenue Minister.

১)
২) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No :—57.

Name of Member : Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Mininister-in-charge of the Revenue Department be Pleased to State :—

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট কয়টি দেশী ও বিলিতি মদের দোকান রয়েছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। এর থেকে রাজ্য সরকার বাৎসরিক আয় কত ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Deptt. : Revenue Minister.

১ সমস্ত খাস জমি জরীপ করা সময় সাপেক্ষ এবং

৩। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে কয়টি নতুন মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং তা কোথায় কোথায়,

৪। এ গুলির মধ্যে মহিলাদের নামে কোন লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে কিনা,

৫। নতুন দেওয়া মদের দোকানগুলি থেকে সরকারের অতিরিক্ত আয় কত হবে ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Revenue Department Minister.

১। |
২। | তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
৩। |
৪। |

Admitted Starred Question no :— 58

Name of Member :—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Rehabilitation in Plantation & Primitive Group Programme Department be pleased to state :—

প্রশ্ন। কোন ব্লকে কত দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারকে এখন পর্য্যন্ত আই, আর, ডি. পি স্কীমের বেনিফিট দেয়া হয়েছে ?

উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

প্রশ্ন। ২। এই সকল আই, আর, ডি. পি. বেনিফিসিয়ারীদের কোন ব্লকে কত সংখ্যক পরিবার ১৯৮৭ ডিসেম্বরের পূর্বে বেনিফিটগুলো পেয়েছেন, এবং কত সংখ্যক ১৯৮৮ ফেব্রুয়ারীর পর বেনিফিট পেয়েছেন ?

উত্তর। তথ্য সংগ্রহাধীন।

প্রশ্ন ৩। কোন ব্লকে কত সংখ্যক বেনিফিসিয়ারী দারিদ্র সীমার উপরে উন্নিত হয়েছেন ?

উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-starred Question No : 60

Name of Member : – Shri Diba Chandra Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panychayat Department be pleased to State—

প্রশ্ন : ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বৎসরে রাজ্যে মোট কতজনকে IRDP Loan দেওয়ার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করা হয়েছে; এবং তাহাতে মোট কত অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব সহ্য)

উত্তর :— ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বৎসরে কেন্দ্রিয় সরকার রাজ্যের জন্য ৫৯৯৪টি পরিবারকে IRDP ভর্তুকির মাধ্যমে আর্থিক সহায়তার জন্যে লক্ষ মাত্রা স্থির করিয়াছেন এবং মোট ১৫৩.৯৭৪ লক্ষ টাকা মূলত: ভর্তুকির জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে।

১৯৮৯—৯০ সালে IRDP আওতায় ঋণ দিবার ব্লক ভিত্তিক পরিবারের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। মেলাঘর—২৮২
২। বিশালগড়—৫২০
৩। মোহনপুর—৭৮৯
৪। জিরানিয়া—১৪৬
৫। খোয়াই—৬৬৭
৬। তেলিয়ামুড়া—৩৮৮
৭। মাতাবাড়ী—৪৯৬
৮। বগাফা—২৩১
৯। সাতচাঁন্দ—৬৯৮
১০। রাজনগর—১৮৮
১১। অমরপুর—৬০১
১২। ডম্বুরনগর—২০০
১৩। কুমারঘাট—৪০০
১৪। ছাওমনু—৩০০
১৫। পানিসাগর—৩৭৫
১৬। সালেমা—৪০০
১৭। কাঞ্চনপুর—৩২৫

Admitted Un-starred Question No. :— 62

Name of the Member :— Shri Gouri Sankar Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। জওহর রোজগার যোজনায় এ বৎসর (১৯৮৯-৯০) কত শ্রমদিবস সৃষ্টি হবে আশা করা যায় (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ;

২। উক্ত শ্রমদিবসের দ্বারা কত এবং কি কি সম্পদ সৃষ্টি করা যাবে বলে আশা করা যায় (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ;

৩। এ পর্যান্ত এ প্রকল্পের মাধ্যমে (২১/৭/৮৯) কত শ্রমদিবস সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

Name of the Minister :— Shri Birajit Sinha.

১। বর্তমান আর্থিক বছরে জওহর রোজগার যোজনায় কত শ্রমদিবস সৃষ্টি হইবে তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

ব্লকের নাম		শ্রমদিবসের সম্ভাব্য সংখ্যা
১		২
১। মাতারবাড়ী		৭০,৪৬৪
২। অমরপুর		৪১,৩০৭
৩। সাতচাঁন্দ		৩৬,৪৪৬
৪। রাজনগর		২৬,৪৪৬
৫। বগাফা		৪১,৩০৭
৬। ডম্বুরনগর		১৭,০০৯
৭। পানিসাগর		৩১,৪৫২
৮। কাঞ্চনপুর		২২,২০৬
৯। কুমারঘাট		২৮,৭৭৩
১০। ছাওমনু		১৯,৫৬৩
১১। সালেমা		৩৭,৮৪৪
১২। Superintendent of Agriculture (পানিসাগর)		৪,৬৪২
১৩। —Do—	কাঞ্চনপুর	২,৮৫৭
১৪। —Do—	কুমারঘাট	৪,১০৭
১৫। —Do—	ছাওমনু	৩,৩২১
১৬। —Do—	সালেমা	৩,৯২৮
১৭। D. F. O.	কাঞ্চনপুর	১৪,২৮৫
১৮। —Do—	মনু	১৫,০০০
১৯। —Do—	আমবাসা	১২,৩৯২
২০। —Do—	কৈলাসহর	১৪,২৮৫
২১। বিশালগর		১,১০,৮২৮
২২। মোহনপুর		৮১,৯১৭
২৩। মেলাঘর		৭২,২৭৫

২৪। জিরাণীয়া	৭২,২৭৫
২৫। তেলিয়ামুড়া	৬৭,৪৬০
২৬। খোয়াই	৪৭,১৮৭
২৭। জম্পুইজলা	২৮,৯১৭

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে উক্ত শ্রম দিবসের মাধ্যমে কি কি সম্পদ সৃষ্টি করা হইবে আশা করা যায় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ব্লকের নাম	কি কি সম্পদ সৃষ্টি করা হইবে।
১। বিশালগড	১। সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি।
২। মোহনপুর	১। নতুন রাস্তা নির্মাণ।
৩। জিরানীয়া	৩। তপশিলী জাতি এবং উপজাতিদের জন্য বাড়ীঘর নির্মাণ।
৪। মেলাঘর	৪। পুল নির্মাণ।
৫। তেলিয়ামুড়া	৫। পানীয় জলের ব্যবস্থা।
৬। খোয়াই	৬। ফলের চারা রোপন।
৭। জম্পুইজলা	৭। নালা খনন।
৮। মাতারবাড়ী	৮। বাঁধ নির্মাণ।
৯। বগাফা	৯। ভূমি সংরক্ষণ ইত্যাদি।
১১। অমরপুর	
১২। ডম্বুরনগর	
১৩। সাতচাঁন্দ	
১৪। পানিসাগর	
১৫। সালেমা	
১৬। কাঞ্চনপুর	
১৭। ছাওমনু	
১৮। কুমারঘাট	

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে জওহর রোজগার যোজনায় ৩১/৭/৮৯ পর্য্যন্ত কত শ্রমদিবস সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ব্লকের নাম	৩১/৭/৮৯ পর্য্যন্ত শ্রম দিবসের হিসাব
১	২
১। কাঞ্চনপুর	১০,৫০০
২। পানিসাগর	৩,৪০০

৩।	কুমারঘাট	১২,৪০০
৪।	ছাওমনু	১১,৮০০
৫।	সালেমা	৩৬,৫০০
৬।	মাতার বাড়ী	—
৭।	সাতচাঁদ	—
৮।	অমরপুর	—
৯।	বগাফা	—
১০।	ডম্বুরনগর	১০,২৯২
১১।	হবটি কালচার (শান্তিরবাজার)	১১,৭৪২
১২।	D.F.O. উদয়পুর	৩,৩৬৪
১৩।	—Do—বগাফা	১,৬৫৭
১৪।	—Do—যতনবাড়ী	১,৬৫৭
১৫।	বিশালগড়	১৬০
১৬।	মেলাঘর	—
১৭।	জিরানীয়া	—
১৮।	তেলিয়ামুড়া	৭,৬১১
১৯।	খোয়াই	১২৮
২০।	অম্পুইনগর	৫,০৯৩
২১।	মোহনপুর	—

Admttied Un-starred Question No. 62

Name of the Member : Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ৩১শে জুলাই ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত মোট কতটি খাজনা আ'দায়ের নোটিশ জারী করা হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। খাজনা আদায়ের দায়ে এই সময়ের মধ্যে মোট কতটি ক্রোক নোটিশ জারী করা হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Deptt ।—Revenue Minister

১। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

সদর—	১১১১
সোনামুড়া—	—
খোয়াই—	৮১৮
বিলোনীয়া—	৭০
উদয়পুর—	৮৪
সাব্রুম—	১৭

অমরপুর— —
গণ্ডাছড়া— —
কৈলাসহর — ৭৩
ধর্মনগর— ৯১২
কমলপুর— ১৪০

২। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল :—

সদর— ৯
সোনামুড়া— —
খোয়াই— ৯৯
বিলোনীয়া— ১৮
উদয়পুর— ১
সাব্রুম— ২
অমরপুর— —
গণ্ডাছড়া— —
কৈলাসহর— ৫২
ধর্মনগর— —
কমলপুর— ১৩৪

Admitted Un-starred Question No. 67

Name of Member : Shri Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to State :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার ১৯৮৯ ইং জুনের শেষে কৃষি জমিতে ফেমিলি রেভিনিউ হোল্ডিং সংখ্যা কত।

২। রেভিনিউ হোল্ডিংয়ে মোট কৃষি জমির পরিমাণ কত.

৩। এই সকল ফেমিলি হোল্ডিংয়ের কত সংখ্যা এক হেক্টরের কম জমি কত সংখ্যা ১-২ হেক্টর, ৩-৪ হেক্টর, ৪-৫ হেক্টর, ৫-৬ হেক্টর, ৬-৭ হেক্টর এবং ৭-২০ হেক্টরের বেশী জমির মালিকানা শ্রেণী ভাগে পড়ে ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Deptt. :—Revenue Minister

১ ২ ৩ } ১৯৮৯ ইং সনের জুনের শেষে ফেমিলি রেভিনিউ হোল্ডিং এর সংখ্যা কত সঠিক বলা সম্ভব নয়। শেষ কৃষি সুমারী অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৫-৮৬ সালকে ভিত্তি বছর ধরিয়া। এই রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তৎপূর্বে ১৯৮০-৮১ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরিয়া যে সুমারী হয় সেই অনুসারে অপারেশান হোল্ডিং এর বিভিন্ন শ্রেণীর বিবরণ নিয়ে দেওয়া গেল।

হোল্ডিং এর শ্রেণী	সংখ্যা	জমির পরিমাণ (হেক্টর)
১ হেক্টর পর্যান্ত	২,১০,৯৮৪	১,০১,৯৮৩
১ হে: থেকে ২ হে:	৬১,৪৮৬	৯২,৯৬১
২ হে: থেকে ৩ হে:	২২,২১০	৫৬,৬৯৮
৩ হে: থেকে ৪ হে:	৬,৬০০	২৩,৬৭৮
৪ হে: থেকে ৫ হে:	৩,১১৪	১৪,২৩০
৫ হে: থেকে ৭ হে:	২,৪৪১	১৫,২১৫
৭,৫ হে: এর উপর	৮৯৭	২৫,৩৭২
	৩,০৭,৭৩২	৩,৩০,০৯৭

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Wednesday, the 30th August, 1989

The HOUSE met in the ASSEMBLY HOUSE, Agartala, at 11 A. M. on wednesday, the 30th August, 1989.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Hon'ble Speaker in the Chair, the Chief Minister, Seven Ministers, Nine Ministers of State, the Deputy Speaker, 13 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্ন-গুলি সদস্যদের নামের পাশে উল্লেখ করা আছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে, তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় তাঁর জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সর্ত্তানুযায়ী আগরতলার স্থানীয় এল, পি, জি সরবরাহকারী এজেন্টরা ভোক্তাদের কর্তৃক খালি এল, পি, জি সিলেণ্ডার প্রডিউস করা মাত্র রি-ফিল্ড এল, পি, জি, সিলেণ্ডার সরবরাহ করতে বাধ্য ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে সর্ত্তানুযায়ী এজেন্টগণ ভোক্তাদের তা সরবরাহ না করার কারণ কি ? এবং

৩। প্রয়োজনীয় রি-ফিল্ড এল, পি, জি, সিলেণ্ডার না পাওয়ার জন্য ভোক্তাদের হয়রানি বন্ধ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। তবে যদি ডীলারের নিকট সেই পরিমাণ মজুত থাকে।

২। বটলিং প্লেন্ট দুলিয়াজান হতে পর্য্যাপ্ত সংখ্যক সিলেণ্ডার সরবরাহ না করার দরুন ভোক্তাদের রীতিমত সরবরাহ করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

৩। ডিলারের প্রেরিত টাকা অনুযায়ী রি-ফিলের যোগান বাড়ানোর জন্য তৈল কোম্পানি দুলিয়াজান কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। তদ্রূপ ডীলারকেও অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে সম্ভাব্য পরিমাণ সিলেণ্ডার মজুত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— স্যার, আমরা এটা লক্ষ্য করেছি যে এক অথবা দুই মাস পর পর ভোক্তাদের এই এল, পি. জি, গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে একটা প্রচণ্ড ক্রাইসিস দেখা দেয়, যার ফলে এই শহর এবং শহরতলীতে যে সব ভোক্তা সম্পূর্ণভাবে গ্যাসের উপর নির্ভরশীল, তারা একটা বিরাট হয়রানির মধ্যে পড়ে। স্যার, অনেক সময় এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, সময় মত গ্যাস না পাওয়ার জন্য অনেক পরিবারের স্বামী স্ত্রীতে অহেতুক একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়, এক কথায় গ্যাস সরবরাহ অনিয়মিত হলেই একটা বিরাট প্রবলেম সৃষ্টি হয়। কাজেই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টার দিকে নজর দেওয়ার চেষ্টা করবেন কি যাতে গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ভোক্তাদের আর হয়রানি না হতে হয় ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য অনিয়মিত গ্যাস সরবরাহের জন্য যে সব অসুবিধার কথা এখানে তুলে ধরেছেন, তার অধিকাংশই সত্য এবং আমি নিজেও এই ব্যাপারে ভুক্তভোগী। কাজেই এল, পি, জি, সরবরাহকারী কোম্পানিকে আমরা এই বিষয়ে আরও সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করব যাতে এই আগরতলা শহরে এল, পি, জি সিলেণ্ডার পেতে ভোক্তাদের খুব বেশী অসুবিধার মধ্যে পড়তে না হয়। মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতন ঘোষ যা বলেছেন তা অত্যন্ত সত্য। আমি নিজেও দেখেছি, অনেক সময় যারা এজেন্ট আছেন তাদের অসহযোগিতার জন্য তারা ঠিক ঠিক ভাবে সিলিণ্ডার দিতে পারেন না। আমরা প্রত্যেক এজেন্টকে নির্দ্দেশ দিয়েছি, তার প্রতি যেন তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্য। তবে কিছুদিন পূর্বে আমাদের গ্যাস যেখান থেকে আসে সেই দুলিয়াজানে ষ্ট্রাইক হওয়ার জন্য ভোক্তাদের ঠিকমত গ্যাস দিতে পারা যায়নি। বর্ত্তমানে আর কোন অসুবিধা নেই।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ত্রিপুরা রাজ্যের যে সব মহকুমায় গ্যাস পাওয়া যায় সেখানে গ্যাস সিলিণ্ডারের অভাবে ভোক্তারা সাংঘাতিক অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। কেরোসিনেরও তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় যে সব মহকুমায় গ্যাস পাওয়া যায় সেখানে ঠিকমত সরবরাহ করা হবে কিনা ? ২য় প্রশ্ন হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য মহকুমায়ও গ্যাস সিলিণ্ডার যাতে ভোক্তারা পেতে পারেন তার জন্য সরকার থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তা সত্য। এই কারণে আমরা আরো কয়েকটি মহকুমায় গ্যাসের এজেন্সী দেবার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করেছি।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) : — কোন্ কোন্ মহকুমা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে তার নাম কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এটা আলাদা প্রশ্ন। তবে মাননীয় সদস্যকে জানাতে চাই, বিলোনীয়া মহকুমায় প্রকল্প করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং (শান্তির বাজার) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ভোক্তাগণ গ্যাস সিলিণ্ডার পাবার জন্য দীর্ঘদিন আগে থেকে এ্যাপ্লাই করা সত্বেও গ্যাস সিলিণ্ডার পাচ্ছেন না তা সত্য কিনা ? ২য় প্রশ্ন হচ্ছে, গ্যাস সিলিণ্ডার পাবার জন্য ভোক্তাগণ মাঝে মাঝেই এখানকার লোকদেরকে টাকা দিচ্ছেন অতিরিক্ত তা সত্য কিনা ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এরকম কোন তথ্য সরকারের কাছে নেই। তবে মাননীয় সদস্য যদি সঠিক তথ্য দিতে পারেন, তাহলে তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুকুমার বর্মন।

মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।
মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।
মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।
মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায়,
মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেব নাথ,
মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল ঘোষ,
মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মিঃ স্পীকার 'স্যার' কোয়েশ্চান নং—৪২।

মি· স্পীকার :— কোয়েশ্চান নং— ৪২।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৪২।

প্রশ্ন

১। গত ১৭. ৩. ৮৯ইং বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাপ্ত গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে সভা কর্তৃক সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব পাশ করা হয়, তা কার্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে কি,

২। হয়ে থাকলে কবে তাহা পাঠানো হয়েছে,

৩। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলি যাতে অতি শীঘ্র রূপায়িত হতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ করা হয়েছে কিনা,

৪। হয়ে থাকলে তার ফলাফল ?

উত্তর

১। গত ১৭. ৩. ৮৯ইং বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাপ্ত গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি রূপায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে সভা কর্তৃক সর্ব্ব সম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব পাশ করা হয় তা কার্যাকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে :—

ক) মিথানল প্রোজেক্ট।

খ) বনস্পতি।

গ) আগরতলা শহরে ও শহরতলী এলাকায় পাইপ গ্যাস সরবরাহ করা।

ঘ) মেকানাইজড ব্রিক প্ল্যাণ্ট।

২। ২৫ শে মার্চ্চ, ১৯৮৮ সালে ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশন কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারিয়েট ফর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এপ্রোভেল, ডিপার্টমেণ্ট অব ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ডেভেলাপমেণ্ট উদ্যোগ ভবনে লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করা হয়।

৩। হাঁ।

৪। (১) মিথানল প্রজেক্ট

কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প মন্ত্রকের (Ministry of Industry) অধীন Department of Industrial Development Secretariats for Industrial approvals তাদের

১৫/৬/৮৮ ইং তারিখের (৭৯১) ডি, এল, আর, নং চিঠিতে ১ (এক) লক্ষ মে: টন উৎপাদনক্ষম মিথানলের কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয় রেজিষ্ট্রেশন দিয়েছেন। ১৯৮৭ সালের ১৭ই নভেম্বর কলিকাতাস্থিত মেসার্স কোলমেক ক্যামিক্যাল লিঃ এর সাথে ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ডেভলাপমেণ্ট কোরপোরেশন একটি মেমোরেনডাম অব আণ্ডারষ্টাণ্ডিং সম্পাদন করেন। এই চুক্তি অনুসারে উপরোক্ত সংস্থা দুইটি যৌথ উদ্যোগে ত্রিপুরায় একটি গ্যাস ভিত্তিক মিথানল কারখানা স্থাপন করার কথা ছিল। উক্ত প্রকল্পটি রূপায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার পর উপরোক্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটি যথোপযুক্ত উদ্যোগ না নেওয়ার ফলে তাদের সাথে মেমোরেনডাম অব আণ্ডার ষ্টেণ্ডিং বাতিল করা হয়। পরবর্ত্তীকালে দৈনিক ৩০০ মে: টন মিথানল উৎপাদনক্ষম কারখানাটি স্থাপনের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করে দেশের প্রায় সব প্রান্ত থেকে প্রকাশিত প্রখ্যাত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। যে সব দরখাস্ত পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত সংস্থা রাষ্ট্রিয় ক্যামিকেল এণ্ড ফার্টিলাইজার লি: ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডেভলাপমেণ্ট কোরপোরেশন লিমিটেড এর সাথে যৌথ উদ্যোগে কারখানাটি স্থাপনের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। বর্ত্তমানে এই সংস্থার সাথে মেমোরেনডাম অব আণ্ডারটেকিং এবং জয়েণ্ট এগ্রিমেণ্টের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলছে। আশা করা যায় কিছু দিনের মধ্যে এই পর্ব সমাপ্ত হবে এবং প্রকল্পটি রূপায়নের জন্য পরবর্ত্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২। বনস্পতি প্রজেক্ট

কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরায় দৈনিক ১০,০০০ টন উৎপাদনক্ষম বনস্পতি কারখানা স্থাপনের লেটার অব্ ইনটেণ্ট (নং, এল, ১-৬০৩ (১৯৮৮), ডেইটেড—৬/১০/৮৮) দিয়েছেন। মেসার্স "অতুল গ্লাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ" জয়েণ্ট সেকটারে এই কারখানা স্থাপনের জন্য ত্রিপুরা শিল্প নিগমের সাথে এগ্রিমেণ্ট সই করেছে এবং রেজিষ্টার অব্ কোম্পানিজ থেকে সার্টিফিকেট অব্ ইন-কর্পোরেশন করেছে (নম্বর-১৯-০৩২৫২, তারিখ ৭, ৪, ১৯৮৯। এই বনস্পতি কারখানার নাম 'ত্রিপুরা' বনস্পতি এ্যাণ্ড এলায়েড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লি: —আই, এফ, সি, আইর কাছে ঋণের জন্য দরখাস্ত করা হয়েছে। কারখানার স্থান নির্বাচিত হয়েছে পশ্চিম জেলার যোগেন্দ্রনগর, মলয়নগর ও উত্তর চাম্পামুড়ায় প্রস্তাবিত গ্রোথ সেণ্টার-এ। গ্রোথ সেণ্টারের জন্য ১৭ একর জমি স্থিরিকৃত হয়েছে এবং শীঘ্রই নূতন কোম্পানিকে ঐ জমি অর্পন করা হবে। আশা করা যায় অতি শীঘ্রই কারখানা স্থাপনের কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হবে।

৩। আগরতলা শহরে পাইপ গ্যাস সরবরাহ

প্রজেকট্ এণ্ড ডেভলাপমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ এর টেকনিক্যাল কনসালটেন্সি সংস্থা আগরতলা শহর বাড়ী বাড়ী পাইপ লাইন-এ গ্যাস সরবরাহের এক প্রজেকট রিপোর্ট তৈরী করেছেন। গত ১, ৬, ৮৮ তারিখে "বোম্বে গ্যাস" ও, এন, জি, সি এবং ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডেভলাপমেণ্ট কর্পোরেশনের মধ্যে একটি মেমোরেনডাম অব্ আণ্ডারষ্টেণ্ডিং স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু বোম্বে গ্যাস ঐ পাইপ লাইন স্থাপনের আশানুরূপ আগ্রহ প্রকাশ না করায় আসাম সরকারের সংস্থা মেসার্স আসাম গ্যাসের কাছে আগরতলা শহরে পাইপ গ্যাস সরবরাহ সহ অন্যান্য শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহ করার জন্য ত্রিপুরা শিল্প নিগমের সাথে যৌথ উদ্যোগে একটি নূতন কর্পোরেশনের স্থাপনের ব্যাপারে আলোচনা হয়। আসাম গ্যাস কোম্পানী এই যৌথ উদ্যোগে উক্ত প্রকল্প স্থাপনের ব্যাপারে নীতিগত ভাবে সম্মতি দিয়েছেন। আসাম গ্যাসের কাজ কর্ম ত্রিপুরা শিল্প নিগমের পদস্থ অফিসাররা আসামে গিয়ে সরজমিনে প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। জয়েণ্ট সেকটার এগ্রিমেণ্ট স্বাক্ষর করার কথা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিবেচনা করা হবে।

৪। মিকানাইজড্ ব্রিক প্ল্যাণ্ট

ত্রিপুরায় ইটের চাহিদা মেটানোর জন্য একটি গ্যাস ভিত্তিক মিকানাইজড্ ব্রিক প্ল্যাণ্ট স্থাপন করা যায় কিনা এই সম্পর্কে সমীক্ষা করার জন্য মেসার্স কনসালটেন্সি একটি সংস্থাকে Detailed Project Report তৈরীর জন্য অনুরোধ করা হয় এবং তাদের সাথে এই মর্মে এগ্রিমেণ্ট করা হয়েছে যে ঐ সংস্থা টার্ন কি বেসিসে কারখানা স্থাপন করবেন।

উপরোক্ত কনসালটেন্সি ফার্মের নিকট থেকে Detailed Project Report পাওয়া গিয়েছে এবং উহা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। আশা করা যায় শীঘ্রই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে আমি খুব আশান্বিত হয়েছি। শুধু একটা জিনিষ জানতে চাই যে, যে-সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি যেমন মিথানল কারখানা, বনস্পতি কারখানা এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রোজেক্টের কথা বলা হয়েছে সেগুলি কবে নাগাদ শেষ হবে এবং তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের কত বেকারের চাকুরীর সংস্থান হবে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : - মাননীয় স্পীকার স্যার, মিথানল প্রজেক্টের ব্যাপারে আমি বলেছি রাষ্ট্রীয় ক্যামিকেলের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছে, খুব শীঘ্রই কাজ শুরু করার জন্য আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছি। খুব শীঘ্রই চীফ সেক্রেটারিয়েট পর্যায়ে একটা

মিটিং হবে, তারপর আমরা কাজ শুরু করব বলে আশা করছি। আর বনস্পতির কথা মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এইটা এখন সববিছুই এগিয়ে আছে, এইটা এখন শুধু আরম্ভ হলেই হবে এবং আমরা অতুল গ্লাস ইণ্ডাস্ট্রির সাথে যোগাযোগ করছি, আমরা জায়গাও দেখেছি উনারা আসলেই আমরা জায়গাটা উনাদের দিয়ে দেব, তারপর কাজ শুরু হবে বলে আশা করছি। আর অ্যামপ্লয়মেণ্টের ব্যাপারটা এখন সঠিক, বলা যাচ্ছে না, কত অ্যামপ্লয়মেণ্ট হবে পরবর্তী সময়ে ডিটেইল্‌স বলা যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনিয়া) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং —৪৫।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪৫

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : - অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪৫

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কথিয়া ড্রিলিং ওয়েল থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে বাধারঘাট ও, এন, জি, সি, কমপ্লেক্সে সরাসরি রান্নার গ্যাস সরবরাহ করা হইতেছে।

২। সত্য হইলে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাপ্ত গ্যাসকে এল, পি, জি সিলিণ্ডারজাত করার কোন অসুবিধা আছে কিনা।

উত্তর

১নং এবং ২নং বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে ক্ল্যারিফিকেশান দিচ্ছে, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪২। এইটাতে বনস্পতির যে উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টন। দৈনিক ৫০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন। এইখানে ছাপানোর ভুল হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস,

অনুপস্থিত।

মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

অনুপস্থিত।

মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

অনুপস্থিত।

মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস।

অনুপস্থিত।

মাননীয় সদস্য **শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং।**

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং (শান্তির বাজার) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং —১০৮।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১০৮।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১০৮

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে জি, বি, এবং ভি, এম হাসপাতালের রক্ত মজুতের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা না থাকায় রোগীদের প্রায়শই নিজ ব্যবস্থাপনায় চড়া দামে রক্ত ক্রয় করতে হয় এবং হয়রানি হতে হয়,

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। এই কথা সত্য নহে। জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সগ্রহের ব্যবস্থা আছে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যেকথা জানালেন, এইকথা বাস্তবে কতটুকু সত্য মাননীয় মন্ত্রী খতিয়ে দেখবেন কিনা, কেননা আমরা জানি মফস্বল থেকে রোগী আসে, হঠাৎ যদি রক্তের দরকার হয়, রক্তের জন্য হন্যে হয়ে ছুটে এবং একএকটা বোতল রক্তের দাম ১ হাজার ২ হাজার টাকা নেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় হোমগার্ডরা প্রায়ই রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করার জন্য আসে এবং গ্রুপ পরীক্ষা করে দেওয়া হয়, কিন্তু প্রয়োজনের সময় দেখা যায় ওদের কাছ থেকে রক্ত পাওয়া যায়না এবং এই অভিযোগ সত্য কিনা যারা রক্ত দেয় এরা রক্তের বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকেও টাকা নেয় এবং যাদের রক্তের দরকার তাদের কাছ থেকেও টাকা নেয়, দুই দিক থেকেই ওরা টাকা নিচ্ছে। এই খবর মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, স্বেচ্ছায় যারা রক্ত দান করে জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকে সেই রক্ত মজুত রাখা হয়। প্রয়োজনে সেই রক্ত রোগীদের বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। স্বেচ্ছায় রক্তদাতার অভাবহেতু প্রায়ই রক্ত মজুত রাখা সম্ভব হয়না। স্বেচ্ছায় রক্তদাতা পাওয়া না গেলে রোগীদের আত্মীয় স্বজনরা রক্ত দেওয়ার জন্য লোক

নিয়ে আসে এবং যারা এইভাবে রক্ত দেন এইসমস্ত রক্তদাতাদের সরকারী নিয়ম অনুসারে ১০০ টাকা করে দেওয়া হয়। এখানে যে কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন যে যারা রক্ত দাতা তারা সরকারের থেকে এবং উভয় থেকে টাকা নেয় এইটা আমি সঠিক জানিনা। কারণ যদি ব্লাড ব্যাংকে রক্ত মজুত না থাকে তাহলে সাধারণতঃ নিজেরা আত্মীয়স্বজনরা রক্ত দান করেন. সেখানেত উভয় পক্ষ থেকে টাকা নেওয়ার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। আর এইরকম যদি হয়ে থাকে তদন্ত করে দেখা হবে যাতে এইরকম না হয়।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রক্তের ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের কিছু কিছু সূত্র থেকে জানতে পারছি যে, আমাদের এখানে যে ব্লাড প্রিজারভেশান করার ব্যবস্থা আছে সেখানে ৫-৭ বোতলের বেশী ব্লাড প্রিজারভেশান করা যায়না। আরও বেশী যাতে করা যায় সেই ব্যবস্থা করা যায় কিনা মাননীয় মন্ত্রী দেখবেন কিনা? কারণ অনেক সময় দেখা যায়, যেমন স্বাধীনতা দিবসে, কিংবা প্রজাতন্ত্র দিবসে অনেক ভলান্টিয়ার অরগেনাইজেশান বা স্কুল বা ইউনিভারসিটির ছাত্ররা রক্ত দিতে চায় কিন্তু সেখানে রক্ত মজুত করার কোন ব্যবস্থা নেই। দ্বিতীয়তঃ রক্ত যে নেওয়া হচ্ছে সেখানে এইড স একটা রোগ ভাইরাস যেটা সারা পৃথিবীতে একটা আতংকের কারণ, এই এইডস্ গ্রুপ পরীক্ষা করার কোন ব্যবস্থা রয়েছে কিনা যদি না থাকে তাহলে সে ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মি. স্পীকার স্যার আমাদের জি, বি, ও ভি, এমে ৫০ বোতল রক্ত প্রিজার্ভ করার ব্যবস্থা আছে, আর এইডসের ব্যাপারে আপাততঃ আমরা রক্ত পরীক্ষার ক্যালকাটা পাঠাই। যাই হউক এখানে যাতে রক্ত পরীক্ষা করা যায় তার জন্য আমরা ব্যবস্থা করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং, শ্রীফয়জুর রহমান ও শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১।

প্রশ্ন

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আন্ত্রিক ও কালাজ্বরে কতজন রোগী-আক্রান্ত হয়েছেন (বিভাগ-ভিত্তিক হিসাব ,

২। তন্মধ্যে কতজন মারা গিয়াছেন (আন্ত্রিক ও কালাজ্বরে আলাদা আলাদা হিসাব); এবং

৩। আন্ত্রিক রোগ নিবারণে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

১ ও ২। উক্ত সময়ে রাজ্যে আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল। কালাজ্বরে আক্রান্ত বা মৃতের কোন সংবাদ নাই।

মহকুমার নাম	আক্রান্তের সংখ্যা	মৃতের সংখ্যা
সদর	১৬,৫৪৪	৯৩
সোনামুড়া	১,৬৬২	৭
খোয়াই	৩০,৫৬৩	২৯
উদয়পুর	১৪,২৩৪	৭
বিলোনিয়া	৩১,২১৯	৮
সাব্রুম	১৩,০০৩	৫
অমরপুর	২০,০৭৯	৬
কৈলাসহর	২৭,৮৪৭	৫৪
ধর্মনগর	২৭,২৯২	৪০
কমলপুর	৭,৩২৩	৬
	১,৯০,০৬০	২৫৫

৩। এই রোগের বিস্তৃতি এবং প্রবণতা রোধ করার জন্য গৃহীত প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থাদি যথা স্বাস্থ্য রক্ষাজনিত জনশিক্ষা, পানীয় জল শোধন করা, স্বাস্থ্য রক্ষা ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষা। জল পরিশোধনের জন্য হ্যালোজেন টেবলেট এবং খাওয়ার জন্য সরবতের প্যাকেট আক্রান্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তারবাবু এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত এলাকায় প্রতিষেধকমূলক ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। প্রয়োজনে দপ্তর থেকে শিশু চিকিৎসক সহ মেডিকেল টিম প্রতিরোধমূলক ব্যাবস্থা নেওয়ার ও চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে উত্তর এখানে দিয়েছেন তাতে এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে প্রতি বছর এই রোগে আক্রান্ত হওয়া একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য সরকারী তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা বা উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা, কারণ আন্ত্রিক হলেও অনেকে প্রথমে হাসপাতালে যেতে চাননা, কিন্তু যখন অবস্থা খারাপ হয়ে যায় তখন যায়। অথচ তখন রোগ মুক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই মোবাইল মেডিকেল টিম

গ্রামে-গঞ্জে পাঠিয়ে তাদেরকে আক্রমণের হাত থেকে বাঁচিয়ে রক্ষা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) : – মি. স্পীকার স্যার, স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে খুব একটিভলি প্রচেষ্টা চালান হয়েছে যাতে করে এই রোগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচান যায়। যার ফলে যেখানে ২ লক্ষের মত লোক আক্রান্ত সেখানে ২৫৫ জন লোক মারা গেছে এবং আগামী দিনে যাতে এই রোগ না হতে পারে তার জন্য আলাদা এডুকেশন ও বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন গত বছর নেশন্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে দুইজন স্পেশিয়েলিষ্ট এনে এই আন্ত্রিকের সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এবং তাদের এডভাইস অনুসারে আমরা বিভিন্ন এরিয়াতে এবং প্রত্যক পি, এইচ, সি, তে ম্যাডিকেল অফিসারদের দ্বারা সেগুলি প্রতিশেধক-মূলক ব্যবস্থা নিয়েছি। তবে এইগুলি হচ্ছে ওয়াটার বোর্ণ ডিজিইজ্। গত বছর আমরা প্রায় ৫৫ লক্ষ রোগীকে ইনডোরে এবং আউটডোরে চিকিৎসা করেছি। তারমধ্যে ৫০ লক্ষই ওয়াটার বোর্ন ডিজিজ। কাজেই আমরা যদি বিশুদ্ধ পানীয় জল সাপ্লাই করতে পারি তাহলে তাহলে আমরা এইটা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী

(অনপস্থিত)

মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— মিঃ স্পীকার এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৮৭।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৮৭।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমান রাজ্য সরকার সরকারী কর্মচারীদের কি কি নিয়মনীতিতে বদলী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন

২। যে সমস্ত কর্মচারী ৯/১০ বৎসর যাবৎ বাড়ীর সুবিধা থেকে বঞ্চিত ঐ সমস্ত কর্মচারীদের বদলীর ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমান রাজ্য সরকার জনস্বার্থে ও প্রশাসনিক প্রয়োজনানুসারে সরকারী কর্মচারীদের বদলী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২। বদলীনীতিতে কর্মচারীদের বাড়ীর সুবিধা দানের বিষয়টির কোন সংস্থান নাই। অতএব প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আমরা দেখেছি আগরতলা শহরে বহু কর্মচারী ১০/১২ বৎসর যাবৎ তারা এখানে চাকুরী করছেন এবং বিশেষ করে শিক্ষা বিভাগের কথা বলছি। গ্রামে গঞ্জে যে সকল স্কুলগুলি রয়েছে সেই স্কুলগুলির মধ্যে বর্তমানে একটা হাইস্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে ৪ থেকে ৫ জন এবং এমন স্কুল রয়েছে সিনিয়র বেসিক স্কুল সেখানে শিক্ষক হচ্ছে মাত্র দুই জন; এই ক্ষেত্রে একটা নীতি নির্ধারণ করে যারা যারা গ্রামে গরীব মানুষের ছেলেরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায় সেই দিকে চিন্তা করে যারা আজকে হাউজিং ব্যবস্থা নিয়েছেন বাড়ী থেকে দশ বার বৎসর যাবৎ শিক্ষকতা করছেন তাদের ব্যাপারে একটা চিন্তা ভাবনা করা হবে কি না?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : – স্যার মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্নটি রেখেছেন, তাতে তিনি এক নং প্রশ্নে বলেছেন যে কি নিয়ম নীতির উপর ভিত্তি করে বদলী করা হচ্ছে? স্যার, সরকার এ ব্যাপারে একটি নিয়ম নীতির মধ্যে চলছে? রাজ্য সরকারের একটি সার্কুলারও আছে। সেটি হলো: ট্রেন্সফার এবং পোষ্টিং অব গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়ীস্ ইন্ট্রাকশান: তাতে বলা হয়েছে, আফটার কেয়ারফুল কনসিডারেশান ইট হেড বিন ডিসাইডেড দ্যাট দি ফলোয়িং টু ক্রাইটোরিয়া সুড বি টেইকেন ইন টু কনসিডারেশান। নং (১) পাবলিক ইন্টারেস্ট এবং (২) এডমেনিসট্রেটিভ একস্‌পিরিয়েন্স। সুতরাং আমরা এই দুই নিয়মের মধ্যে এই সমস্ত ট্রেন্সফার করছি। মাননীয় সদস্যের দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল হাউস ফেসেলিটিস-এর ব্যাপারে।

কিন্তু উনার সাপলিমেন্টারী ছিল গ্রামে গঞ্জের স্কুলগুলিতে যেখানে শিক্ষক নাই সেখানে শিক্ষক দেওয়া হবে কিনা? সেটা পাবলিক ইন্টারেস্ট-এর ব্যাপার। আমরা এটা অবশ্যই পাবলিক ইন্টারেস্টে দেখব।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন পাবলিক ইন্টারেস্ট যদি পাবলিক ইন্টারেষ্ট দেখেন তাহলে আগরতলা শহরের সমস্ত কর্মচারী আগরতলা থাকার দাবী করবেন। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে মোহনপুরের লোক ১৪ বৎসর ধরে আছেন ধর্মনগর, সাব্রুম ইত্যাদি জায়গায়। তাদের, মানে এই সমস্ত নির্যাতিত কর্মচারীদের বিগত বামফ্রন্ট আমলেও ফেরান হলো না, এবং আজ পর্যন্ত এই সরকারও তাদের ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। তাদের বদলীর ব্যাপারে অনুরোধ করেও কোন লাভ হয় নাই। আগরতলা শহরে যাদের বাড়ী ঘর আছে সেই সমস্ত কর্মচারীদের গ্রাম গঞ্জ থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের গ্রামের লোকদের

ফিরিয়ে আনা হচ্ছে না। কিন্তু কেন? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার অনুরোধ এ ব্যাপারে নিয়ম নীতির মাধ্যমে কি সিদ্ধান্ত নেবেন তাহা জানাবেন কি?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, সেটাতো আমি বলেছি যে, পাবলিক ইন্টারেস্ট এবং প্রশাসনের প্রয়োজনে যা করার দরকার রাজ্য সরকার তা অবশ্যই করবেন।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেহেতু এখানে সার্ভিস এণ্ড এপয়েন্টমেন্ট-এর ব্যাপারটা আলোচনা হচ্ছে সেই কারণে আমার প্রশ্নটা হলো, কিছু কিছু দপ্তরে যে ট্রেন্সফার করা হচ্ছে তাতে আমরা দেখছি বিভিন্ন ব্লকে, যেমন আমাদের ছামনু টি, ডি ব্লকে ওভারসিয়ার নাই। কিন্তু এব্যাপারে আমি এখন পর্য্যন্ত কোন রেসপন্স পাই নাই। কোন ব্লকে যদি ওভারসিয়ার না থাকে তাহলে জনিয়র ওভারসিয়ার সমস্ত কাজ করতে পারেন না। জওহর রোজগার যোজনা প্রকল্পের কাজ চলছে। কিন্তু ব্লকে একজনও ওভারসিয়ার নাই। এই অবস্থায় ওভারসিয়ার ছাড়া কি করে কার্যসূচী রূপায়ন করা যায়? আমাদের ছামনু টি, ডি ব্লকে ওভারসিয়ার বদলী করা হয়েছে কিন্তু টিল নাউ নো রিপ্লেসমেন্ট। এইভাবে বিভিন্ন দপ্তরে ট্রেন্সফার হয়েছে। কিন্তু রিপ্লেসমেন্ট নাই। রিপ্লেসমেন্ট ছাড়া ট্রেন্সফার করা হলে বিভিন্ন দপ্তরে কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। এতে সরকারের বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা হবে। এব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অতি সত্বর খতিয়ে দেখবেন কিনা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমরা এখানে যেটা বলেছিলাম যে, এড্মিনিষ্ট্রেটিভ এক্সপেরিয়েন্স এবং পাবলিক ইন্টারেস্ট এই দুই নিয়মে সরকার সাধারণতঃ বদলী করছেন। এ সম্পর্কে একটি সার্কুলারও ইতিপূর্বে জারী করা হয়ে গেছে। এটা হতে পারে যে কোন কোন ব্লকে ওভারসিয়ার নেই বা অভাব রয়েছে। ওভারসিয়ারে পোস্টটাকে পরিবর্তন করে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়রের পোষ্ট করা হয়েছে। এখন আমাদের কিছু জনিয়র ইঞ্জিনিয়রের অভাব রয়েছে। সেই সমস্ত পদে নিয়োগ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তখন নতুন করে নিয়োগ করা হলে যেখানে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়রের অভাব রয়েছে, সেখানে জনিয়র ইঞ্জিনিয়র দেওয়া হবে।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে পাবলিক-ইন্টারেস্ট, ওউন ইন্টারেস্ট বলেছেন আমি এটা মেনে নিলাম।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি কোথাও ওউন ইন্টারেস্ট বলি নাই।

শ্রীদীপক নাগ :— এভন্যতো কোন কোন জায়গাতে শিক্ষকের অভাবে সোসাল্ সেন্টারগুলি অচল হয়ে পড়ে আছে। যেমন জম্পুইজলা ব্লকে মাদমিবাড়ী নয়াবাড়ী বিভিন্ন জায়গাতে একজনও

শিক্ষক-শিক্ষিকা নাই। সেগুলি সম্পর্কে সরকার চিন্তা ভাবনা করে পড়াশুনার পরিবেশ অনতিবিলম্বে ফিরিয়ে আনার কোন ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, যদিও এটা আলাদা প্রশ্ন, সোসাল এডুকেশান সম্পর্কে। বদলী বা ট্রেন্সফার সম্পর্কে মাননীয় বিধায়ক যদি কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য দেন তাহলে আমরা সেটা অবশ্যই খতিয়ে দেখব এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, যারা যারা দরখাস্ত দিয়েছেন অসুবিধা দেখিয়েছেন তাদেরকে বদলী করা হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, সারা রাজ্যে এ পর্য্যন্ত কতজন ওউন ইন্টারেস্টে দরখাস্ত দিয়ে বদলী হয়েছেন, কতজন পাবলিক ইন্টারেস্টে বদলী হয়েছেন এবং কতজন মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে বদলী হয়েছেন? এতথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন। আলাদা করে প্রশ্ন করলে আলাদা করে উত্তর দেওয়া হবে।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বহু চেষ্টা করেও আমরা পাবলিক ইন্টারেস্টে কোন শিক্ষক বা কর্মচারী পাইনি আজকে এক বছর যাবত। এই অবস্থা কতদিন চলবে? সুতরাং যারা এপ্লিকেশান করেছে তাদের মধ্য থেকে অতি সত্বর লোক নেবেন কিনা?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। তবে বিভিন্ন জায়গা থেকে এই ধরনের অভিযোগ আসে যে বহু স্কুলে শিক্ষকের অভাব রয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা মন্ত্রীকে বলে দিয়েছি সেইসমস্ত স্কুলে শিক্ষক দেবার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ২৯৪।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনবাড়ী হাসপাতালে বহুদিন ধরে পায়খানা ও প্রস্রাবের কোন জায়গা না থাকায় হাসপাতালের রোগী এবং জনসাধারণের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে সরকার উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। এমন কোন তথ্য দপ্তরে নাই। উল্লেখ থাকে যে হাসপাতালে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আলাদাভাবে কোন পায়খানা বা প্রস্রাবের জায়গা রাখা হয় না। তবে রোগীদের জন্য পায়খানা প্রস্রাবের বন্দোবস্ত রয়েছে।

২। প্রশ্নই আসে না।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— যারা রোগী বা যারা চিকিৎসারজন্য যায় তারা বাইরের জঙ্গলে গিয়ে প্রাকৃতিক কাজ করে। আমি নিজেও গত বৎসর গিয়েছিলাম। তখনও এরকম দেখেছি। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খবর নেবেন কিনা যে এরকম চলছে কিনা? অন্ততঃ হাসপাতালের অ্যাটাচ না হলে আলাদাভাবে করা যায় কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) **:—** আমি যতদূর জানি আছে তবে অনারেবল মেম্বার সকল বলছেন আমি দেখব। কিন্তু আমি যতটুক জানি আছে।

শ্রীদীপক নাগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি শুধু কাঞ্চনবাড়ী নয়, জিরানিয়া, তেলিয়ামুড়া, বিভিন্ন হাসপাতালে পায়খানা এবং প্রস্রাবাগার, যেমন তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে ঢুকার মুখেই পায়খানা এবং প্রস্রাবাগার। সেখানে রোগীরা রোগ নিরাময়ের জন্য যায়, কিন্তু পায়খানা প্রস্রাবাগারের গন্ধে তারা সেখানেই আক্রান্ত হয়ে যায় নতুন রোগে। পাশাপাশি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এ'সমস্ত রুর‍্যাল হাসপাতালের জন্য এডভাইসার কমিটির সমস্য। করেছেন আমাকে এবং সেখানে নির্দেশ আছে যে হাসপাতালের ইমপ্রুভমেণ্টের জন্য, হাসপাতালের রোগীদের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য কমিটি সুপারিশ করলে সরকার থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু গত দেড বছরে তেলিয়ামুড়া এবং জিরানিয়া রুর‍্যাল হাসপাতাল থেকে আমরা পায়খানা প্রস্রাবাগার, পানীয় জল, ইলেকট্রিসিটি বিভিন্ন ব্যাপারে, বিভিন্ন সময়ে ব্যাক্তিগত-ভাবে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করেছি, কিন্তু গত দেড় বছরে ঐ সমস্ত হাসপাতালে যে সমস্ত সুপারিশ শুধু আমি, এই কমিটির মেমবার, পি, ডব্লিউ, ডি, ইলেক-ট্রিসিটি, ওয়াটার সাপ্লাই, বিভিন্ন দপ্তরের অফিসাররাও আছেন, কিন্তু জিরানীয়া হাসপাতালে গত দেড় বছর ধরে কোন ওয়াটার সাপ্লাই-এর ব্যবস্থা নেই, সেটা বার বার জানানো হয়েছে। তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে সুইপার নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমরা সুপারিশ করেছিলাম কমিটির তরফ থেকে এডহক ভিত্তিতে সেখানে যাতে সুইপার নিয়োগ করা যায় সেই অর্ডার দেওয়া হোক। সেটাও দেওয়া হয়নি। এইভাবে সেগুলর সুষ্ঠু ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে জনস্বার্থে নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য দীপক বাবু জিরানিয়া এবং তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল সম্পর্কে যে অভিযোগ করেছেন, তা সঠিক। কিন্তু এগুলি অনেকদিন আগেই তখনকার ডিজাইন মতো পি, ডবলিউ, ডি, তৈরী করেছিল যাতে বর্তমানে অনেক ক্রুটি দেখা দিয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিল্ডিং বা প্রয়োজনীয় পায়খানা অথবা বাথরুম ছাড়া পি, ডবলিউ, ডি তৈরী না করে, সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে। এছাড়া অন্যান্য যেসব অব্যবস্থার কথা মাননীয় সদস্য তুলে ধরেছেন, সেগুলিও আমরা খতিয়ে দেখব।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— স্যার, বিগত ১০ বছর বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল এবং তারা ১০ বছরে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে গিয়েছেন, তাতে আমাদের সরকার আসার পর সমস্ত দফতরগুলিতেই কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তরে সেই রকম কোন পরিবর্তন হয়নি। বিশেষ করে আমি আমার মোহনপুর সম্পর্কে বলছি এবং বামফ্রন্টের আমল থেকে সেই ১৯৮৯ সাল থেকে আমি বিধানসভায় চীৎকার করে আসছি যে রোগীদের ভাল করার জন্যই হাসপাতালে আনতে হয়, কিন্তু এখানকার পায়খানাগুলির যে অবস্থা তাতে রোগীরা আরও রোগ গ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে পি, ডবলিউ, ডিকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে হেলথ ডিপার্টমেন্ট টাকা, দেয় না, আবার হেলথ ডিপার্টমেন্টকে জিজ্ঞাসা করলে, তারা বলবে যে পি, ডবলিউ'ডি কাজ করে না। অর্থাৎ পি, ডবলিউ, ডি, আর হেলথ ডিপার্টমেন্ট মিলেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বাস্থ্যকে এমন একটা পর্য্যায়ে নিয়ে গেছে, যে নতুন সরকার আসার পরেও আমরা তার থেকে মুক্তি পাচ্ছি না, এটা বড়ই দুঃখের। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণের জন্য নতুন সরকার এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য কোন স্পেসিফিক হসপিটালের কথা বলেননি, মনে হয় উনি উনার মোহনপুর সম্পর্কে বলতে চাইছেন। এই মোহনপুর সম্পর্কে আমরা পি, ডবলিউ, ডিকে বলে দিয়েছি যাতে তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং :— বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র কিংবা হসপিটালগুলিতে প্রয়োজনীয় সীটের অভাবে রোগীদের বাইরে কিংবা ফ্লোরে বাধ্য হয়ে থাকতে হয়। এখন স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা হসপিটালগুলিতেই যদি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তাহলে আমরা কতটুকু সুস্বাস্থ্য আশা করতে পারি। কাজেই স্বাস্থ্য কেন্দ্র অথবা হাসপাতালগুলিতে সীটের সংখ্যা বাড়িয়ে রোগীদের যাতে সুষ্ঠভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্য সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং দ্বিতীয়তঃ আমরা জানি যে, স্বাস্থ্য কেন্দ্র অথবা হাসপাতালগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ডেটল,

ফিনাইল এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক সাজ-সরঞ্জাম রাখা হয়, অথচ আমরা লক্ষ্য করছি যে সেগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না, ফলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং হাসপাতালগুলি এমন একটা অপরিছন্ন এবং অপরিষ্কার অবস্থায় থাকে যে সেগুলিতে রোগীর চিকিৎসা করা অসম্ভব হয়ে উঠে, এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় কি পদক্ষেপ নিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা ঠিক যে রোগীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় আমাদের প্রত্যেক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালগুলির ফ্লোরে রোগী রাখতে হয়। অনেক সময় হাসপাতালের ক্যাপাসিটির চাইতেও ২/৩ গুণ রোগী আমাদের রাখতে হয়, যার ফলে অনেক সময়ে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফ্লোরগুলিও পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে দুইটি ফিনান্সিয়েল ইয়ারে ৪০টি নতুন পি, এইচ, সি, খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটার কাজ শুরু হয়ে গেছে, আরও ১০/১২ টার এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ এ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয়ে গেছে, এবং বাকীগুলির এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ এ্যাপ্রুভ্যালও আগামী দুই এক বছরের মধ্যে পাওয়া যাবে। কাজেই সবগুলির কাজ শেষ হলে পরে আমাদের আর কোন হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই তার ক্যাপাসিটির বেশী রোগী রাখার প্রয়োজন হবে না এবং সেগুলি পরিষ্কার পরিছন্ন রাখাও আমাদের পক্ষে সহজতর হবে।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, শ্রীসমর চৌধুরী।

মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

অনারেবল মেম্বার, শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ৫।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ৫।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নং— ৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিগত বামফ্রন্ট আমলে রানীর বাজার পঞ্চায়েতে ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল করার উদ্দেশ্যে এলাকাবাসী তিন কানি জমি দান করে,

২। সত্য হইলে বর্তমানে সরকারের ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

৩। থাকলে কবে নাগাদ শুরু করা হবে,

৪। না হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। রানীর বাজার পঞ্চায়েতে বিগত বামফ্রন্ট আমলে ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল করার জন্য তিন কানি জমি দেওয়া হইয়াছে এমন কোন তথ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে নাই।

২।
৩। ১ নং প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন উঠেনা।
৪।

শ্রীদীপক নাগ ঃ— বিগত বামফ্রন্ট আমলে রানীর বাজার টু বুরাখা রাস্তা সংলগ্ন রামঠাকুর মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ৩ কানি জায়গা সেখানে ধান কোটা শ্রমিক সমিতির নামে ছিল। সেই জমিটা তৎকালীন স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব (খুব সম্ভবত), রথীন দত্ত মহোদয় এবং নীলমণি দেববর্মা ডাইরেকটর সহ সে অঞ্চলে সভা করে সেখানকার পঞ্চায়েত অফিসে বসে সেখানে সিদ্ধান্ত ক্রমে ঐ তিন কানি জমি হসপিট্যালের উদ্দেশ্যে দান করেন। তৎকালীন প্রধান এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ আলোচনা ক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, রানীর বাজারে এখন একটা ডিসপেনসারী আছে, রানীরবাজার পি. ডাব্ল্যু. ডি. অফিসের ওয়াটার সাপ্লাই-এর একটি রুমের মধ্যে। সেটা স্থানান্তরিত করে সেখানে ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল করা হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিস্তারিত তথ্য নিয়ে সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

.**শ্রীকাশীরাম রিয়াং** (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই জিরানীয়া ব্লকে জিরানীয়া রুর‍্যাল হসপিটাল আছে। খয়েরপুর-পুরাতন আগরতলায় সেটার কাজ আরম্ভ হবে। বুরাখাতে পি. এইচ. সি. করার কাজ ইমিডেয়েট পি. ডাব্ল্যু. ডি. হাতে নেবে। রাধাপুর, চম্পকনগরে প্রপোজাল আছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অ্যাডমেনিষ্ট্রেটিভ এপ্রোভেল দিয়ে দেব। তবে লোক সংখ্যা অনুযায়ী জিরানীয়া ব্লকে আরো ২টি. এইচ. সি. করা যেতে পারে। তখন আমরা চিন্তা করব, মান্দাই এবং রানীর বাজারে সেটা করা যায় কিনা ?

শ্রীদীপক নাগ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, রাজ্য সরকার রানীর বাজার এলাকা নোটিফায়েড ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া, জিরানীয়া ব্লকের মধ্যে রানীরবাজার এলাকায় জনসংখ্যা সব চেয়ে বেশী। কাজেই সেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালই করা যায়, সেই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে কিনা তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি আগেই প্রশ্নোত্তরের সময় বলেছি যে জিরানীয়া ব্লকে করা যেতে পারে। একর্ডিংটু পপুলেশ্যান এটা যদি মাননীয় বিধায়ক চান তাহলে আমরা সেটা মান্দাই এবং রাণীর বাজারে করতে পারি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৪।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্র) ঃ — স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৪।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় ভোক্তাদের সরবরাহের জন্য মাসিক কত পরিমাণ রেশনের চাউলের প্রয়োজন ?

২। কি পরিমাণ চাউল অন্য রাজ্য থেকে আমদানী করিতে হয়, এবং

৩। বর্ত্তমানে গ্রামাঞ্চলে রেশন ব্যবস্থা সঠিকভাবে চালু আছে কিনা ?

উত্তর

১। ১৪,৫০০ মেট্রিক টন চাউল।

২। বর্ত্তমানে ১২,৫০০ মেট্রিক টন চাউল পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশানের জন্য বরাদ্দ করা হইয়া থাকে এবং এই বরাদ্দকৃত চাউল ফুড করপোরেশন হইতে আমদানী করা হইয়া থাকে যাহা রাজ্যের বাহির হইতে তাহারা আমদানী করে।

৩। হ্যাঁ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা কিছু দিন আগে দেখেছি কিছু কিছু রেশন সপে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিশেস করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সেখানে এটা কি কৃত্রিম ঘাটতি নাকি কমিউনিকেশ্যানের অসুবিধার জন্য এই ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে ? দ্বিতীয়তঃ এই ঘাটতি কোথাও কোথাও ডিলারদের এবং কালোবাজারীদের যোগ সাজসে এই ঘাটতি সৃষ্টি করা হয়েছে ? এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিগত দিনগুলিতে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং তা কতটুকু কার্যকরী হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, কিছু কিছু রিমুট এরিয়াতে যোগাযোগের অসুবিধার জন্য কিছু কিছু সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, তাই চাউলের বরাদ্দ আমরা যথারীতি পাঠাতে পারি না। মাননীয় সদস্য বলেছেন কিছু কিছু ডিলারই হোক এবং কিছু কিছু কালোবাজারী হোক তারাও এই ঘাটতি সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করেছেন, এই রকম খবর আমাদের কাছে যখনই পৌছায় আমরা সেটা এনকোয়ারি করি। আমরা এমন অনেক রেশন সপ বাতিল করে দিয়েছি মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই সেটা জানেন বলে আমার মনে হয়।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, ত্রিপুরায় তিন ধরনের চাউল রেশন সপের মাধ্যমে দেওয়া হয়। (১) কমন বয়েল রাইস (২) ফাইন রাইস আর (৩) সুপার ফাইন রাইস চাউল বলে যে চাউল দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন রেশন সপে সেই চাউল ভোক্তারা আসলে নিতে চান না এবং এ জন্য অনেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন, কারণ নামে এটা সুপার ফাইন চাউল হলেও চাউলটা টকটকে লাল এবং সিদ্ধ ও দেরীতে হয় এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা ? এবং যে সুপার ফাইন চাউল গ্রামে গঞ্জে দেওয়া হচ্ছে তার জন্য সাধারণ মানুষ যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তার জন্য সেই চাউল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিধানসভায় জানানো হবে কিনা ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে তথ্য দিয়েছেন সেটা যদি আমাদের দপ্তরে দেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করবো, কিন্তু বর্তমানে আমাদের হাতে সেই রকম কোন খবর নেই।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রাজ্যে খাদ্যের ঘাটতি বিভিন্ন রাজ্যে যে মাঝে মাঝে দেখা যায় সেজন্য কোন বাফারষ্টক আছে কিনা? দ্বিতীয়তঃ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের গো-ডাউন থেকে যে চাউল সররবাহ করে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠায় সেখানে অনেক সময় পরিবহন অসুবিধার কারণে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হয়ে থাকে যার জন্য এলাকাগুলিতে ঠিক মতো পণ্য সামগ্রী পৌঁছানো যায় না। এই সমস্ত জিনিষ চিন্তা ভাবনা করে যাতে সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক মতো হয় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নেবেন কি?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন, উনি আলাদাভাবে যদি প্রশ্ন করেন তাহলে উত্তর দেওয়া যাবে। যোগাযোগ ক্ষেত্রে অনেক সময় কন্ট্রকটারদের গাফিলতির জন্য সঠিকভাবে চাউল এবং এসেনশিয়্যাল কমডিটিজ পৌঁছায় না। তার জন্য আমরা সেটা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই সম্পর্কে আপনার অনুমতি নিয়ে সরকারী মতামত জানাচ্ছি যে, মাননীয় সদস্যদের সাথে আমিও একমত খাদ্য সমস্যা এইটা সেই সময়েতে উদ্বেগজনক অবস্থায় দাঁড়ায়। এই বৎসরে বাফার ষ্টকের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। কিন্তু কতগুলি কারণে এই বৎসরে আমরা কিছু খাদ্যের সংকট দেখতে পেয়েছি। প্রথম কারণ হচ্ছে এইখানে প্রায় ৭২ হাজারের মত চাকমা শরণার্থী এসেছেন, তাদের জন্য কোন রেশন বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকার দেননি। আমরা আমাদের দপ্তর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছি আমাদের বরাদ্দ বাড়াতে হবে, কারণ আমাদের খাদ্যের ঘাটতি এমনিতেই রয়েছে তার মধ্যে যদি আমাদের এই বরাদ্দের থেকে তাদেরকে দিতে হয়, যা আমরা দিচ্ছি এতে আমাদের সংকট আরও বাড়বে। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, এই বৎসরে খরার ফলে আমাদের বুরো ফসল এবং আউস ফসল দুটো ফসলই নষ্ট হয়েছে। তার জন্য ঘাটতি বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে একটু বৃদ্ধি হয়েছে। কাজেই বাফার ষ্টকের পরিমাণ সন্তোষজনক হলেও গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে এবং আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পুনরায় অনুরোধ জানাব যে তারা যেন এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমাদের খাদ্যের বরাদ্দ একটু বৃদ্ধি করেন এবং আমাদের যে বিরাট সংখ্যক চাকমা শরণার্থী তাদের প্রতিদিনের খাদ্যের যোগান আমাদের দিতে হচ্ছে, এইটা যদি কেন্দ্রীয় সরকার না দেন তাহলে পরে সংকট চলতে থাকবে, কেন্দ্রীয় সরকার এইটা যেন বুঝেন এবং তারা যেন আলাদাভাবে সরবরাহ করেন, তাহলে আমরা এই সংকট নিরসনে সম্পূর্ণভাবে সফল হব।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন কিছু কিছু ডিলার তাদের যোগসাজসে গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু অভাব দেখা দিয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা কিছু কিছু রেশনশপের মালিক যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছিল এবং বর্ত্তমানে তাদের চিনি এবং চাউল ধরা পড়েছে পুলিশ দিয়ে অ্যারেষ্ট করে সমস্ত কিছু করা সত্ত্বেও, এই রেশনশপের মালিকরাই কেইস করেছেন এবং পাবলিককে বলেছেন আমি দরকার হলে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রীম কোর্ট পর্য্যন্ত যাব, এইগুলি সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি চিন্তাভাবনা করছেন ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যখন আমরা কোন রেশনশপের বিরুদ্ধে কোন কমপ্লেইন পাই তখন আমরা দপ্তরের মাধ্যমে অ্যানকোয়ারী করাই, অ্যানকোয়ারী করানোর পর যদি সেই রেশনশপ মালিককে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করা হয় সাথে সাথে উনার রেশনশপ ডিলার বাতিল করা হয়। মাননীয় সদস্য কোন্ রেশনশপের কথা বলেছেন আমি জানিনা, যদি উনি সঠিকভাবে বলেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তদন্ত করে দেখব, সেইরকম কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা, যদি ঘটে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা রেশনশপের মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

মিঃ স্পীকার :-- আজকের কার্য্যসূচীতে যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (★) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES "A" & "B")।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ্য বিষয়টি গত ২৮-৮-৮৯ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন এবং উত্থাপিত উল্লেখ্য বিষয়টির উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আজ একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিল।

এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয় বস্তুট হল 'নারায়ণ কর হত্যার চেষ্টায় পূর্ব পরিকল্পনা ছিল। এই সম্পর্কে "ডেইলি দেশের কথা" পত্রিকায় (২৫শে আগষ্ট, ১৯৮৯ইং) সংবাদ প্রকাশ সম্পর্কে"।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, "ডেইলি দেশের কথায়" গত ২৫শে আগষ্ট, ১৯৮৯ ইং তারিখে প্রকাশিত নারায়ণ কর হত্যার চেষ্টায় সংবাদটি স্প্যাশাল ব্রাঞ্চের একজন দায়িত্বশীল অফিসারকে দিয়ে সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করান হয়। তদন্তে প্রকাশ যে গত ২৩-৮-৮৯ ইং তারিখ বিকাল অনুমান ৫-৩০ মিঃ-এর সময় মাননীয় বিধায়ক শ্রীবাদল চৌধুরী

মহাশয় বিলোনীয়া হইতে টেলিফোনযোগে পুলিশের নিকট জানান যে কিছু সংখ্যক কংগ্রেস(ই) সমর্থক ঐ দিনই অর্থাৎ ২৩-৮-৮৯ ইং তারিখ দুপুর বেলা খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে সংসদ সদস্য শ্রীনারায়ণ করের চলাফেরার খোঁজ-খবর করেন এবং তাহারা পরবর্তী সময়ে জোলাবাড়ীতে শ্রীগৌরাঙ্গ ভৌমিকের দোকানে চড়াও হয় এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ভৌমিক সহ কিছু সংখ্যক সি, পি, আই (এম) সমর্থকের উপর হামলা করে। কিন্তু তদন্তে প্রকাশ ঐ দিন অর্থাৎ ২৩-৮-৮৯ ইং সকাল বেলায় কিছু সংখ্যক কংগ্রেস (ই) সমর্থক ৩০শে আগষ্ট ভারত বন্ধের বিরুদ্ধে পোষ্টারিং এবং প্রপাগাণ্ডা করতেছিল। সংসদ সদস্য শ্রীনারায়ণ কর মহাশয়ের উপর কোন প্রকার আক্রমণ বা ভয়ভীতির কোন খবর নাই। তবে জোলাইবাড়ী বাজারে ভারত বন্ধের ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেস (ই) সমর্থক ও সি, পি আই (এম) সমর্থকদের মধ্যে একটি ছোট-খাটো সংঘর্ষ হয় এর ফলে সি, পি, আই (এম) সমর্থক শ্রীদেবব্রত মজুমদার সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে চিকিৎসার জন্য উদয়পুর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং পরদিন অর্থাৎ ২৪-৮-৮৯ ইং তারিখ প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কিন্তু শ্রীমজুমদারের অনুরোধে সেখানকার ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক তাহাকে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে দেখানোর জন্য উপদেশ দেন। তদন্তে জানা যায় যে, শ্রীদেবব্রত মজুমদারের আঘাত অত্যন্ত সামান্য এবং মাথায় কোন আঘাতই ছিলনা। মাননীয় সংসদ সদস্য শ্রীনারায়ণ করের হত্যার চেষ্টা পূর্বপরিকল্পিত ছিল বলে যে সংবাদ "ডেইলি দেশের কথায়" প্রকাশিত হয় তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং জোলাইবাড়ীতে ভারত বন্ধের প্রচার নিয়ে কংগ্রেস (ই) এবং সি, পি, আই, (এম) সমর্থকদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয় তাহার সঙ্গে মাননীয় সংসদ সদস্য শ্রীনারায়ণ করের কোন যোগাযোগ নেই। বিগত ২৪-৮-৮৯ ইং তারিখ বাইখোরা থানায় ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীনারায়ণ কর মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে শ্রী কর মহাশয় জানান যে, তাহার সঙ্গে কাহারো কোন প্রকার তর্কাতর্কি হয় নাই এবং কাহারো দ্বারা ভয় ভীতি প্রদর্শন বা আক্রান্ত হয়েছেন বলিয়াও প্রকাশ করেন নাই। তদন্তে ইহাও প্রকাশ পায় যে জোলাইবাড়ীতে কংগ্রেস (ই) ও সি, পি, আই, (এম) সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় শ্রীনারায়ন কর মহাশয় উপস্থিত ছিলেন না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্লোরিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, নারায়ণ করের উপর হামলা হয়েছে এবং তাকে মারার জন্য চেষ্টা হয়েছে। নারায়ণ কর বা নারারাণ করের তরফ থেকে এরকম কোন লিখিত অভিযোগ পুলিশের কাছে দায়ের করা হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে কারা আক্রমণ করেছে? আমরা জানি যে সকাল ১০টার সময় আগরতলা-সাব্রুম সুপার এক্সপ্রেস থেকে নারায়ণ কর নেমে গৌরাঙ্গ ভৌমিকের দোকানে চা খেয়ে তার পারসন্যাল সিকুরিটি নিয়ে দেবদারু যায় অথচ জোলাইবাড়ী থেকে বিলোনীয়াতে হঠাৎ করে খবর ছড়িয়ে দেওয়া হল যে, নারায়ণ করের উপর আক্রমণ করা হয়েছে।

নারায়ণ করকে খোঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা, নারায়ণ করকে খুনও করা হতে পারে হয়তো। কাজেই এই যে, একটা সারা ভারতবর্ষে ৩০ আগষ্ট বন্ধ ডেকেছে-তারমধ্যে এম, পি, রা পদত্যাগ করেছেন, এবং নারায়ণ করের উপর আক্রমণের ঘটনা ছড়িয়ে এইটাকে আরো জোরদার করা এবং একটা ভয়ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করার একটা চক্রান্ত এর পেছনে রয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, নারায়ণ করের তরফ থেকে থানায় এই ধরনের কোন অভিযোগ হয়নি। উপরন্তু থানা কর্তৃপক্ষ যখন এই ধরণের খবর বাদল চৌধুরীর নিকট থেকে পেলো তখন তারা নারায়ণ করের সঙ্গে দেখা করেন। নারায়ণ কর অস্বীকার করেন, এই ধরণের কোন ঘটনা ঘটেছে তবে যতদূর জানা যায় ভারত বন্ধকে উদ্দেশ্য করেই এই ধরনের অপপ্রচার করা হয়। যাতে করে সারা রাজ্যে এই খবরের উপর ভিত্তি করে একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়, সারা রাজ্যে যাতে করে সমস্ত রাজনৈতিকদলগুলির মধ্যে একটা খুনোখুনী এবং রেশারেশি শুরু হয় সেই উদ্দেশ্যেই ভারতবন্ধকে উদ্দেশ্য করে এইটা করা হয়েছে-যাতে করে ভারতবন্ধ পালিত হয়। এবং এই ভারত বন্ধকে জোরদার করার জন্যই এই ধরনের অসত্য সংবাদ প্রকাশিত বা পরিবেশিত হয় "ডেইলি দেশের কথা" পত্রিকায়। এবং এইটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। "ডেইলি দেশের কথা" পত্রিকায় এই ধরণের অসত্য সংবাদ প্রায়ই পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানাবেন কিনা যে, এই রকমভাবে জনস্বার্থের প্রয়োজনে এবং জনস্বার্থের নিরাপত্তার লক্ষ্যে-যারা এই ধরণের অসত্য সংবাদ পরিবেশন করে বা ছড়ায় আগামীদিনে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) : — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আইনগত ব্যবস্থা আমরা এখনই নিতে পারতাম। কিন্তু গণতন্ত্রের ভেকধারী যে সি, পি, এম, দল সেই দলের সদস্যরা তারা সারা রাজ্যে একটা অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করবে বলে এইবার তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। তবে ভবিষ্যতে এই ধরণের অসত্য সংবাদ প্রকাশ করা হলে কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে-আমরা তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। এই প্রথমবারের মত আমরা এই সি, পি, এম, দলের সদস্য নারায়ণ কর-তার সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ বাদল চৌধুরী পরিবেশন করেছেন "ডেইলি দেশের কথা" পত্রিকায় সেটা আমরা তাদের ক্ষমা-ঘেন্না করে ছেড়ে দিলাম।

CALLING ATTENTION.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আবর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয়

সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয় কর্তৃক আনীত নিম্নে লিখিত নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২৮শে জুলাই, ১৯৮৯ দামছড়ার (ধর্মনগর মহকুমা,) খাদ্যের গুদাম লুট করিবার প্রচেষ্টা প্রতিহত করিবার সময় পুলিশের গুলিতে ৪ জন ব্যক্তি নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৮শে জুলাই, ১৯৮৯ ইং দামছড়ার (ধর্মনগর মহকুমা) খাদ্যের গুদাম লুট করিবার প্রচেষ্টা প্রতিহত করিবার সময় পুলিশের গুলিতে ৪ জন ব্যক্তি নিহত হওয়া সম্পর্কে"।

গত ২৮শে জুলাই, ১৯৮৯ ইং দামছড়ায় এইরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে গত ২৭-৭-৮৯ ইং তারিখে আনুমানিক ১১-৪৫ মিনিট সময় প্রায় ৫০০ লোক কাছাড়িছড়া, পিপলাছড়া, এবং দামছড়া অঞ্চল হইতে শ্রীরবীন্দ্র ত্রিপুরা, সাং খোদেংসাই, শ্রীমহেন্দ্র ত্রিপুরা, সাং নরেন্দ্রনগর, শ্রীযমাস রিয়াং, এবং শ্রীবিজয় রিয়াং, সাং দামছড়া এর নেতৃত্বে দামছড়া থানার সম্মুখে জড়ো হয়। এবং থানা কর্তৃপক্ষেব কাছে দামছড়া গুদাম হইতে বিনামূল্যে রেশনের চাউল দাবী করে। দামছড়া থানার ও, সি, তাহাদের বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে বিনা পয়সায় চাউল দেওয়ার ক্ষমতা তার নাই। বেলা প্রায় দুই ঘটিকার সময় জনতা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে খাদ্য গুদামের নিকট জড়ো হয় এবং বিনামূল্যে চাউলের দাবী করে এবং ধমক দেয় যে বিনামূল্যে চাউল না দিলে তাহারা জোর পূর্বক গুদাম হইতে চাউল নিয়ে যাইবে। থানা কর্তৃপক্ষ তাহাদের এইরূপ কাজ করিতে নিষেধ করেন এবং বলেন, তিনি বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট জানাইবেন এবং জনগণকে শান্ত থাকিতে অনুরোধ করেন। ইত্তবসরে এস. ডি, পি, ও, ধর্মনগর এ ঘটনার সংবাদ পাইয়া বেলা প্রায় ৫ ঘটিকার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি পুন: পুনঃ জনতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, বিনামূল্যে চাউল দেওয়ার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তিনি জনতার মধ্য হইতে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে তাহার সংগে ধর্মনগরের এস, ডি, ও, এবং কৈলাশহরের ডি, এম-এর সঙ্গে এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু উপস্থিত জনতা এস, ডি, পি ও সাহেবের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। উপস্থিত জনতা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া খাদ্য গুদামের তালা ভাংগিতে আরম্ভ করে। এস, পি. বুঝাইয়া তাহাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু জনতা তখন বেপরোয়া। তাহারা গুদামের তালা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং চাউলের বস্তা লুট করিতে আরম্ভ করে।

জনতা হিংসাশ্রয়ী হয়ে চাউলের বস্তা লুট করিতে থাকায় এস, ডি, পি, ও, জনতাকে বেয়াইনি ঘোষণা করেন। এবং তাহাদিগকে স্থান ত্যাগ করিতে নির্দেশ দেন। কিন্তু জনতা তাহার কথায় বর্ণপাত না করে পুলিশের প্রতি ঢিল ছুঁড়িতে আরম্ভ করে। জনতা এত উত্তেজিত হন যে তাহারা কর্তব্যরত সি, আর, পি, এফ. জোয়ানদের আক্রমণ করে।

পুলিশ ও জনতা খুব কাছাকাছি থাকায় টি, আর, গ্যাস প্রয়োগ করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। এস, ডি, পি, ও, জনতাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করেন এবং শান্ত থাকিতে বলেন। কিন্তু তাহাতে কোন কাজ না হওয়ায় জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠি চার্জ করা হয়। কিন্তু ইহাতে কোন কাজ হয় নাই, বরং জনতা আরও হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠে এবং পুলিশকে আক্রমণ করিতে থাকে। এস, ডি, পি, ও জনতাকে আবার সাবধান করে বলেন যে, তাহারা যদি হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপ বন্ধ না করে এবং স্থান ত্যাগ না করে তবে পুলিশ গুলি চালাইতে বাধ্য হইবে। ইহাতেও কোন ফল না হওয়ায় এস, ডি, পি, ও, পুলিশকে শূন্যে গুলি চালাইতে আদেশ করেন। এই আদেশ মূলে পুলিশ এবং সি, আর, পি, এফ, জোয়ানগণ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য শূন্যে ৩০ রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ে। কিন্তু জনতা তাহাতেও ছত্রভঙ্গ না হইয়া বরং আরো উত্তেজিত হইয়া পুলিশের প্রতি ইট, পাটকেল ছুঁড়িতে থাকে এবং দা, টাক্‌কল ও বর্শার দ্বারা কর্তব্যরত পুলিশ এবং সি, আর, পি, এফ, জোয়ানদের আক্রমণ করে এর ফলে এস, ডি, পি, ও, সহ ১৪ জন পুলিশ এবং সি, আর, পি, এফ, জোয়ান আহত হন। জনতা সি, আর, পি, এফ-এর হেড কনষ্টবল শ্রীঅজিত সিং এবং নায়েক শ্রীশের সিং কে ছেছরাইয়া দূরে নিয়া যায়। এবং তাহাদের নিকট হইতে একটি স্টেনগানও একটি রাইফেল ছিনাইয়া নিয়া যায় তখন বাধ্য হইয়া আত্ম-রক্ষার জন্য এবং সরকারী সম্পত্তি রক্ষার জন্য পুলিশ সরাসরী জনতাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়েন। তাহার ফলে একজন মহিলা ও দুইজন উপজাতি লোক ঘটনাস্থলে মারা যায় এবং আর একজন ব্যক্তি ধর্মনগর হাসপাতালে মারা যায়। ইহাতে ১৫ জন জনতা আহত হন। উক্ত ঘটনা ধর্মনগর থানায় মোকদ্দমা নং ৪ (৭) ৮৯ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮-১৪৯-৩২৬-৩০৭-৩৯৭-৩৩৩ ধারায় নথীভুক্ত করা হয়। জনতা কর্তৃক ছিনতাই করা স্টেনগান ও রাইফেল ঘটনার পরদিন উদ্ধার করা হয়।

আহত পুলিশ কর্মীদের মধ্যে এস, ডি, পি, ও, সহ ৮ জনের আঘাত গুরুতর থাকায় তাদের ধর্মনগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহত জনসাধারণের মধ্যে ৮ জনকে চিকিৎসার জন্য ধর্মনগর হাসপাতালে পাঠানো হয়। অন্যদের আঘাত সামান্য ছিল।

এই ঘটনা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্ত করার জন্য উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসককে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, বিভিন্ন এফ, পি, সপে খাদ্য বিতরণ হওয়ার পরও সরকারকে বেকায়-দায় ফেলার জন্য রাজ্যের সি, পি, আই, (এম) দল উজান ময়দান থেকে আরম্ভ করে নানা ধরনের অপপ্রচার শুরু করেছেন। আমরা লক্ষ করেছি যে, গত বছরও এমনি দিনে এই খাদ্য গুদামটি লুট করা হয়েছিল। দামছড়ার ঘটনা সি, পি, এম-এর একটি কৌশল, এটা কোন বিচ্ছিন্ন

ঘটনা নয়। তারা স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনকারীদের মদত দিয়েছিলেন। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা নৃপেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ঘটনার সময় দামছড়া অঞ্চলে চাউলের কোন অভাব ছিল না। কারণ তখনও ঐ খাদ্য গুদামে তিন মাসের উপর চাউল মজুত ছিল।

সি, পি, এম দল থেকে এগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হচ্ছে। মানুষকে লেলিয়ে দিয়ে সরকারী সম্পত্তি নষ্ট করার জন্য এবং রাজ্যে একটা অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য তারা চেষ্টা চালাচ্ছেন। সরকার তাদের এই সমস্ত কার্যকলাপের উপর অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। তথাপি এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে বিরোধী দলগুলি জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ শুরু করেছেন এবং জনসাধারণকে লেলিয়ে দিচ্ছেন।

তবে এব্যাপারে যেহেতু সরকারী তরফে ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে, সুতরাং এক্ষণে এর বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে সংগত হবে না বলে আমি মনে করি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমি এই তথ্য জানতে চাই যে আমরা দেখেছি ১৯৬০-এর দশকে খাদ্য আন্দোলনের নামে সোনামুড়া সাবডিভিশনের মেলাঘরে এবং ১৯৬৭ সনে পতিছড়িতে রাবার বাগানকে ধ্বংস করার জন্য এমনি করে তারা উপজাতি মহিলাদের প্ররোচিত করেছিল যাতে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয় এবং দামছড়াতেও তারা ঠাণ্ডা মাথায় এটা করেছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেও বলেছি যে এইগুলি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করা হচ্ছে। তারা চাইছে যে ত্রিপুরার আর একটা দাঙ্গা লাগুক এবং শুধু রাবার বাগান নয়, ত্রিপুরার যে ফরেস্ট, তাকে তারা সবনাশ করে দিয়েছে। ফরেস্ট বলতে ত্রিপুরায় কিছু এখন নেই যার জন্য এইগুলি নতুন করে তৈরী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে এ সম্পর্কে সরকার সচেতন আছেন। তবুও মধ্যে মধ্যে এগুলি তারা করছেন। আজকে বন্ধের মধ্যে সারা জেলায় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমিও ঘুরে বেরিয়েছি। তারা বিভিন্ন জায়গায় দোকান লুঠপাট করার চেষ্টা করেছে, গাড়ী ভাঙচুর করেছে, আগুন লাগিয়েছে। এর ফলে কয়েকজন আহত হয়েছে। কালকেও আমরা আহ্বান জানিয়েছি পত্রপত্রিকার মারফতে, রেডিওর মারফতে। সেখানে আজকে দেখা গেল সকাল থেকে উঠে তাদের দলীয় বিধায়ক এবং মেম্বার নেতা সহ যখন মেয়ে পুলিশ যাচ্ছে তখন দেখা গেল তারা রাস্তায় বসে পড়েন। এগুলি আমরা লক্ষ্য রাখছি। তারা রাজ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছেন। তবে ১৯৫০ সনের অবস্থা সৃষ্টি করতে এই সরকার দেবে না।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— গত ২৭ তারিখে দামছড়াতে যে ঘটনা, ঘটেছিল সেদিন জনতার সঙ্গে ঢুকে দামছড়া নিবাসী কাজল বৈদ্য নামে এক সি, পি, এফ কর্মী সি, আর, পি, এবং পুলিশের

দিকে ঢিল ছুঁড়তে থাকে। সেই পুলিশের নাম ছিল শ্যাম সিং। আমি নিজেও ধর্মনগর হাসপাতালে তাকে দেখে এসেছি। তখন থেকেই জনতা এবং পুলিশের মধ্যে গোলমাল সুরু হয়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

দ্বিতীয় হল ঘটনার দিনে যা ঘটেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে বেলা ১১—৪৫ মিঃ ওরা সব মিছিল করে থানার দিকে গিয়েছে এবং থানার ও, সি, তাদের বলছে যে তারা এস, ডি, ওকে খবর পাঠিয়েছে। ১৭—০০ আওয়ার্সে এস, ডি, পি, ও, দামছড়ায় পৌঁছেছে আর এখানে মন্ত্রী মহোদয় যে কথা বলেছেন যে টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, লাঠি চার্জ করা হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয়, এসব তথ্য ভুল। আর যদি তা হয়, তাহলে এখানে আমার আর একটা প্রশ্ন রাখার আছে, সেটা হল ১৭—০০ আওয়ার্সে এস, ডি, পি, ও ধর্মনগর থেকে দামছড়ায় পৌঁছে যান, তাই যদি হয়, তাহলে ১৭—০০ আওয়ার্সে যদি ফায়ারিং স্টার্ট হয়ে যায়, তাহলে তো লাঠি চার্জ বা টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করা হয় নি, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? তৃতীয়তঃ পুলিশ রিপোর্ট অনুসারে, সেদিন একটা রাইফেল এবং একটা ষ্টেনগান উত্তেজিতজনতা ছিনিয়ে নিয়েছে বলে পুলিশ রিপোর্ট করেছে, এটাও অসত্য বলে আমি বলতে চাই। কেন না, উত্তেজিত জনতা যদি রাইফেল এবং ষ্টেনগান ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে কি করে সেগুলি আবার রেষ্ট হাউসের পিছনে পাওয়া যায়, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খতিয়ে দেখবেন কি? চতুর্থতঃ সেদিন দামছড়ার ও, সি, এস, ডি, ও এবং ডি, এমকে ম্যাসেজ দেওয়ার পর ডি, এম, চীফ সেক্রেটারী এবং সেক্রেটারী টু চীফ মিনিস্টারকে ম্যাসেজ পাঠিয়েছেন, তাতে লেখা আছে ক্যাম্প দামছড়া। এই ম্যাসেজের কপিও আমার কাছে আছে, দরকার হলে আমি সেটা দেখাতে পারব। কারণ, আমি নিজে ঘটনার পর সেখানে ২/৩ বার গিয়েছি, আমার মনে হয় ১৭—০০ আওয়ার্সে যদি এস, ডি, পি, ও, দামছড়ায় পৌঁছান, তাহলে ক্যাম্প দামছড়া বলে ম্যাজিস্টেট নর্থ ত্রিপুরাকে ম্যাসেজ দিতে পারেন। এসম্পর্কে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, টিয়ার গ্যাস পুলিশ ব্যবহার করেছে বলে আমি বলিনি। এছাড়া মাননীয় সদস্য অন্যান্য যে সব প্রশ্ন রেখেছেন, তার সমস্ত ব্যাপারটাই মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে, ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যায়ের তদন্ত এবং তদন্তের সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবেন। কাজেই সেখানে দামছড়া থানার ও, সি, হউক, এস ডি, পি, ও হউক অথবা এস, ডি, ও, হউক তদন্তের রিপোর্ট আমরা পেলে পর সেখানে যদি সরকারী কর্মচারীদের তরফ থেকে কেউ দোষী থাকেন, তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব। এছাড়া, মাননীয় সদস্য সি, পি, এমের কাজল বাবুর সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা, এর জন্য সেই অঞ্চলের

সি, পি, এমের লোকেরা এবং নেতারাই দায়ী। সেখানে শুধু কাজল দত্তই নয়, সেখানে এদের অনেকই ছিলেন এবং সি, পি, এম, সেখানে নেতৃত্ব দিয়েছে। যা হউক, যেহেতু এ'সব বিষয় তদন্তের ব্যাপার, তাই স্যার, আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না কারণ, এতে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত না হতে পারে যেহেতু বিষয়টি তদন্তাধীন আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, সি, পি, আই (এম) এর এই হঠকারী আন্দোলনের ফলে যেসব ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের পরিবারে আর্থিক সাহায্য ও চাকুরীর সংস্থান দেওয়ার চিন্তা ভাবনা সরকার করছেন কিনা ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি, আমরা কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য দিয়েছি ইতিমধ্যে। আরও জানাচ্ছি, অন্যান্য যথাযথ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে।

ANNOUNCEMENT REGARDING SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার এবং সুবোধ দাস মহোদয়ের নিকট হইতে দুইটি সর্ট ডিসকাশন নোটিশ পেয়েছি। নোটিশ দুইটির উপর আগামী কল্য ৩১,৮,৮৯ ইং বৃহস্পতিবার আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

আমি পর্য্যায়ক্রমে নোটিশ দুইটির বিষয়বস্তু এবং আলোচনার তারিখ উল্লেখ করছি।

সদস্য মহোদয়ের নাম	নোটিশের বিষয়বস্তু	আলোচনার তারিখ
১। **শ্রীমতিলাল সরকার**	"রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের বদলীর ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ না করে যথেচ্ছ বদলীর ফলে রাজ্যের সরকারী দপ্তর সমূহ ও স্কুলগুলিতে প্রচণ্ড অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে।	৩১-৮-৮৯ইং
২। **শ্রীসুবোধ দাস**	"রাজ্যের রেশন দোকানগুলিতে নিয়মিত মানব খাদ্যের উপযুক্ত রেশন সরবরাহ ও ন্যায্য মূল্যে চিনি কেরোসিন সরবরাহে চরম ব্যর্থতায় জনজীবনে গভীর সঙ্কট সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে।	৩১-৮-৮৯ইং

মিঃ স্পীকার— সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত ৬টি বিলে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর সম্মতি দিয়েছেন। বিল ৬টির নামের পার্শ্বেই আমি রাজ্যপাল মহোদয়ের সম্মতির তারিখ জানাচ্ছি।

ক্রমিক নং	বিলের নাম	সম্মতির তারিখ
1.	The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1989 (Tripura Bill, No. 2 of 1989)	30-3-86 Governor.
2.	The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 3 of 1939)	30-3-89 Governor.
3.	Tripura Appropriation Bill, 1989 (Tripura Bill No. 4 of 1989)	11-4-89 Governor.
4.	The Salaries and Allowances of Ministers, Tripura (Sixth Amendment) Bill, 1939 (Tripura Bill No. 5 of 1989)	17-4-89 Governor.
5.	The Salaries and Allowances of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly, (Tripura) (Second Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 6 of 1989)	17-4-89 Governor.
6.	The Salaries and Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Seventh Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 7 of 1989)	17-4-8 Governor.

"ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING INTIMATION OF ARREST AND DETENTION OF M. L. A. s"

Mr. Speaker ;— In pursuance of Rule 196 of the Rules of procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I have been intimated by the Superintendent of Police, West Tripura that the following members of the Tripura Legislative have been arrested and taken into custody :—

1. Shri Nripen Chakraborty, M. L. A.
2. Shri Baidyanath Majumder, M. L. A.
3. Shri Bimal Singh, M. L. A.
4. Shri Gopal Ch, Das, M. L. A.
5. Shri Samar Chaudhuri, M. L. A.
6. Shri Badal Chaudhuri, M. L, A.
7. Shri Keshab Majumder, M. L. A.
8. Shri Rudreswar Das. M. L. A.

Shri Nripen Chakraborty, M. L. A. has been released on bail subsequetly and the other M. L. As' have been detained in the centre of Indranagar I. T. I. Agartala.

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :— "The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Sixth Amendement), Bill, 1989 (Tripura Bill No. 14 of 1989)

উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়াকে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Maharani Bibhu Kumari Devi :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that "The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Sixth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 14 of 1989).

Mr. Speaker :— এখন মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়া কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল :—

"The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Sixth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No, 14 of 1989)."

এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলটি উৎথাপিত হল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ জানাচ্ছি, বিলের কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

মিঃ স্পীকার-সভার, পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— "The Tripura Motor Vehicles Tax (Fourth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 1. of 1989)."

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ।

Shri Sudhir Rn. Mazumder (Chief Minister) :— Mr. Speaker sir, I beg to move before the House that "The Tripura Motor Vehicles Tax (Fourth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 1 of 1989). be taken into consideration."

The proposed Bill (Fourth Amendment) 1989 seeks to introduce a new system of one time lump-sum paymant of Motor Vehicular Tax at the initial stage of registration in respect of personalised vehicle like Cars, Motors Cycele and other two wheeler etc. by amending the Tripura Motor Vehicles Tax act. A Ready Reckoner of one time Tax is prepared as in schedule "A" taking into account of life of the vechicle as 10 years.

আমি আশা করি হাউস একমত হয়ে সেটা গ্রহণ করবেন ।

মিঃ স্পীকার :— পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি । আমি এখন প্রস্তাবটি ভোট দিচ্ছি । প্রস্তাবটি হলো :—

"The Tripura Motor Vehicles Tax (Fourth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 1 of 1989)." be taken into consideration.

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়) ।

এখন আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি । বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং এবং ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক ।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয় ।)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো' বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয় ।)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"The Tripura Motor Vehicles Tax (Fourth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 1 of 1989)."

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন্। আমি পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে ।

Shri Sudhir Rn. Mazumder (Chief Minister) :— Mr. Speaker sir, I beg to move before the House that "The Tripura Motor Vehicles Tax (Fourth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No: 1 of 1989) be passed."

মি: স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"The Tripura Motor Vehicles Tax (Fourth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 1 of 1989). পাশ করা হোক।"

(অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মি: স্পীকার— সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :— "The Tripura Board of Secondary Education (4th Amendment) Bill 1989 Tripura Bill No 10 of 1989"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে এই বিলটি আমি মুভ করছি।

মি: স্পীকার—স্যার, I beg to move that "The Tripura Board of Secondary Education (4th Amendment) Bill 1989 (Tripura Bill No. 10 of 1989) "be taken into consideration."

স্যার, জাতীয় শিক্ষানীতির সঠিক রূপায়নের জন্য জোট সরকার সর্বদাই সচেষ্ট। শিক্ষা ও শিক্ষানীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্ণ গণতান্ত্রিক বাতাবরণ বজায় রেখে সর্বসাধারণের জন্য গ্রহণযোগ্য নীতি নির্ধারণ জোট সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের সরকার ত্রিপুরা মাধ্যমিক পর্ষদ এক সংশোধনের প্রস্তাব রেখেছে। এই সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের কাজে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও কর্মচারী-দের নিবিড় সংযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্মচারীবৃন্দ সমস্ত বৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা পর্ষদের দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই আজ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ পূর্ণ মর্যাদা ও দায়ীত্বের সংগে ন্যস্ত কাজ সম্পন্ন করছে। আমাদের সরকার মনে করে পর্ষদের কাজে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও কর্মচারীদের একটা ভূমিকা থাকা দরকার। এর ফলে যেমন একদিকে কর্মচারীদের নিজস্ব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি উপযুক্ত গুরুত্বের সংগে

উপস্থাপনের সুযোগ থাকবে অপর পক্ষে কর্মচারীরা পর্ষদের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজেদের শরীক মনে করে অধিক দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। আমরা মনে করি, পর্ষদের কর্মচারীবৃন্দ এই ব্যবস্থার ফলে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আরো যোগ্যতার সংগে কাজ করতে উৎসাহিত হবেন, পর্ষদের দৈনন্দিন কাজের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার জন্য পর্ষদের কর্মচারী প্রতিনিধির অংশগ্রহণের সুযোগ দানের দীর্ঘদিনের দাবী আজ এই সংশোধনের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমি আশা করব, গণতান্ত্রিক সর্বস্তরের মানুষ এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবেন। ত্রিপুরা বেসিক ট্রেনিং কলেজ প্রাক্ স্নাতক শিক্ষকদের শিক্ষণের কাজে নিয়োজিত। জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়নের ক্ষেত্রে এই শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় সমূহের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার প্রসার, উন্নয়ন ও গুণগত মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়সমূহ দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি সেইসব মহাবিদ্যালয়ের কোন প্রতিনিধিত্ব মধ্য শিক্ষা পর্ষদে নাই। যাহা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয় নয়। মাধ্যমিক শিক্ষার বিকাশের ক্ষেত্রে এইসব শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা মনে রেখে আমাদের সরকার পর্ষদের শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের মধ্য থেকে ১জনের প্রতিনিধিত্বের কথা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। এই উদ্দেশ্যকে রূপায়নের জন্য বর্তমান সংশোধনের প্রস্তাব রয়েছে। সুতরাং আজকে যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এসেছে সেখানে প্রতিনিধিত্ব থাকবে কর্মচারীদের থেকে একজন এবং আর একজন থাকবে প্রিন্সিপাল বেসিক ট্রেনিং কলেজের, এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমি আশা করব এইটা সর্ব্বসম্মতিক্রমে হাউস গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker :—

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :—

"The Tripura Board of Secondary Education (Fourth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 10 of 1989) was to be taken into consideration."

(The motion put to vote and is passed by voice vote.)

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং এবং ২নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে উক্ত বিলের ধারাগুলি গৃহীত হয়)।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল—"বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।

Now the question before the House is :—

"The Tripura Board of Secondary Education (Fourth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 10 of 1989)."

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

Shri Sudhir Ranjan Majumder (Chief Minisfer) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে :—

"The Tripura Board of Secondary Education (Fourth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 10 of 1989). Be passed."

Mr. Speaker :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :—

"The Tripura Board of Secondary Education (Fourth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 10 of 1989). and Passed."

পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

Mr. Speaker : MOTION FOR EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORT OF THE PRIVILLEGE COMMITTEE.

Mr. Speaker :— I would call now Shri Amal Mallik, Chairman of the Committee on Privillege to move his motion for extension of time for presentation of the Report of the Committee on Privilleges.

Sri Amal Mallik : Mr. Speaker, I beg to move—' That the time for presentation of the Report of the Committee on Previllege to the House on the question of alleged breach of Privillege raised by Shri Gouri Sankar Reang, M.L.A. against the Editor of "DAILY DESHER KATHA" a daily Newspaper as referred to the Committee on Privilleges on 30-3-89 for investigation, Examination and report, be extended upto the next Session.'

Mr. Speaker ;— Now the question before the House is the motion moved by Shri Amal Mallik, Chairman of the Committee on Privilleges—

"That the time for presentation of the Report of the Committee on Privilleges to the House on the question of alleged breach of Privilleges raised by Shri Gouri Sankar Reang, M.L.A. against the Editor of "DAILY DESHER KATHA" a daily Newspaper, as referred to the Committee on Privilleges on 30-3-89 for investigation, Examination and report, be extended upto the next session."

The motion was put to voice vote and passed. So the motion is carried.

SHORT DISCUSSION ON MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

Mr. Speaker :— এখন সভার সামনে পরবর্তী কার্য্যসূচী হল-শর্ট ডিসকাশন অব্ দি মোটার্স অব্ আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পর্টেন্স। আজকের কার্য্যসূচীতে ১টি শর্ট ডিসকাশন নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় মহোদয়।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "রাজ্য থেকে নির্বাচিত লোকসভা সদস্যদের লোকসভা হইতে পদত্যাগ গণতন্ত্র ও ত্রিপুরার জনগণের প্রতি প্রবঞ্চনা।" আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে। আর যেসব মাননীয় সদস্যরা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন আমার কাছে তাদের নাম দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীরসিক লাল রায় (সোনামুড়া) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সংক্ষিপ্ত একটা আলোচনা এনেছি রিগার্ডিং "রাজ্য থেকে নির্বাচিত লোকসভা সদস্যদের লোকসভা হইতে পদত্যাগ গণতন্ত্র ও ত্রিপুরার জনগণের প্রতি প্রবঞ্চনা।"

মিস্টার স্পীকার স্যার, আমি সারা ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ না করলেও ত্রিপুরা রাজ্য একটি পিছিয়ে পড়া রাজ্য। এইখানে দুইজন লোকসভার সদস্য থাকেন তাদেরকে ত্রিপুরার জনগণ নির্বাচিত করেছেন। আমি এইটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এই হাউসে উত্থাপন করতে চাই যে, লোকসভার অধিবেশন চলাকালীন এই বিরোধী সদস্যরা একটা ইস্যু এনেছিলেন যে, বফোর্স কেলেংকারী যেটা উনারা দাবী করেছিলেন যে, সি, এ, জি, রিপোর্টে রাজীব গান্ধী এই

কেলেংকারীর সঙ্গে জড়িত তাই তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। যদিও সি, এ, জি, র রিপোর্ট কোন সময়ই সভায় আলোচনার জন্য আসে না। তারপরও প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বলেছেন যে, এইটার উপর আলোচনা আনার জন্য। শুধু প্রধানমন্ত্রী নয় যে কোন মন্ত্রীই থাকুননা কেন এটা হতে পারেনা। এমনকি বিভাগীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত যারা রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধেও যদি কোন অভিযোগ থাকে সে সম্পর্কে হাউসে আলোচনা রাজীব গান্ধী চেয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত বিরোধীপক্ষ এই আলোচনায় যোগদান করতে অস্বীকার করেন। এবং শুধু তাই নয় বিরোধীরা দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য একটা মাত্র বক্তব্য রেখেছিলেন রাজীব গান্ধীকে হঠাও দেশকে বাঁচাও। এবং দেখা গেল উনারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিলগুলির বিরোধীতা করে লোকসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন! আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আজকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে যে দুইজন সংসদ সদস্য লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব করছিলেন ত্রিপুরা-রাজ্যের গরীব মানুষের বিভিন্ন সমস্যাদি তোলে ধরার জন্য, ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক ব্যাপারে লোকসভায় কিছু বলার জন্যে। কিন্তু তাদের সময়কালে তারা কোন দিনই ত্রিপুরার গরীব মানুষের উন্নয়নের জন্য তাদের সমস্যাদি সম্পর্কে কোন কথাই তারা সংসদে তোলেননি। শুধু তাই নয় উনারা যখন দেখলেন যে, আর কিছুদিন পরে এই ভারতবর্ষে লোকসভার নির্বাচনে আগত সেই লোকসভায় নির্বাচনে তাদের পায়ের তলার মাটি থাকবে না। সারা ভারতবর্ষে শুধু মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধীতা যারা করেছিলে যারা বিরোধী গোষ্ঠী তারা সবাই একত্রিত হয়ে রাজীব-গান্ধীকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছেন। যেই মাত্র একত্রিত হতে গেলেন তখনই তাদের নেতৃত্ব নিয়ে তাদের মধ্যে কামড়াকামড়ী শুরু হয়ে গেছে। তাই আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ এইটা বুঝতে পেরেছেন যে, এই পঞ্চমিশালীদল করলে কোন দিনই আর তারা মানুষের আস্থা পাবেনা। সেই হিসেবে ওরা শুধু পদত্যাগ নয় ওরা যেহেতু সারা ভারতবর্ষের জনগণের উন্নয়নমূলক কোন কাজ করতে পারে না সেইহেতু একটা বিতর্কের সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ তারা জেনে গিয়েছিলেন যে, এই ভারতবর্ষে তাদের স্থান নেই বিষ খাওয়া ছাড়া। তাই তারা অতর্কিতভাবে লোকসভা থেকে পদত্যাগ করে। আজকে তারা লোকসভার অধিবেশন থেকে পদত্যাগ করে এসে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষকে প্রবঞ্চনা করেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে এইটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আমি আপনার কাছে একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে, অজয়বাবু উনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন যে, দশরথবাবু এবং নৃপেনবাবুর সঙ্গে থেকে আমার আর ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে কোন লাইফ নাই। তাই আবার উনি পূর্বেকার চাকুরীতে জয়েন করে ফেলেছেন। ভবিষ্যতে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির আর স্থান হবে না। এইটা তিনি পরিষ্কার বুঝেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ওদেরকে আগামী নির্বাচনে আর ক্ষমা করবে না। এই রাজ্যের জনগণ মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোকজনকে কি বলবে? বলবে, তোমরা চীনে চলে যাও, চলে যাও বঙ্গোপসাগরে। এখানে নয়। ওরা আর ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অবস্থা পাবেন না। তারা রাজ্যের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষের সংঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এরই ফলাফল হবে ভয়ংকর: অনেক চেষ্টা করেও ঐ বিরোধী গোষ্ঠী একত্রিত হতে পারছেনা। পারবেও না। তারা চেষ্টা করছেন একত্রিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে আক্রমণ হানতে। কিন্তু তারা সেটা পারছেনা। ওরা পরিষ্কার বুঝে গেছেন যে, ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধীকে হঠিয়ে তারা মাত্র ২৭ মাস রাজত্ব করতে পেরেছেন। তারা এটা পরিষ্কার বুঝে গেছেন যে কংগ্রেসই একমাত্র পার্টি, যারা কিনা দেশ শাসন করার ক্ষমতা রাখেন। তবুও আজ তারা ব্যর্থ চেষ্টা একের পর করে যাচ্ছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমি এই বিধান সভায় প্রস্তাব রাখছি যে, এই বিধানসভা থেকে বিরোধী গোষ্টির এই প্রবঞ্চনাকে আমরা একযোগে নিন্দা করব। ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে আমরা অনুরোধ থাকবে কংগ্রেস (আই) পার্টি ছাড়া অন্য কোন পার্টির উপর যাতে তারা আস্থা প্রকাশ না করেন। তার জন্য এখানে আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনার করার জন্য এই বিষয়টি সভায় এনেছি। আমি আশা করছি মাননীয় বিধায়কগণ যারা এই বিষয়ের উপর আলোচনা করবেন, তারা যেন এই বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন, যারা রাজ্যের মানুষের সংঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, তাদের চরিত্রের এবং আর্দশের দিকটিও উল্লেখ করে সমগ্র রাজ্যের মানুষকে তথ ভারতবর্ষের মানুষকে অবহিত করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ খয়েরপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক শ্রীরসিকলাল মহোদয় এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন আলোচনার জন্য, "রাজ্য হইতে নির্বাচিত সদস্যদের লোকসভা হইতে পদত্যাগ গণতন্ত্র ও ত্রিপুরার জনগণের প্রতি প্রবঞ্চনা।" তাঁর এই প্রস্তাবটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সত্য। আমি মাননীয় সদস্যর বক্তব্যের সাথে একমত।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা থেকে বিগত লোকসভার নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন বামফ্রণ্টের দুইজন প্রার্থী। একজন হলেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅজয় বিশ্বাস মহোদয় এবং আর একজন হলেন বাজুবন রিয়াং মহোদয়। সারা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উনারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাতে আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করতে পারলাম যে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে উনারা লোকসভায় গিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু সেই জনগণের সংঙ্গে আলোচনা করে উনারা পদত্যাগ করেন নাই। প্রয়োজনই বোধ করেন নাই। হ্যাঁ, উনারা

আলোচনা করেছেন, কার সঙ্গে আলোচনা করেছেন? এন, টি, রামারাওয়ের সঙ্গে। যিনি অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের সঙ্গে আলোচনা না করে অর্ধনারীশ্বরের চরণামৃত পান করে উনারা সেইখান থেকে পদত্যাগ করেছেন।

গত দিনের বক্তব্যে মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী জওহর সাহা মহোদয় একটা কথা বলেছেন যে "বিশ্বাস" পদবি যাদের আছে, তাদেরকে খুব বেশী "বিশ্বাস" করার কারণ থাকে, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন অজয় বিশ্বাস। উনি বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রমাণ দিলেন যে, 'বিশ্বাস' পদবী থাকলেই মার্কসবাদী নেতাদের বিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। মিঃ স্পীকার, স্যার, ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। এদেশে ভোটে সরকার গঠিত হয়, ক্ষমতা হস্তান্তর হয়। কেন্দ্রেও কয়েকবার ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের একটা মজবুত ভিত গড়ে উঠেছে। কিন্তু এ রাজ্যে যখন সি, পি, এম সরকার ছিল গত দশ বছর এবং ভারতবর্ষে আরও দুটি রাজ্যে যেখানে তাদের সরকার রয়েছে, তারা গণতন্ত্রে কতটুকু আস্থাশীল সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, (স্যার). আজকে দেখা যাচ্ছে যেখানে সারা ভারতবর্ষে বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে ত্রিপুরা সহ, কোথায়ও কোন বন্ধের চিহ্ন নেই। গতকাল আমরা লক্ষ্য করেছি, বন্ধের বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব, সেখানে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি, দক্ষিণ পন্থী এবং উগ্র মৌলবাদীদের হাতে হাত মিলিয়েছে। তাদের ডাকে সাড়া দেননি এ রাজ্যের লোক। দুই জন পদত্যাগী সদস্য— একজন কাজে যোগ দিয়েছেন মিউনিসিপ্যালিটিতে. আর একজন এখনও কোন কাজে যোগ দিয়েছেন কিনা জানিনা।

মিঃ স্পীকার, (স্যার), গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় কমিউনিষ্ট পার্টি বিশ্বাস করে না। এটা বিধানসভার ভিতর এবং বাইরে আমরা লক্ষ্য করেছি এবং এটা তাদের থিওরীর মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু যেহেতু ভারতবর্ষ একটা গণতান্ত্রিক দেশ এবং যখন গণতন্ত্র একটা চরম সীমায় পৌছতে চেয়েছে সেখানে তারা অর্ধনারীশ্বর রামারাও এর থাবার মধ্যে চলে গেলেন। কোন কবিরাজ নাকি জ্যোতিষ নাকি উনাকে বলেছেন যে, রাত আটটা থেকে অর্ধনারীশ্বর সেজে থাকবেন। তাহলে ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী হবার সম্ভাবনা আছে। কত দুর্বল হলে আমাদের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এটা করতে পারে।

Mr. Speaker :—Now the House stands adjourned fill 2 p. m. The member speaking will have the floor.

AFTER RECESS AT 2·00 A. M.

শ্রীরতনলাল ঘোষ :—মিঃ স্পীকার, স্যার, যে ঘটনা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের ইতিহাসে ঘটানো হয়েছে, এটা গণতন্ত্রের প্রতি অবমাননাই শুধু নয়, ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে দুর্বল করে দেওয়ার একটা নতুন চেষ্টা এবং এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের মত একটা অ-উন্নত রাজ্য, যে রাজ্যের মানুষের আশা আকাঙ্খা অনেক বেশী, কিন্তু তার পূরণ করার মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তার খুবই কম. সেখানে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষকেই সম্পূর্ণভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হয় এবং এখানকার দুই জন নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা এই রাজ্যের মানুষের আশা আকাঙ্খার কথা পার্লামেন্টে তুলে ধরবেন বলে আমরা তাদেরকে নির্বাচিত করে আমাদের প্রতিনিধি বানিয়ে সেখানে পাঠিয়েছি, ওনারাও এন. টি, রামারাওয়ের থেকে শুরু করে দেবীলাল এবং বি. জে. পি-র অটল বিহারী বাজপেয়ী থেকে শুরু করে আসামের প্রফুল্ল মহন্ত, ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করেছেন। এখন আমাদের প্রশ্ন এবং আমরা অতীতেও দেখেছি যে, কেন্দ্রে যে সরকার রয়েছে যেটা কাশ্মীর থেকে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ৭০ কোটি মানুষের আশা আকাঙ্খাকে রূপায়িত করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং যেখানে ভারতের প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী যে মূহুর্তে কতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিল পার্লামেন্টে আনার চেষ্টা করে করছেন, ঠিক সেই মূহুর্তেই আমরা লক্ষ্য করলাম বিরোধী দলগুলি একত্রে চক্রান্ত করছে এবং সেগুলির বিরোধিতা করছে। এমন কি জহর রোজগার যোজনার মত একটা বিল যেটা পার্লামেন্ট এসেছে, এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে এটা এবং নগরপালিকা বিল, পঞ্চায়েত রাজ বিল যেগুলির মাধ্যমে ভারতবর্ষে গণতন্ত্রকে একদম রুট লেভেল পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন কেন্দ্রীয় সরকার, তখনই উনারা পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাদের একটাই উদ্দেশ্য সেটা হল কেন্দ্রে যে সরকার আছে, অর্থাৎ কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারকে হঠাও। গণতন্ত্রে কংগ্রেস থাকবে না কমিউনিষ্ট থাকবে কিম্বা সম্মিলিত বিরোধী দল ক্ষমতায় আসবে, সেটা বড় কথা নয়, নাকি কংগ্রেসকেই আবার ভারতের মানুষ ভোটাধিক্যে জিতাবে, সেটা স্বতন্ত্র জিনিস। কিন্তু এ'টা জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয় এবং আমরা বিশ্বাস করি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও সেদিকে দৃষ্টি রেখেছেন যে ভারতবর্ষের স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করার জন্যই বামপন্থীর নামে মধ্য-পন্থার নামে, মৌলবাদের নামে আজ যারা বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান দেন, তারা সবাই আজ এককাট্টা হয়েছেন।

আর সেখানে সবচেয়ে বেশী সুন্দর মিল দেখেছি। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিকে আমরা বলি ওরা সব সময় গণতন্ত্রের মুখোস পড়ে থাকে। ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারার সময় ওদের মুখোস খুলে যায়। আজকে ওদের মুখোশ খুলে পড়েছে। আজকে চেষ্টা হচ্ছে, ঐ বি, জে, পির,

সহিত মিলিত (যারা চরম দক্ষিণপন্থী দল) হতে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দল কুণ্ঠাবোধ করছে না। তাঁদের সেখানে নীতির বালাই নেই, আদর্শের বালাই নেই, গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার বালাই নেই, সমাজতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার বালাই নেই, সেখানে তাঁদের একটিই খোয়াব, একটিই লক্ষ্য, কি করে ভারতবর্ষকে ভাগ করা যায়, কি করে কেন্দ্রে পাঁচমিশেলী সরকার করা যায়। আর এটা করতে পারলে ভারতবর্ষের সমস্ত দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেওয়া। আর তার সাথেই শরিক হয়েছেন এই আর্থিক দিক থেকে দুর্বল ত্রিপুরা রাজ্য, যে ত্রিপুরা রাজ্যকে বিগত ১০ বছরে ক্যাডার বেইস শাসন ব্যবস্থা চালু করার নামে চরম দুর্বলতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে নির্বাচিত দুই জন প্রতিনিধিও পদত্যাগ করেছেন। এই ঘটনাকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন ভাষা নেই। এটা ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের পরিতাপের বিষয়। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর লাথি মেরে ওরা পদত্যাগ করে এসেছেন এবং এখানে আবার চেষ্টা করেছেন, বক্তৃতা দিয়ে ঘটনার সত্যতা প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের মানুষ, গণতান্ত্রিক ত্রিপুরার মানুষ তা স্বাভাবিকভাবে নেবে না এ বিশ্বাস আমরা আমরা রাখি। ঐ মার্কসবাদী পার্টি যখন অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল তখন একের পর এক মানুষের সাথে, সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে এবং পরবর্ত্তী সময়ে ভারতবর্ষে যখন যুদ্ধ হয়েছিল তখন ঐ বিদেশী শক্তির সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। আজকে যদিও বিরোধী সদস্যরা নেই, নতুন বিপ্লবের সূচনা করতে তাঁরা বাইরে রয়েছেন, উনাদের উদ্দেশ্য করেই বলছি ঠিক সেই রকম নূতন একটা চক্রান্ত চলেছে, ভারতবর্ষকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য। ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে, ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি গত দিনও বলেছিলাম, আজও আবার বলছি, বি, জে, পি, কে যদি আমরা হাঙ্গর ধরি, তাহলে কুমীর হলো, এই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি। এই কুমীর এখন হাঙ্গরের লেজ ধরে নদী পার হতে চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ, দিল্লীর লালকেল্লায় যেতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেটায় 'গুড়ে বালি' আর তা কিছুদিনের মধ্যেই প্রমাণ হয়ে যাবে। এই গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত কংগ্রেসী যে সংগঠন আছে, তাতে বলতে পারি, যতদিন গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনা শক্তিশালী থাকবে, ঐ বিরোধী কমিউনিষ্টরাও ততদিন রাজত্ব করতে পারবে। কেন না, একটি ছোট উদাহরণ দেওয়া যায় কেরল সম্পর্কে। সেখানে প্রায়ই দেখছি, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এবং বি, জে, পি,-এর মধ্যে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটেছে। স্যার, এই বি. জে. পি, উগ্রবাদে বিশ্বাস করে, আর মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করে ক্যাডারবাদে। তাই ক্যাডারবাদ ও উগ্রবাদ মিলে সেখানে একটি

চরম নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে। পশ্চিম বাংলা? পশ্চিমবাংলায় আইন শৃঙ্খলা কোন্ পর্য্যায়ে রয়েছে তার ছোট ২/৩ টি ঘটনা দিয়ে প্রমাণ করার প্রয়োজনীয়তা আমি দেখছি। আমরা যারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত ১০ বছরের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সরকার দেখছি সেখানে আমরা একটি জিনিষ প্রত্যক্ষ করেছি, সন্ত্রাস কাকে বলে। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষের গণতান্ত্রিক কণ্ঠকে স্তব্ধ করে রাখা যায়। এমন কি, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে দেশকে স্তব্ধ করে রাখা যায়। তার চেষ্টাই উনারা করেছিলেন' পশ্চিম বাংলায় একের পর এক তিন জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপর আক্রমণ হল। রাজ্যে একটি সরকার রয়েছেন। জ্যোতি বাবু বিরাট বড় বড় মিটিং করে বলেন, গণতান্ত্রিক সরকার। আর সেখানে একের পর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা যখন আসেন তখন তাঁদের উপর হামলা করা হচ্ছে। আজকে এই জিনিসের বিচার করার সময় এসেছে। স্যার, আজকে এই চক্রান্তের শরিক হয়েছেন ত্রিপুরা থেকে, অজয় বিশ্বাস এবং বাজুবন রিয়াংও। তাই উনারাও চেষ্টা করেছেন, রামারাওকে সঙ্গী করে ক্ষমতার একটা বণ্টন নেওয়া যায় কিনা। কিন্তু একটি জিনিষ পরিষ্কার, এরই মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি, ঝগড়ার শুভ সূচনা হয়ে গেছে। এবং হওয়া স্বাভাবিক। আদর্শের মিল নেই, সাংগঠনিক মিল নেই, কোন কিছুর সেখানে মিল নেই, সেখানে অমিলের মধ্যে একটা মিল খুঁজছেন এই অর্ধ নারীশ্বরকে সামনে রেখে। এ বড় অপূর্ব ব্যবস্থা। ভারতবর্ষে এই চক্রান্ত কার্যকরী হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি না এই কারণে যে, আকাশচুম্বী ক্ষমতা লোভের নায়ক এন, টি, রামা রাওকে সামনে রেখে চরম দক্ষিণ পন্থী থেকে আরম্ভ করে চরম বামপন্থীদের কোন দিন মিল হতে পারেনা বলেই। তাই অজয় বিশ্বাস থেকে আরম্ভ করে যারা পদত্যাগ করেছেন আগামী দিনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পথে ত্রিপুরার মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষ তাঁদের চরম শিক্ষা দেবে বলে আশা রাখি। এও আশা রাখি, যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বিরোধীরা সম্মিলিত ভাবে আঘাত করার যে চেষ্টা হচ্ছে সেই চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। স্যার, এই চক্রান্ত ব্যর্থ হতে যে বাধ্য তার একটি ছোট্ট আশাবাদী কবিতার কয়টি লাইন বলে শেষ করতে চাই।

The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I (we) sleep.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকবাবু এমন একটা সময়ে আজকে যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কারণ যারা গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে ভোট পেয়ে পার্ল্লামেণ্টে গিয়েছিলেন তাঁরাই আজকে পার্ল্লামেণ্ট থেকে পদত্যাগ করেছেন, তাই আজকে তাঁরা গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করতে পারেনি এটা অস্বীকার করার কিছুই নেই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কিছু দিন আগে আমি শুনতে পেয়েছিলাম, পার্ল্লামেণ্টের সদস্য শ্রীঅজয় বাবু রাজ্য সরকারের কাছে নাকি আবেদন করেছিলেন তার কর্ম সংস্থানের একটা সুবিধার জন্য। আমাদের রাজ্য সরকার তার জন্য অনুমোদন দিয়েছেন। এখন আবার জানতে পারলাম পার্ল্লামেণ্টের সদস্য শ্রীবাজুবন রিয়াংও নাকি রাজ্য সরকারের কাছে কর্ম সংস্থানের জন্য আবেদন রেখেছেন। তাই এই ব্যাপারে আমিও রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি অজয় বাবুর যেমন একটা ব্যবস্থা হয়েছে উনারও যেন সেই রকম একটা ব্যবস্থা হয়। কারণ তাঁরা এখন বুঝতে পেরেছেন যে, আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক প্রিয় জনসাধারণের কাছ থেকে ভোট নিয়ে আর পার্ল্লামেণ্টে যাওয়ার কোন উপায় নেই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পার্ল্লামেণ্ট থেকে উনারা যে পদত্যাগ করেছেন তার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে উনারা বঞ্চনা করেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের প্রতি হতাশার সৃষ্টি করেছেন সেটা উনারা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ভারতবর্ষের ৭০ কোটি জনগণের জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, যেমন পঞ্চায়েতরাজ-এ ৬৬ তম সংশোধনী বিল পাশ করেছেন, নগর পালিকা বিল, মহিলাদের জন্য ৩০ পারসেণ্ট চাকুরীর কোটা, ১৮ বৎসর বয়সে ভোটাধিকার এবং জওহর রোজগার যোজনা ইত্যাদি পাশ করার জন্য যেইমাত্র আমাদের প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী প্রস্তাব দিলেন তখন বিরোধী সদস্যরা বুঝতে পেরেছেন সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের আর কিছু বলার উপায় নেই। আমাদের প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী, মহাত্মা গান্ধীর যে স্বপ্নকে বাস্তবে কার্যকরী করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। তখন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিরা বুঝতে পেরেছেন তাদের রাজনৈতিক মুনাফা লুটার যে চেষ্টা ব্যর্থ হবে, তাই উনারা পার্ল্লামেণ্ট থেকে পদত্যাগ করেছেন।

আজকে তারা স্যার, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের ঝোলনায় ঢুকেছেন। আমরা দেখেছি স্যার, এই ৭৭ একটা পাঁচমিশালী সরকার পার্লামেণ্টে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে। ২৭ মাস পরে আবার ভারতবর্ষে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারন কংগ্রেস এমন একটা জাতীয় দল এই ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে রক্ষা করেছেন, ভারতের জনগণের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন এমন একটা পার্টি এই কংগ্রেস। যার জন্য

জনগণ বুঝতে পেরেই ২৭ মাসের মধ্যেই জনতা সরকারকে জনগণ উৎখাত করে দিয়ে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আমরা দেখেছি প্রয়াতা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী উনি ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়ন করেছিলেন। সারা ভারতবর্ষের কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতে কার্যকরী করা হয়েছিল, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তা কার্যকরী করেনি। তারা বুঝতে পেরেছিল এই পদক্ষেপ যদি কার্যকরী করা হয় তাহলে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক মুনাফা লুটার যে চেষ্টা সেটা ব্যর্থ হবে। তাই তারা চাননি এই ২০ দফা কর্মসূচী ত্রিপুরা রাজে কার্য্যকরী করা হোক। আজকে বিরোধী সদস্যরা বন্ধ ডেকেছে। কিন্তু জনগণ তা ব্যর্থ করে দিয়েছে। আজকে যারা বিরোধী তারা পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করে বুঝেছিল জনগণের সহযোগিতা পাবেন কিন্তু জনগণ তাদের উৎখাত করে দিয়েছে। আজকে তার প্রমাণ হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ প্রত্যাখান করে দিয়েছে তাদের বনধ্। আজকে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি আবার লোকসভা নির্বাচনে তাদের জনগণের কাছে যাওয়ার মত অবকাশ থাকবেনা। তারা যে অন্যায় করেছেন, ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থের জন্য তারা পার্লামেন্টে গিয়েছিলেন, আজকে তারা পদত্যাগ করেছেন, কিন্তু জনগণকে একবারও জিজ্ঞাসা করেননি। জনগণকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। আজকে তাই জনগণ তাদের বনধ্ প্রত্যাখান করেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের এই সরকার আসার পর আমরা জানি যে আমাদের এই রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ১০ বৎসরের যে শাসনকাল ত্রিপুরায় তাতে জনগণ বুঝতে পেরেছে যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির তারা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করেনা, তারা এই রাজ্যে খুনের রাজত্ব কায়েম করেছিল, সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করেছিল, এই রাজ্যের জনগণকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বঞ্চিত করেছিল। আজকে জনগণ বুঝতে পেরেছে আমাদের কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, সরকার জনগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আজকে এই সরকার কার্যকরী করতে চলেছে এবং বাস্তবে কার্যকরী করতে জনগণের সহযোগিতা নিয়ে সম্ভব হয়েছে। তাই আজকে যারা লোকসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন আমি ত্রিপুরাবাসীর কাছে আবেদন রাখব তাদেরকে প্রত্যাখান করার জন্য। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই):— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় এখানে যে প্রস্তাবটি এনেছেন যে "রাজ্য থেকে নির্বাচিত লোকসভা সদস্যদের লোকসভা হইতে পদত্যাগ গণতন্ত্র ও ত্রিপুরার জনগণের প্রতি প্রবঞ্চনা"। এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে যে আলোচনা মাননীয় সদস্য এখানে এনেছেন তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি। যারা পদত্যাগ

করে এসেছেন তাদেরকে তীব্রভাবে নিন্দা করে আমি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বসবাস করি। আজ পর্য্যন্ত আমরা যা দেখেছি, শুনেছি এবং যা কিছু হয়েছে সবই গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে। যখন কোন নির্বাচন হত, কি বিধানসভার কি লোকসভার তখনই ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ তাদেরকে ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে এবং সেজন্য দায়িত্বও তাদের যথেষ্ট রয়ে গেছে। ত্রিপুরার অভাব অভিযোগ, ত্রিপুরার সমস্ত কিছু প্রয়োজন এবং ত্রিপুরার অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত সব দিক থেকে যে সমস্ত দায়িত্ব ওনারা নিয়ে গেছেন লোকসভাতে ত্রিপুরার জনগণের বিভিন্ন সমস্যাদি আলোচনার জন্য ভারত সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য তাদেরকে দায়িত্ব ত্রিপুরার জনগণ তুলে দিয়েছে তারা তাকে অবমাননা করে পদত্যাগ করে এসেছেন।

তারা দাবী করেছিলেন ভারত সরকারের পদত্যাগ, রাজীব গান্ধীর পদত্যাগ। কিন্তু আমরা দেখলাম শেষ পর্য্যন্ত তারা নিজেরাই পদত্যাগ করে চলে এসেছেন। কাজেই ত্রিপুরার মানুষ আজকে বুঝতে পেরেছেন তাদের উপর ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তারা সে দায়িত্ব পালন করতে সম্পূর্ণ অনুপোযুক্ত। তার প্রমাণ এখন মিলেছে। তারা সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে শেষ পর্য্যন্ত নিজেরাই পদত্যাগ করে চলে এসেছেন। মানুষ তাদের যে দায়িত্ব দিয়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব করে সংসদে পাঠিয়েছিল তারা সেটা না করে সাধারণ মানুষকে প্রবঞ্চনা করে পদত্যাগ করে এসেছেন।

শুধু তাই নয়, আমরা দেখেছি ১৯৮৪ সালে এই রাজ্য থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য বাজুবন বাবু ট্রাইবেল সমাজ থেকে নির্বাচিত হয়ে বহু দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যখন আমরা ৬ষ্ঠ তপশিল দাবী করেছিলাম ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ উপজাতিদের স্বার্থে তখন বাজুবন বাবু লোক-সভার সদস্য ছিলেন। আমরা যখন ১৯৮৪ সালে দিল্লীতে যাই তখন তিনি দিল্লীতে ছিলেন না। ত্রিপুরাতে ছিলেন। তারপর যখন এই ৬ষ্ঠ তপশিল বিল সংসদে আলোচনার জন্য উঠলো তখনো তিনি এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেননি। শুধু বাজুবন বাবু নয় অজয় বাবুও তখন ত্রিপুরার প্রতিনিধি ছিলেন। ত্রিপুরার জনগণের আশা আকাঙ্খার কথা সংসদে তোলে ধরার জন্য প্রতি-নিধিত্ব করছিলেন। কিন্তু যেদিন এই ৬ষ্ঠ তপশিল মোতাবেক জেলা পরিষদ বিল সম্পর্কে আলো-চনা হয় সেদিন তিনি একটি কথাও বলেননি। এমনকি তারা দিল্লীতেও ছিলেন না। আমরা এম, পি, হোস্টেলে তাদের খোঁজ করেছিলাম, তখন সেখান থেকে আমাদের বলা হয় যে, তারা এখানে নেই, ত্রিপুরাতে চলে গেছেন। এবং আমারও পরিষ্কার মনে আছে যেদিন এই ৬ষ্ঠ তপশিল বিল লোকসভাতে পাশ হয় সেদিন বাজুবন বাবু ত্রিপুরাতে ছিলেন অমরপুরের সর্ব্বং গ্রামে। এইভাবে তারা ত্রিপুরার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। অপরদিকে শাসক গোষ্ঠীর সমালোচনা করছেন।

আজকে আমাদের বিধানসভার কার্য্যসূচী অনুযায়ী বিধানসভা চলছে। কিন্তু আজকে এই বিরোধী বন্ধুরা তারা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেননি। কাজেই গণতন্ত্রের নামে দোহাই দিয়ে আজকে তারা বিপ্লব করছেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন আনাচে কানাচে, ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে তারা গণ্ডগোল সৃষ্টি করছেন, আর তারা বিপ্লব করছেন, এর অর্থ কি গণতন্ত্র ?

কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের নির্বাচন করে পাঠিয়েছিলাম ত্রিপুরার মানুষের অভাব-অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তোলে ধরার জন্য। কিন্তু আজকে নির্লজ্জের মত গণতন্ত্রকে পদদলিত করে তারা পদত্যাগ করে এসেছেন। এইটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আবার তারা নির্লজ্জেরমত ভোট ভিক্ষা করতে যাবেন লোকসভার নির্বাচনের সময়। কাজেই আমি ত্রিপুরার জনসাধারণের প্রতি এই আহ্বান রাখতে চাই, তাদেরকে আজকে চিন্তা করতে হবে, তাদেরকে বুঝতে হবে, যে ত্রিপুরার জনগণের যে দায়িত্ব নিয়ে তারা দিল্লীতে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সে দায়িত্বকে নিয়ে আজকে তারা বিপ্লব করছেন আমাদের ত্রিপুরাতে। গতকালকে এবং আজকে এই দায়িত্ব প্রাপ্ত এম. পি, রা ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে মিছিল মিটিং করছেন, তাও দাও, কুড়াল, নিয়ে তোমরা শাসক-গোষ্ঠীকে আক্রমণ কর, এইভাবে তারা মিছিল মিটিং করছেন। আমরা খবর পেয়েছি আজকেও বিভিন্ন জায়গাতে বিক্ষিপ্তভাবে তারা দুর্ঘটনা করছেন। এইকি তাদের গণতান্ত্রিক চেহারা? আমি গতকালকেও এই হাউসে বলেছিলাম যে, আমাদের ভারতবর্ষের যে মার্কসবাদী কমিনিষ্ট পার্টি, তারা আসল কমিউনিষ্ট নয়। ১৯৮০ সালে দক্ষিণ পশ্চিম ত্রিপুরাতে শ্মশান তৈরী করা হয়েছিল দাঙ্গা হাংগামা ঘটিয়ে। এটার অপরাধে আজকে নৃপেনবাবু ও দশরথবাবু আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর উপযুক্ত। আজও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়-গাতে উত্তেজনা সৃষ্টি করে চলেছেন। বিভিন্ন জায়গাতে বিপ্লব করার চেষ্টা করেছেন। একজন দায়িত্বশীল নেতা হয়ে বিরোধী নেতারা আজকে যা করছেন তা এক কথায় বলা যেতে পারে যে, তারা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে পদদলিত করে চলছেন। কাজেই ওদেরকে আজকে আমাদের চিনতে হবে, বুঝতে হবে।

এখানে আজকের আলোচনার যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয় এনেছেন তাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করে একটা কথাই বলতে পারি যে, লোকসভা থেকে বিরোধী সদস্যগণ কাদের স্বার্থে পদত্যাগ করেছেন ? জনগণের স্বার্থে? না শিক্ষার স্বার্থে? নাকি উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে? আমরা কি স্বার্থ বুঝতে পারিনি ? তারা পদত্যাগ করেছেন সস্তা রাজনীতি করার জন্য। কয়েকদিন পরেই তারা আবার ভোট ভিক্ষা চাইতে এই জনসাধারণের কাছে আসবেন। তারা বুঝতে পেরেছেন যে তারা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঁড়োল মেরেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, :— আজকে লোকসভার থেকে বিরোধী সদস্যদের পদত্যাগ করে দেশের জনগণকে দরদ দেখাচ্ছেন। কিন্তু সেটা মোটেই দরদ দেখানো নয়। বরঞ্চ তারা আমাদের গণতন্ত্রের অপব্যাখ্যা করেছেন। এই ভারতবর্ষে মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পার্টির প্রচুর ইতিহাস আছে। এই দশরথবাবু, নৃপেনবাবু জনশিক্ষার নামে এবং গণমুক্তি পরিষদের নামে যে আন্দোলন করেছিলেন তাতে অনেক জাতি উপজাতি অংশের মানুষই সাড়া দিতে পারেন নাই। ফলে তাদেরকে জ্যান্ত অবস্থায় কবর দেওয়া হয়েছিল। সেদিনও নেতৃত্বে ছিলেন দশরথবাবু ও নৃপেনবাবু। তারা তখন ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন এবং তারা ভারতের বিরুদ্ধে গুলি চালিয়েছিলেন। সেই ইতিহাস আমাদের জানা আছে। আমরা জানি, খোয়াই, কমলপুরের মহারাণী, আভাংগা, মেহেন্দিয়া, কৈলাশহরের টেংচুং, সায়রাছড়া এই সব গ্রামে, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে যে উপজাতিরা গণমুক্তি পরিষদের আন্দোলনে সামিল হন নাই তাদেরকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়। যা এখনও ত্রিপুরার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

আজকে বিরোধীরা আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে কি করছেন ? তা সবই ত্রিপুরার মানুষ দেখছেন। ত্রিপুরার মানুষ লক্ষ্য করেছেন যে বিগত ১০ বৎসরে বামফ্রন্ট শাসনকালে রাজ্যের মানুষ শান্তি সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করতে পারেন নাই। কর্মচারী থেকে শুরু করে রাজ্যের কৃষক, মেহনতী শ্রমিক, সাধারণ জনগণ নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছিলেন। কিন্তু আজকে ত্রিপুরার পরিবেশ বদলে আসছে। কোথাও আগেকার ঘটনা ঘটছে না। আজকে আমাদের এই ত্রিপুরাতে ভারত বন্ধকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা বিভিন্ন জায়গায় নৃপেনবাবু দশরথবাবুরা অনেক ঘটনাই করেছেন। উনারা উস্কানি দিচ্ছেন। আজকে ত্রিপুরার বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে মার্কস্‌-বাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা টি, এন, এল, এফ, এর নামে লুট পাট, চুরি ডাকাতি করে চলছেন। খোয়াইতে তারা পুলিশের একটি গাড়ী আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছেন। কাজেই আজকে বিরোধী গোষ্ঠীরা কি করছেন আশা করি ত্রিপুরার জনগণ তা ভাল করেই বুঝতে পারছেন। আমরা চাই রাজ্যের সমস্ত মানুষ যাহাতে শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। লোকসভা থেকে বিরোধীদের এই পদত্যাগকে আমি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক বলে মনে করি। এই ঘটনা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ তাদের কাজ কর্ম সবারই জানা আছে। আমি আজ এই হাউস্ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কাছে অনুরোধ জানাই যে, তাঁরা যেন বিরোধীদলের এই সমস্ত লোকদের কাছ থেকে সতর্ক থাকেন। এটা আমি ত্রিপুরার জনগণের কাছে আবেদন রাখছি। আমি আজকের এই আলোচনার বিষয়বস্তুকে পূর্ণ সমর্থন করছি এবং বিরোধীদের এই পদত্যাগকে তীব্রভাবে নিন্দা করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় আজকের সভায় যে আলোচনা এনেছেন, "রাজ্য থেকে নির্বাচিত লোকসভা সদস্যদের লোকসভা হইতে পদত্যাগ গণতন্ত্র ও ত্রিপুরার জনগণের প্রতি প্রবঞ্চনা" আমি এই বিষয়ে একমত এবং এটা সময়োপযোগী আলোচনা ত্রিপুরার জনগণের কাছে। যাদের আমরা ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য, ত্রিপুরার রাস্তার জন্য, ত্রিপুরার শ্রমজীবি মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পাঠালাম তারা কেন পদত্যাগ করলেন ? যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে অন্দোলন করতে পারতাম, তাদের নেতাদের পদত্যাগ বাধ্য করাতে পারতাম, সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে তারা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে তাঁরা নিজেরাই পদত্যাগ করে ফেললেন। যদি ত্রিপুরার কয়েক হাজার বেকারের চাকরীর জন্য তাঁরা দাবী করতেন, ত্রিপুরার রেল লাইনের জন্য দাবী করতেন, ত্রিপুরার শিল্পায়নের জন্য দাবী করে সেটা পাওয়া না গেলে পদত্যাগ করতেন তাহলে আমরা মানতে পারতাম। কিন্তু তা না করে আজকে তারা দাবী করলেন উনাদের দলের লোককে প্রধান মন্ত্রী করতে হবে এবং রাজীব গান্ধীকে পদত্যাগ করতে হবে। সেটা না হওয়াতে তারা পদত্যাগ করলেন। আমরা যারা আজকে পবিত্রতম সভায় এসেছি তাঁরা সবাই জনগণের রায়ে এসেছে। এক একটা দল তাঁদের প্রার্থীকে মনোনয়ন করতে পারেন, নৃপেনবাবু, জ্যোতিবাবু কিংবা ই, এম. এস, নামবুদ্রিপাদ তাদের মনোনয়ন দিতে পারেন। কিন্তু তাদের নির্বাচিত করতে পারেন না। সুতরাং নৃপেনবাবুদের কথায় তাঁরা পদত্যাগ করতে পারেন না। যদি এমন হত যে নৃপেনবাবুরা তাঁদের সি, পি, এম, দল থেকে পদত্যাগ করতে বলতেন তা হলে তাঁরা সেখান থেকে পদত্যাগ করলে আমাদের কিছু বলার ছিল না। কিন্তু আজকে তাঁরা যেভাবে পদত্যাগ করলেন সেটা ত্রিপুরার জনগণের কাছে নিন্দনীয়। তারা এখন জোট বেঁধেছেন। কোন সময় জাতীয় ফ্রন্ট, কোন সময় বামফ্রন্ট, কোন সময় তারা ডান পন্থীদের সঙ্গে জোট বাঁধেন। কোন সময় দেখি তাদের নেতা এন, টি, রামা রাও, কোন সময় তাদের নেতা দেবীলাল, কোন সময় তাদের নেতা রামকৃষ্ণ হেগড়ে, কোন সময় তাদের নেতা জ্যোতিবাবু। কোন্ সময় যে কে তাদের নেতা সেটা জানবার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়।

কোন সময়ে ওদের ফ্রন্টের নেতা কে হন, সেটা কেউ জানে না, সেই তাদের নেতা হওয়ার সিদ্ধান্তগুলি হঠাত করে আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে দেখতে পাই। আজকের যে সি,এ,জি, রিপোর্ট যার ভিত্তি করে ওয়া জোর দাবী তুলেছেন, এই রকম সি,এ,জি, রিপোর্ট বিভিন্ন রাজ্যে সেখানে কংগ্রেসী অথবা অকংগ্রেসী যে কোন ধরনের সরকার থাকতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে সি, এ,জির নানা-ধরনের অভিযোগ উঠেছে এবং উঠছে। সাধারণত: সি,এ,জির রিপোর্টে ব্যক্তি

বিশেষকে জড়িয়ে কোন মন্তব্য করা হয় না, আইনগত বিভিন্ন দিক পর্য্যালোচনা করে নানা ধরনের মন্তব্য করা হয়। এমন কি, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যেও সি,এ,জি, বিগত সরকারের লটারী কেলেংকারী সম্পর্কে সরকারের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছে। এবং সি,এ,জি, রিপোর্টে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে রাজ্য সরকার আইন বিভাগের অভিমতকে ধূলিসাত করে দিয়ে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে টেণ্ডার পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ৩/৪ বার টেণ্ডার অহ্বান করেছে. এমন কি বার বার উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে টেণ্ডার বাতিল করে দিয়ে হাই রেটে সিঙ্গেল টেণ্ডার কল করে, সেটাকেই গ্রহণ করেছে, এটাও একটা নজীর --একমাত্র ব্যক্তি এস, কে, পালকে পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে। আমাদের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এর সঙ্গে সরাসরি জড়িত না হলেও এতে তার সমর্থন ছিল। কাজেই, তখনও তো তৎকালীন সরকারের পদত্যাগ দাবী করতে পারতাম। কিন্তু আমরা সেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করি নি তৎকালে আমাদের বিরোধী দল কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, দলের অনেক সদস্য ছিলেন, তারা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করতে পারতেন, কিন্তু তারা সেটা করেননি। এটা সেই ধরনের জিনিস না, এটা নিয়ে বিধানসভায় বক্তব্য রাখা যায়, আলোচনা করার দাবী রাখা যায়। কাজেই, এই সি, এ, জি, রিপোর্ট বফোর্স সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে সেটা নিয়ে তারা পদত্যাগ করে বসলেন, তা নিয়ে বিগত ২/৩ বছর ধরে পার্লামেণ্টে আলোচনা চলে আসছে. তখন কিন্তু তারা পদত্যাগ করেন নি, তারা এমন একটা সময় এসে পদত্যাগ করলেন যখন পার্লামেণ্টের মেয়াদ আর বেশী দিন নাই। এটা সবার জানা যে রাজীব গান্ধি ভারতের প্রিয় প্রধান মন্ত্রী, বিরোধী দল আজকে একটা নতুন সুযোগ খুঁজছেন, এই ব্যাপারটা নিয়ে পার্লামেণ্টে কম করেও ১৫৮ ঘণ্টা ধরে আলোচনা হয়েছে, কেন তারা তখন পদত্যাগ করলেন না? আজকে বিরোধী দলের অনেকে মনে করেন, তারা নিজেরাই একজন জয় প্রকাশ, একজন মোরারজী দেশাই, একজন জগজীবন রাম, তারা সবাই মিলিত হবেন যাতে কংগ্রেসকে হঠানো যায়, তারা চাইছে যে ৭০ দশকে যে ভাবে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের আকাশে এর বাতাসের মধ্যে মেঘ জমাতে, উনাদের কেউ হবেন ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আর কেউ হবেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, অথচ আমরা লক্ষ্য করছি আজকে তাদের মধ্যেই বিভাজন কাজেই আজকে তাদের সেই আশা পূরণ হবার মত অবস্থায় নাই। কারণ আমরা দেখেছি গত ২৪শে জুলাই তারা পার্লামেণ্ট থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং তার পরবর্তী পর্য্যায়ে রাজ্যসভার ঘটনা আরও বিচিত্রময়, আমাদের বিরোধী দল সি, পি, এম, সব সময়ে দুই মুখো নীতিতে বিশ্বাসী, এটা ভারতের প্রতিটি মানুষ এর জানা আছে তাই তারা বলছে যে লোকসভা থেকে আমরা পদত্যাগ করলেও রাজ্যসভা থেকে আমরা পদত্যাগ করব না, কারণ রাজ্যসভাতে আমরা এটার আলোচনা করব। কিন্তু রাজ্যসভায় যখন আলোচনাটা এসেছে, তখন এটার বিরোধীতা কিভাবে করতে হবে, তার জন্য

একটা আলোচনা বৈঠক বসলো এবং সেই বৈঠকে জনতা দলের জেনারেল সেক্রেটারী সুব্রাহ্মনিয়াম স্বামী সি, পি, আই দলের প্রবীণ সদস্য রামানন্দকে হঠাৎ করে প্রশ্ন করে বসলেন, এই বেইমানটা কেন এখানে এসেছে? সুব্রাহ্মনিয়াম স্বামী আরও বললেন, আপনারা কমিউনিষ্টরা প্রমাণ করুন, আপনারা কি ভারতের প্রতি অনুগত, না রাশিয়া বা চীনের প্রতি অনুগত? সংগে সংগে সেই মিটিং এর মধ্যে একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল, একজন আর একজনের সার্টের কলার ধরে মারামারি শুরু করে দিল, এবং তার সংগে সংগে অন্যরা চীৎকার করে উঠলো, এই কি কর? কি কর? এটা এক্ষুণি বন্ধ কর, এই ব্যাপারটা যদি ভারতের মানুষ জানে তাহলে আর রাজীবকে হঠানো যাবে না, এটা শীঘ্রই বন্ধ কর। ঝগড়া বন্ধ হল, তারপর জ্যোতিবাবু এন, টি, আরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা তো সব সময়ে এর বিরোধীতা করে আসছি, এখনও বিরোধীতা করব, আপনারা কি করবেন? উত্তরে রামা রাও বললেন, এটা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, আমরা আধা সমর্থন করব আর আধা বিরোধীতা করব, আর বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং বললেন, এটা হিন্দু বলয়, আমরা যদি এটাকে সমর্থন না করি, তাহলে তো আমাদের ভোটের লড়াই করা সম্ভব নয়। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাদের নিজেদের মধ্যে বিভাজন। এটা সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় যে তারা ভারতের গণতন্ত্রের উপর কালিমা লিপ্ত করতে চাইছেন, ভারতের গণতন্ত্রের উপর ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার উপর তারা আঘাত হানতে চাইছেন। সেই সংগে আমরা লক্ষ্য করছি যে, সারা বিশ্বে বিশেষ করে কমিউনিষ্ট দুনিয়াতে আজকে গণতন্ত্রের হাওয়া বইতে শুরু করেছে, আজকে সেই সব দেশেও গণতন্ত্রের দাবী উঠেছে, মত প্রকাশের দাবী উঠেছে, সংসদীয় ব্যবস্থার দাবী উঠেছে। রাশিয়া তো সংসদীয় ব্যবস্থার দিকে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে চলছে, কিছু দিন আগে চীনে যা ঘটে গেছে, সেটা তো আমরা ভারতবাসীরাই নয়, সারা পৃথিবীও লক্ষ্য করেছে, এমন কি জার্মানেও এটা দেখা গিয়েছে। এত সব সত্ত্বে আমাদের দেশের কমিউনিষ্টরা মুখ রক্ষার জন্য প্রচার করছে যে আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থা খারাপ, আর তা প্রমাণ করার জন্য, ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থাকে চুরমার করার জন্য তারা পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করে চলে এলেন। তারা যে এই সমস্ত কিছু করে চলেছে, তার পিছনে একটা কারণই আছে, সেটা হল বাজার গরম করা এবং বাজার গরম করে তারা আবার পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে—জল ঘোলা করে মাছ ধরার কৌশলটা তারা বেশ ভাল করে জানে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে যা দেখছি, তাতে দেখা যাচ্ছে, তাদের মতে যে ভাবে জল ঘোলা হওয়ার কথা, সেই ভাবে জল ঘোলা হচ্ছে না, বরং সেটা বোমেরাং হয়ে আবার তাদের দিকে ফিরে যাচ্ছে। আগে ওরা দাবী তুলেছিলেন যে রাজীব চোর, কিন্তু এখন দেখছি পত্র-পত্রিকাতে তাদের বিরোধী দলের নেতাদের

এক এক জনের যে কেচ্ছা কেলেংকারী বের হচ্ছে, সেটা সারা ভারতের মানুষ প্রত্যক্ষ করছে। তারা তো এমন আবেদনও করেছেন যে, কংগ্রেস থেকে কিছু সৎ মানুষ দল ত্যাগ করবেন, কিন্তু তাদের সেই আবেদন তো এখন দেখছি উল্টো হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদেরই এক এক দলের অফিস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে বিহার এবং ইউ, পি,তে তাদের এক এক দল থেকে পদত্যাগ করে কংগ্রেস দলে যোগ দিয়ে রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জানাচ্ছে, তাই আজকে এই জিনিসটা তাদের কাছে খারাপ লাগছে।

আজকে পদত্যাগ ত করলেন না, উল্টো দেখা গেল, এক একটা দলীয় অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। বিহারে বন্ধ হয়েছে, ইউ, পি,তে বন্ধ হয়েছে। স্যার, আজ রাজীবজীর উপর যে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা চলছে তা দেখে খারাপ লাগছে। স্যার, আজকেই ঠিক করে দেবে কে ঠিক, কে বেঠিক। কেন না, বিরোধীরা আজকে সারা ভারতবর্ষে যে বন্ধ ডেকেছেন তার উত্তরই বলবে কে ঠিক। ভারতবর্ষকে কমজোরী করার জন্য যে চেষ্টা চলছে তার জবাব পাবেন বিরোধীরা। ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য যে চেষ্টা তার বিরোধীতা করে ভি, পি, সিং এবং তার সম্মিলিত বিরোধী দল যে চেষ্টা করছেন তা ভারতবর্ষের মানুষ বিচার করবে। কাজেই আজকে শ্রদ্ধেয় চীফ হুইপ এখানে "রাজ্য থেকে নির্বাচিত লোকসভা সদস্যদের লোকসভা হইতে পদত্যাগ গণতন্ত্র ও ত্রিপুরার জনগণের প্রতি প্রবঞ্চনা" শীর্ষক যে আলোচনার সুযোগ করেছেন তা খুবই সময়োপযোগী। এই প্রস্তাবের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমি আশা করব, আপনারাও এর উপর সহমত পোষণ করে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাবেন। এই বলেই আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, লোকসভা হইতে বিরোধী সদস্যদের পদত্যাগ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় যে আলোচনার জন্য প্রস্তাব এখানে উৎথাপন করেছেন, তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এটা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। কারণ সারা ভারতবর্ষে যখন গরীব মেহনতী মানুষের স্বার্থে, গরীব মেহনতী মানুষকে তার নিজের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য যে চিন্তাধারা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী নিয়েছেন, তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সে সময় একটা অজুহাত দেখিয়ে বিরোধীরা লোকসভা থেকে পদত্যাগ করেন ওরা কিন্তু রাজ্য সভা থেকে পদত্যাগ করেন নাই, বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করেন নাই, কিংবা পদত্যাগ করেন নাই, পঞ্চায়েত থেকে। স্যার, লোকসভা থেকে অনেক সদস্যই পদত্যাগ করতে চাননি। তাঁদেরকে হুমকি দিয়ে করান হয়েছে। বিরোধী দলের এই অগণতান্ত্রিক ডিসিশান অ, গ, প, এর

একজন সদস্য ও কর্ণাটকের জনতা দলের একজন সদস্য মেনে নিতে পারেন নি। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী দেবীলাল বলেছিলেন, যারা পদত্যাগ করবে তাঁদেরকে ১০ লক্ষ টাকা ও একটি করে জীপ দেওয়া হবে। এই টাকা তাঁরা কোথায় পেল? ভারতবর্ষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য, বিদেশী শক্তির ক্রীড়নক করার জন্য এটা করা হয়েছে তা খুবই পরিষ্কার বুঝা গেছে। নগরপালিকা বিল কিংবা পঞ্চায়েতরাজ বিল নিয়ে তাঁরা পত্র-পত্রিকায় কিছু বলেন নি, তাঁদের একমাত্র ইস্যু হচ্ছে, বফর্সকে সামনে রেখে রাজনৈতিক ফায়দা নেয়া যায় কিনা তা দেখা। গত মাসের ৭ তারিখে রাজ্য চীফ মিনিষ্টারস্ কনফারেন্সে স্পেশাল ডেলিগেটেড হিসাবে আমাকে আমন্ত্রণ জানান হয়। সেখানে স্পষ্ট আলোচনা হয়েছিল নগরপালিকা বিল এবং পঞ্চায়েতরাজ বিল নিয়ে। বিরোধীদের সঙ্গে আগে কোন আলাপ-আলোচনা করা হয় নি বলে যা বলা হচ্ছে তা মোটেই ঠিক নয়। বিরোধীদের সঙ্গে পরামর্শ করে, আলোচনা করে, মতামত নিয়ে সারা ভারতবর্ষে কি করে গরীব মেহনতী মানুষকে সাহায্য করা যায় সেটার জন্য আলোচনা করেই করা হয়েছে। যদি তা না করা হত, তাহলে বলতেন সরকার গণতন্ত্র বিশ্বাস করে না। স্যার, আমি বলব, বিরোধীরাই গণতন্ত্র বিশ্বাস করে না।

আমাদের প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী সুস্পষ্টভাবে বিরোধীদের গুরুত্ব দিয়ে ডেকেছেন, সমস্ত মুখ্য মন্ত্রীদের ডেকেছেন যে, আপনারা আসুন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করুন এবং আপনাদের যদি সুবুদ্ধি থাকে আপনারা আমাকে সেই পরামর্শ দিন। সেই শুভ বুদ্ধি গ্রহণ করে, বিবেচনা করে ভারতবর্ষ এগিয়ে আসবে গরীব মেহনতী মানুষকে সাহার্য্য করতে তার জন্য আসুন আমরা একমত হই, কিন্তু সে কথা বললে উনারা থেমে যান, ওনাদের কণ্ঠ রোধ হয়ে যায়, রাজীব গান্ধীকে বলার কণ্ঠ তাদের রোধ হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল রাজীব গান্ধী তাদের ডাকবেন না, কিন্তু রাজীব গান্ধী ডাকলেন এবং তিনি বলেছিলেন, আপনাদের যদি কোন বক্তব্য থাকে তাহলে এখানে এসে বলুন। কিন্তু বিরোধীরা সিদ্ধান্ত নিলেন, না নগরপালিকা বিল সম্পূর্ণ পাশ হয়ে গেছে। তখন পার্লামেন্ট তো শুরুই হয়নি। পার্লামেন্ট শুরু হওয়ার আগে আপনাদের মতামত চাওয়া হয়েছিল এবং তার জন্য সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ডাকা হয়েছিল। পাঞ্জাবে রাজ্যপালের শাসন চলছিল সেখানে চীফ মিনিষ্টার নেই তাই রাজ্যপাল উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সেদিন সমস্ত ডকুমেন্ট নিয়ে শুরু করে দিলেন যে, নগরপালিকা বিলের জন্য পশ্চিমবাংলা থেকে ১০ টা চিঠি দেওয়া হয়েছিল যে, নগরপালিকা বিল পাশ করার আগে আপনারা আমাদের থেকে মতামত নেওয়ার প্রয়োজন আমরা মনে করি। আপনারা এই ধারাগুলি সংশোধন করেন, এই ধারাগুলি যদি সংশোধন না করা হয় তাহলে পরে সেই নগরের উন্নতি করা সম্ভব নয়। সেটা পশ্চিমবাংলাই বলুন আর যেকোন জায়গাই বলুন, সেগুলি উন্নতি করা

সম্ভব নয়। এই চিঠি যিনি তখনকার মিউনিসিপ্যালিটির মন্ত্রী তিনি ১০টা চিঠি দিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত দিনে বীরেন দত্ত ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির মন্ত্রী উনার ৪টা চিঠি আছে সেখানে যে, এইভাবে মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়ার জনসাধারণের সুযোগ সুবিধার উন্নতি করা যায় না, তার জন্য সেখানে আইনগুলি সংশোধন করার প্রয়োজন আছে। এইভাবে বিভিন্ন রাজ্য থেকে যারা বিরোধী সুরে কথা বলেছিলেন তাদের বক্তব্য সেখানে প্রেস করা হলো। আর আসল যখন ঘটনা সেই সময়ে উনারা গেলেন না, কারণ গেলে উনারা ধরা পড়ে যাবেন। পঞ্চায়েত বিলের সময় গেলেন না, সুর তুললেন কি নগর পালিকা বিল তো পাশ হয়ে গেছে। পার্লামেন্ট শুরু হবার আগে রাজ্যে পাশ হবার প্রশ্নই উঠে না। এইভাবে তাঁরা একটা অজুহাত তুলে, কারণ সামনে লোকসভার নির্বাচন, এই নির্বাচনের আগে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সুড়সুড়ি তোলা যায় কিনা, কারণ যেখানে বিরোধীরা হেরে গেছেন এই সমস্ত জায়গায় তাঁরা সুড়সুড়ি তুলছেন কারণ ইলেকশ্যানের যাবার তাদের কোন ইস্যু নেই সেই কারণে একটা বোফর্স নাম দেওয়া হলো। একটা কেলেংকারীর নাম দিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষ তছনছ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আজকে যেটা মূল সমস্যা সেই সমস্যা নিয়ে উনারা কথা বলেন নি। বিরোধীরা বলেন যে গরীবদের জন্য আমাদের কিছু করতে হবে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীও তো তাই চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই আলোচনায় যোগ দেওয়া হলো না তখন একটা অজুহাত তুলে ১১০ অথবা ১২০ জনের মতো পদত্যাগ করলেন। যারা পদত্যাগ করেন নি তাদের জীবন নাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে এইভাবে গণতন্ত্রের উপর আঘাত আনছেন। আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের দু'জন লোকসভা সদস্য আছেন। আমার একটা কথা মনে হলো যখন সিকসথ্ সিডিউল্ড পাশ হয়ে গিয়েছিল পার্লামেন্টে তখন ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েত প্রধান নিয়ে বাজুবন বাবু এবং অজয় বাবু ব্যস্ত ছিলেন। বিশেষ করে আমরা যখন অমরপুর বিরোধী ছিলাম, অমরপুর সাব-ডিভিশ্যান বিশেষ করে আমাদের হতে ছিল। বি, ডি, সিও আমাদের দখলে ছিল, তখন প্রধান কেনার জন্য টাকা ব্যাগে নিয়ে ঘুরছিলেন আর সে দিকে পার্লামেন্টে সিকস্থ সিডিউল্ড বিল পাশ হয়ে গিয়েছিল। তখন কোন এক কর্মী বলেছিলেন, সিকসথ্ সিডিউল্ড পাশ হয়ে গেছে তখন অজয় বাবুরা বললেন, না আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের ভোট নিয়ে এসেছি, আমাদের জিজ্ঞাসা না করে কোন মতেই সিকসথ সিডিউল্ড বিল পাশ হতে পারে না, কারণ আমরা ত্রিপুরা রাজ্যেরজনসাধারণের প্রতিনিধি। ত্রিপুরার জনসাধারণ আছে, ত্রিপুরার জনসাধারণের প্রতিনিধি আমি, ত্রিপুরার জনসাধারণের মতামত নিয়ে আমি বললে পরে সেটা পাশ হবে। এখন কি করে পদত্যাগ পাশ হয়ে গেল? কি করে গ্রহণ করল উনার দল? জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করেছেন? সেদিন সিক্স্থ সিডুলের জন্য উনারা অজুহাত দেখিয়েছেন। আজকে অজয়বাবু এবং বাজুবন বাবুরা যে পার্লামেন্ট থেকে যে পদত্যাগ করেছেন উনারা কি সেই দামছড়ার এবং খেদাছড়ার

লোকেরাও ত ভোট দিয়েছিল তাদেরকে কি বলেছেন যে, আমরা এই কারণে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি ? কই কোথাও ত জিজ্ঞাসা করেন নাই। আর অজয় বাবু ত বাক্কা যেদিন পদত্যাগ করে আসলেন, দিল্লী থেকে আসলেন, ফেরার দিন আমিও ছিলাম একই ফ্লাইটে। অ্যাক্জিকিউটিভ ক্লাসে উনি বসেছেন যে অ্যাক্জিকিউটিভ ক্লাসে আমরা বসিনা সাধারণতঃ। অ্যাক্জিকিউটিভ ক্লাসে আমি জীবনে কোন দিন বসি নাই। কিন্তু উনারা এইখানে এসে বলবেন চটি জুতা পায়ে দিয়ে, ছিড়া জামা গায়ে দিয়ে মেহনতী মানুষের প্রতিনিধি আমরা। আর এইখানে অ্যাক্জিকিউটিভ ক্লাস ছাড়া চলবেনা। যেটা জেনারেল ইকনমিক ক্লাস থেকে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকার ডিফারেন্স। এইখানে পরের দিন জয়েন করলেন কোথায় ? মিউন্যাসিপ্যালিটি। জয়েন করার অধিকার আছে। কিন্তু একটা দিন গ্যাপ দিলেন না। ব্যাক্তিগত স্বার্থ তার ঠিকই থাকল। সেখানে পার্লামেন্টে দেখা গেল যাদের ৫ বৎসর হয় নাই তারা ত পেনশন পাবেন না, উনাদের ত আগে ৫ বৎসর হয়ে গেছে। সুতরাং উনারা পেনসন পাবেন। এইদিকে বেতনও পাবেন, ঐদিকে পেনসনও ঠিক থাকবে। আগাটাও খাইল গোড়াটাও খাইল, মিস নাই। মিস হয়েছে জনসাধারণের। জনসাধারণ তাদের উপর যে আস্থা রেখেছিল, সেই আস্থা খর্ব করে দিয়েছে। জনসাধারণের মুখে লাথি মেরেছে, জনসাধারণের গণতন্ত্রের মুখ্যে লাথি মেরেছে। কারা ? ওরা বাজুবন বাবু এবং অজয় বাবুরা। একটা কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। নিজের স্বার্থ রক্ষা করে সেখানে পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করে চাকুরীতে ঢুকে গিয়ে আবার সুড়সুড়ি শুরু করলেন মিউন্যাসিপ্যালিটির ১০ জনকে নিয়ে, সেই হাজার জন লোক কোথায় গেল ? সে দিন দেখলাম কামান চৌমুহনীতে ১০ জন থেকে ১২ জনকে নিয়ে চীৎকার করছেন। কেন ? জনসাধারণ আর আপনাদের সমর্থন করছে না। জনসাধারণ বুঝে নিয়েছে আপনারা কি চান। আজকে আপনারা যদি জনসাধারণের দুয়ারে গিয়ে বলেন, আমরা ভোট চাই, তাহলে জনসাধারণ আপনাদের থুথু দেবে। কারণ জনসাধারণকে একটি কথা জিজ্ঞাসা না করে আপনারা পদত্যাগ করেছেন। এদিকে অজয় বাবু চাকুরীতে ঢুকে সমস্ত কিছু ঠিকঠাক করে নিজের স্বার্থ ঠিক রাখলেন, আবার জনসাধারণের কাছে গিয়ে বলবেন, এই জোট সরকারের মন্ত্রী মহোদয়রা ভীষণ লাক্জারিয়াস। উনারা দালান বাড়ী করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যদিকে প্রচার করে আমরা ১০ পারসেন্ট ভাতা কম নিই। উনারা ১০ পারসেন্ট ভাতাও কম নেন, ধুয়েও খান না, চুরিও করেন না আবার সি, পি, এমের পার্টি অফিসগুলি দালানের উপর দালান উঠছে। গাড়ীর পর গাড়ী চলছে।

আজকে তারা গাড়ী চড়েন ? ট্যাক্সি চড়েন, নূতন গাড়ী ছাড়া চড়েন না, তাহলে এসব কোথা থেকে এসেছে। ওনারা বলছেন ১০ পার্সেন্ট বেতন কম নেন, তাহলে বলুন চুরি করেননি, বলবেন না। ডাকাতি করেননি, খামার আছে ? না। তাহলে এইযে গাড়ী-ঘোড়া ট্যাকসি চড়েন সেগুলি কোথা থেকে আসছে ? আসলে তারা সবচেয়ে বড চোর তাদেরকে ধরতে পারবেন না, কিন্তু বুঝবেন। আজকে তাদের ১৪টা গাড়ী আছে। যদি ২ লক্ষ টাকা করেও ধরি তাহলে ২৮ লক্ষ টাকা হবে। এই বামফ্রন্ট সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তখন আমরা দেখেছি বটতলাতে ছাড়া কোথায়ও তাদের কোন অফিস ছিলনা, আর এই ১০ বছরে তাদের স্বর্ণ মন্দির হয়েছে জায়গায় জায়গায়। তা হলে বুঝুন কোথা থেকে তাদের এসব টাকা এসেছে। ঐদিকে তাদের শরিক দেবীলাল বলছেন পদত্যাগ কর, ১০ লক্ষ টাকা পাবে এবং জীপ দেওয়া হবে। কোথায় থেকে এসব টাকা আসছে ? এসব টাকা কি তারা তৈরী করেন ? না, এসব টাকা তারা তৈরী করেন না, এসব টাকা হচ্ছে জনসাধারণের টাকা। আজকে এটা খুব পরিষ্কার স্যার, তাই তারা যতই চীৎকার করুক না কেন ত্রিপুরার মানুষ তাদেরকে চিনে ফেলেছে। আজকে আমরা দেখছি বাদলবাবু সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি অমরপুরে গিয়ে শুনেছি বাদলবাবু বলছেন যে, এই জোট সরকার নাকি ভাল না, তাই এই সরকার আর টিকবেনা! তদুপরি কোন জোট সরকার বেশীদিন টিকতে পারেনা। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনারা যখন এই ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলেন তখন বামফ্রন্ট সরকার বলতেন কেন ? তখন কি আপনারা জোট সরকার ছিলেন না ? আজকেও আপনাদের সেই পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, অন্ধ্র-প্রদেশ, আসাম, পাঞ্জাব, হরিয়ানা নিয়ে কি আপনারা একজোট হতে চাইছেন না ? ওরা কারা ? ওরা কি আপনাদের মতই একদল, সি, পি, এম, দল ? সারা ভারতবর্ষে তারা কতটা সীটে কন্টেস্ট করেন ? খুব বেশী হলে ৭০ টাতে আর সি, পি, এম প্রায় ৬০ টাতে। আজকে "সানডে" পত্রিকায় হিসাব বেরিয়েছে যে জনতা-হনতা সব মিলে যদি এক হয় তাহলে এখন যা সিট আছে বিরোধীদের তার থেকে ২/১ টা সীট হয়ত বাড়তে পারে, কিন্তু কোন প্রকারে যদি এক দল ফসকে যায় তাহলে তাও হবেনা। আজকে তারা আমাদের জোট সরকারের কথা বলে কিন্তু তারা কি জোট করছেনা ?

আজকে ৪২ বৎসর হয়ে গেছে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ৫৪৪ সিটের মধ্যে জিততে তো পারবেই না শুধু এককভাবে কোন রাজনৈতিক দলই প্রার্থী দাঁড় করাতে পারেনি কেবলমাত্র কংগ্রেস ছাড়া। সেদিন বাজুবনবাবু বললেন, এইটা ঠিকই বলেছেন আপনি। এরপরও আপনারা বলুন কংগ্রেস খারাপ যুব, সমিতি খারাপ আর আপনারা খুব ভাল। সারা ভারতবর্ষ ৪২ বছর হলো স্বাধীন হয়েছে, আপনারা সি, পি, এম, যদি এতই ভাল হয়ে থাকে তাহলে এই ৫৪৪টি সিটের মধ্যে দাঁড় করানোর মত শক্তি এখনো আপনারা

যোগাড় করতে পারেননি কেন ? ত্রিপুরা, কেরেলা এবং পশ্চিমবঙ্গ শেষ-তিনটা রাজ্য হইলেই তো শেষ। তারজন্য আজকে এরা বেচে নিয়েছে সন্ত্রাসের পথ। আজকে ওরা অন্ধকার দেখছেন। চারিদিকে হাহাকার অন্ধকার দেখছে। এখন তো আর কিছুই করা যাবে না, ত্রিপুরায়, এইটা করা যাবে না, পশ্চিমবঙ্গে এইটা করা যাবে না। তাহলে এখন কি করতে হবে ? না, মারতে হবে, মন্ত্রীকে মেরে কোথাও একটা আঘাত এনে তারপর আমাদের এইটা লুঠতে হবে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সিকে মেরে তাকে হস্‌পিটেলাইজড্ করে ফেলেছে। তারপর আবার গতকালকে শুনেছি, কান্তি বিশ্বাসকে নাকি আরেক দল মেরেছে। তো এইভাবে পাল্টাপাল্টি করে একটা রাজ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে তোলাই হচ্ছে তাদের পরিকল্পনা। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের তো বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণের চেষ্টা করছে। আমাদের উপজাতি যুব সমিতির নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস (আই) এর নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন জায়গায় তাদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। কিভাবে আক্রমণ ? দাও, কুড়াল, কুদাল ইত্যাদি নিয়ে। সেই খোয়াইতে আক্রমণ করছে একটার পর একটা। সেই খোয়াইতে আজকে বন্ধের দিনে উত্তর মহারাণীতে আমার বাড়ী যেখানে রয়েছে সেখানে তারা কি করছে ? সমস্ত বাজারে ১৫-২০ জনের মত শান্তি সেনা লাল টুপী মাথায় দিয়ে, লম্বা লম্বা লাঠি নিয়ে বাজারে গিয়ে সবাইকে বলছে, তোমরা কেউ বাজারে আসতে পারবে না এইভাবে জোর করছে। কিন্তু তবু জনসাধারণ বাজারে আসছে। কিন্তু না, রাস্তায় গিয়ে তাদের বাঁধা দিচ্ছে। অথচ জনসাধারণ চাইছে না, আজকের দিনের বন্ধকে তারা সমর্থন করছে না। এইভাবে জোর করে তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে।

তাই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইভাবে পদত্যাগ করে তারা গণতন্ত্রের উপর আঘাত এনেছে। আজকে জনসাধারণ শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয় সারা ভারতবর্ষে জনসাধারণ এই বন্ধের বিরোধীতা করে তারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে জনসাধারণের সমর্থন তাদের পেছনে নেই। সারা ভারতবর্ষে এই বিরোধীদের পদত্যাগ, জনসাধারণ সমর্থন করেন নি। যদি করতো তাহলে তাদের অন্ততঃ লাল সেলাম জানাত। কিন্তু কেউ জানায়নি আমি তো পত্র-পত্রিকায় কোথায়ও এইটা দেখিনি। আবার জোর করে কয়েকজনকে পদত্যাগ করানো হয়েছে, তারা করতে চায়নি।

কাজেই আমি বলছি তারা গণতন্ত্র মুখে শুধু বলে আসলে ওরা গণতন্ত্র নয়, ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার জন্য পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই করেনি। ভারতবর্ষকে শুধু টুকরো টুকরো নয় সেখানে সবসময় একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করে রেখে ভারতবর্ষের অগ্রগতিকে রুখে দিতে, অগ্রগতিকে স্তব্ধ করার জন্য, ভারতবর্ষের উন্নয়নের গতিকে বন্ধ করার জন্য তারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তারজন্য জনসাধারণ আজকে সেটা বুঝতে পেরেছেন এবং আগামী লোকসভার নির্বাচনে তার উপযুক্ত

জবাব তাঁরা তাদের দেবেন। এবং এ থেকে তারা একটা উপযুক্ত শিক্ষা নেবেন। আজকে যারা ভুল করছে সেই ভুলের সংশোধনের সময় তাদের রয়েছে। এই সংশোধন তারা করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— স্যার, আজকের বন্ধের ব্যাপারে আমি মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রীর কাছে একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। কারণ স্যার, খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, কংগ্রেস এবং টি, উ, জে, এস সমর্থকদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে আজকের এই বন্ধকে ঘিরে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, যতটুকু খবর পাওয়া গিয়েছে আজকের এই বন্ধকে কেন্দ্র করে তা আমি আমার ভাষনের মধ্যেই দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয় আজকে লোকসভা থেকে বিরোধীদলের সদস্যদের পদত্যাগ সম্পর্কে যে একটি সর্ট ডিসকাসান এনেছেন, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাকে প্রথমেই বলতে হয় যে, তারা যা বলছেন যে, বফর্স সম্পর্কে সি, এ, জি, যে রিপোর্ট দিয়েছেন তার উপর ভিত্তি করে তারা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করেছেন। কিন্তু সেই রিপোর্টের কোথাও বফর্স কামান নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না। কিন্তু তারা দাবী করেছেন যে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে! প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করতে পারেননা। কেননা, ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনসাধারণের সমর্থন নিয়ে তিনি রাজ্যসভা এবং লোকসভাতে নির্বাচিত হয়ে আসেন। আজকে তাদের যদি গণতন্ত্রের প্রতি বিন্দু মাত্র শ্রদ্ধা থাকে তাহলে তারা এই দাবী তুলতে পারেন না। যে প্রধানমন্ত্রীর পেছনে লোকসভার সমর্থন রয়েছে, জনসমর্থন রয়েছে, কোটি কোটি মানুষের সমর্থন যেখানে আছে সেখানে তিনি কিভাবে পদত্যাগ করতে পারেন? কেন উনি পদত্যাগ করবেন। উনি পদত্যাগ করেন নাই। পরিবর্তে দেখা গেল যে বিরোধীরা নিজেরাই পদত্যাগ করলেন? তাদের উপর আজকে জনগণের আর কোন বিশ্বাস বা আস্থা নাই। এই ধরণের দাবী জনবিরোধী দাবী। গণতন্ত্রে এই দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা জানি যে, কিছু রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে নীতিগত যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বামপন্থীরা বলেন যে, আমরা চাই ধনতন্ত্রের অবসান। তারা মেহনতি শ্রমিক শ্রেণীর শাসক হতে চায়। এই নীতি থাকা সত্ত্বেও তারা হাত মিলিয়েছেন দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদের সঙ্গে। কোথাও সাম্প্রদায়িক শক্তি, কোথাও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি, আবার কোথাও ধনতান্ত্রিক শক্তি। এই সমস্ত শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলেছেন যে, রাজীব গান্ধীকে পদত্যাগ করতে হবে। তাদের এম, পি, রা দলীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে পদত্যাগ করলেও, তাদের মন দলত্যাগ করতে চায়নি। ১০৬ জন

এম, পির মধ্যে ১০৪ জন পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। তারপর আরও শুনেছি, পত্র-পত্রিকার খবর, এন, টি, আর, নাকি বলেছেন পদত্যাগকারীদের গাড়ী দেবেন। আবার এদিকে দেবীলাল বলেছেন যে, জীপ দেবেন, টাকারও লোভ নাকি দেখিয়েছেন।

দিতে তারা পারেন। দুইভাবে দিতে পারেন। একটা হচ্ছে যে সমস্ত রাজ্যে তারা সরকার গঠন করেছেন সেখানে দুর্নীতি করে জনসাধারণের অর্থ আত্মসাৎ করে এই ব্যবস্থা তারা নিতে পারেন। আর একটা তারা দিতে পারেন যে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, বিদেশী শক্তির তারা তাঁবেদরী করছেন, তাদের টাকার খেলাও চলতে পারে। সুতরাং তারা এমন একটা সময়ে পদত্যাগ করেছেন যখন পার্লামেন্ট আর বেশীদিন ছিলনা। খুব অল্প কয়েকদিন এই লোকসভার আয়ু রয়েছে। সুতরাং তারা মনে করেছেন এর দ্বারা তারা শহীদ হয়েছেন। এ দ্বারা যদি মনে করেন যে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমে আসবে এবং আমাদের গলায় ফুলের মালা দেবে, মিটিং হবে মিছিল হবে, ভারতবর্ষে জোয়ার আসবে তাহলে ভুল করছেন। আমরা তো দেখলাম গাছের একটা পাতাও নড়লো না। সমুদ্র উথাল পাতাল হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ ১০৪ জন এম, পি, পদত্যাগ করছেন, সেজন্য কোথায়ও একটা পাতাও নড়ে নি। কারণ ভারতবর্ষের মানুষ তাদের নষ্টামি, ভাড়ামি দেখেছি। তাঁরা দেখেছে একবার ১৯৭৭ সনে কংগ্রেস দলকে ক্ষমতা থেকে যখন সরিয়েছিল, প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সরিয়েছিল। তারপর ১৯৮০ সনে দেখলাম ভারতবর্ষের মানুষ তাদের ভুল বুঝেছিল এবং শ্লোগান দিয়েছিল 'আধা রুটি খায়েঙ্গে, ইন্দিরাজীকো লায়েঙ্গে'। ভারতবর্ষের মানুষের অভিজ্ঞতা আছে যে পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দল এই বিশাল ভারতবর্ষের কোন প্রগতি আনতে পারেনা, কোন উন্নয়ন করতে পারে না। এতবড় দেশকে তারা ধরে রাখতে পারে না। একটা স্থায়ী সরকার তারা গড়ে তুলতে পারে না। তাই আজকে তারা পদত্যাগ করে নানা রকম কথা তুলেও মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারলো না। তাই আজকে তাদের ডাকা বন্ধ ভারতবর্ষে প্রভাব পড়েনি। হয়ত দুই একটা রাজ্যে জনগণ সেটা না চাইলেও তাদের সরকার সেটা তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সারা ভারতবর্ষের কথা ধরলে এই বন্ধে কোন প্রভাব পড়েনি। আমাদের রাজ্যেও তার প্রভাব পড়েনি। এখানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চলছে। চারদিকে অফিস আদালত, স্কুল, হাট বাজার, যানবাহান স্বাভাবিকভাবেই চলছে। মানুষের কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক রয়েছে। এক দুইটা জায়গায় ওরা হতাশ হয়ে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছেন। আগরতলা শহরের কয়েকটা জায়গায় তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে যেটা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিছু কিছু তথ্য দিয়েছেন।

এক দুইটা জায়গায় তারা গাড়ীর উপর চড়াও হয়েছে এবং গাড়ী ভাঙ্গচুর করেছে এবং অন্যান্য জায়গায় আমরা দেখলাম যে, গুপ্ত ভাবে গাড়ীর উপর আক্রমণ হয়েছে, এই রকম একটা ঘটনা সোনামুড়াতে ঘটেছে মজদুর বাসের উপর এবং তার মধ্যে যারা যাত্রী ছিলেন তাদের উপর চড়াও হয়ে আক্রমণ করেছে। এর ফলে দুইজন যাত্রী ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায় এবং আরও তিন জন সংকটজনক অবস্থায় জি, বি. হাসপাতালে আছে। বড়দোয়ালিতেও তারা একটা গাড়ীর উপর আক্রমণ করেছে এবং এই আক্রমণের ফলে সেখানে একজন নিহত এবং একজন আহত হয়েছে। এসব ঘটনায় প্রমাণ করে যে, হতাসগ্রস্ত হয়ে চিরাচরিত প্রথায় তারা সন্ত্রাস চালায়। এসব সত্বেও তারা আর বিশেষ কিছু করতে পারে নি; তারা নিজেরা বন্ধ ডেকে সেই বন্ধের মধ্যে যে সমস্ত সন্ত্রাস চালিয়েছে, লুঠপাট করেছে এবং খুন করেছে, তার তীব্র নিন্দা আমরা করছি এবং সেই সঙ্গে আহ্বান রাখছি যে তারা হিংসার পথ ভুলে যান এবং তারা যে বন্ধ ডেকেছে সেটাকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যে ভাবে প্রত্যাখান করেছে, তার থেকে তারা যেন শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর, এই সংগে সারা ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ, তাদের ডাকা বন্ধকে ব্যর্থ করার জন্য যে ভাবে এগিয়ে এসেছেন বা ব্যর্থ করেছেন, তারজন্য আমি রাজ্যবাসীকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। আজকে এই সম্পর্কে আমার এটুকু বক্তব্য যে কেন এবং কি উদ্দেশ্যে তারা পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করেছেন? তাদের একটা মাত্র উদ্দেশ্য, সেটা হল তাদের এটা জানা যে তারা ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে গিয়েছেন এবং এই সময়ের মধ্যে তারা ভারতবর্ষ বা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কোন কাজই করেন নি। বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে দুইজন প্রতিনিধি বাজুবন রিয়াং এবং অজয় বিশ্বাস তারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের ভোট নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য কোন কাজ করেন নি, অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কোন বক্তব্য রাখেন নি। এভাবে আমরা দেখছি যে, ভারতের সমস্ত বিরোধী দলের একটাই কর্মসূচী, সেটা হল, তারা নির্বাচিত হয়েও জনগণের জন্য কোন কাজ করবেন না, অন্য দিকে তাঁদের একটাই কাজ, 'রাজীব হঠাও', 'কংগ্রেস হঠাও'। পার্লামেন্টের শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটাই শ্লোগান। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ এই শ্লোগানে সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং আগামী দিনে যখন নির্বাচন হবে তখন আপনারা জনগণের সামনে কোন বক্তব্য নিয়ে যাবেন? জনসাধারণের সামনে আপনারা কী তুলে ধরবেন? কাজেই আজকে এটা ইস্যু করতে হবে সে হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবেই নয়, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসাবেও যিনি বিশ্বের দরবারে খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর নামে যদি কলঙ্ক লেপন করা যায় সেটাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। সেই জন্য বফর্স ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করতে চাইছেন। যার মধ্যে কোন সারবত্তা নাই। তাঁরা ভেবে নিয়েছেন, ভারতবর্ষের মানুষকে বোকা বানানো যাবে,

ভারতবর্ষের মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে। এটা তাঁদের আশা ছিল, ধারণা ছিল। কিন্তু এক-বারই মাত্র ভারতবর্ষের মানুষকে বোকা বানানো যাবে। স্যার, বার বার বিভ্রান্ত বা বোকা বানানো যাবে না। মানুষ বুঝতে পেরেছে, তাঁদের কার্যকলাপ, তাঁদের স্বরূপ। সুতরাং এর দ্বারা তাঁদের কোন লাভ হবে না। তাই দেখেছি, তাঁদের পদত্যাগের পর কেহ ফুলের মালা নিয়ে এগিয়ে আসেন নি। কোন মিছিল হয় নি, কোন মিটিং হয় নি। কারণ ভারতবর্ষের মানুষ বুঝতে পারছে, ওরা দেশদ্রোহী, ওরা বিশ্বাসঘাতক, ওরা জনবিরোধী। এই পার্লামেণ্ট যা, ভারতবর্ষের মানুষের ধ্যান ধারণা, সর্বোচ্চ আশা আকাঙ্খা, যেখানে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার জন্য পঞ্চায়েত রাজ এবং নগরপালিকা বিল এনেছেন। এই বিল পার্লামেণ্টে আনার আগেই বিল নিয়ে নানান স্তরে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করেছেন আমাদের প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং। প্রথম আলোচনা হয়, ব্লক লেভেলে, তার থেকে ডিষ্ট্রিক লেভেল এবং এরপর জাতীয় স্তরেও আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে, পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সঙ্গে। নগরপালিকা বিল নিয়েও ঠিক তেমনি ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সেই আলোচনায় আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম। স্যার, ভারতবর্ষের মানুষ এই বিল দুইটি পেয়ে খুশী হয়েছে, এবং এর দ্বারা একটা কিছু পাবে বলে আশা করছে। আমাদের প্রধান মন্ত্রী এই বিল দুইটিকে কার্যকরী করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। পদক্ষেপ নিয়েছেন কিছু করার, ভারতবর্ষের গ্রামে গঞ্জের মানুষের জন্য ভারতবর্ষের শহরের জন্য। এই দুইটি বিলের মাধ্যমে পঞ্চায়েত রাজকে সাংবিধানিক রূপ দেওয়া হয়েছে, নগরপালিকা বিলকে সাংবিধানিক রূপদেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষের সমান মর্য্যাদা পাওয়ার যে স্বপ্ন জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধী দেখেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সে আদর্শকে সামনে রেখে এই বিল দুইটি করা হয়েছে। বিরোধীরা বুঝতে পেরেছেন, এই বিল দুইটি যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায়, তাহলে তাঁরা আর পায়ের তলায মাটি খুঁজে পাবেন না। তাই তাঁরা এর বিরোধীতা করছেন। এই কি তাঁদের গনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা? আমরা দেখেছি, কেন্দ্রে যখন জনতা সরকার ছিল তখন পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করার জন্য অশোক মেহতা কমিটি করা হয়েছিল। সেই মেহতা কমিটির যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল, সেখানে দাবী ছিল "পঞ্চায়েতরাজকে সাংবিধানিক মর্য্যাদা দিতে হবে"। এটার জন্য যে সহি নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে একটি সই ছিল, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা ই, এম, এস, নামবুদ্রিপাদের। স্যার, যখন কমিশন হয়, তখন বলেছিলেন, সাংবিধানিক মর্যাদা দিতে, হবে। আর এখন বলেছেন, মর্য্যাদার প্রয়োজন নেই, রাজনৈতিক ইচ্ছাই যথেষ্ট।

আমরা জানিনা রাজনৈতিক ইচ্ছা হয়তো থাকে মানুষের কিন্তু রাজনৈতিক ইচ্ছার যে রূপ লাভ করে তাকে কোথায় লাভ করে? সেই সংবিধানের মাধ্যমে সেই রাজনৈতিক ইচ্ছা রূপ

লাভ করে। আজকে সেই ব্যবস্থায় জওহর রোজগার যোজনা যখন নেওয়া হচ্ছে ঠিক সেই সময়ে পার্লামেন্ট থেকে বিরোধীরা বিদায় নিলেন পদত্যাগ করে। তাই ভারতবর্ষের মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, এই পদত্যাগ জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষ জানেন এবং যারা গণতান্ত্রিক প্রিয় মানুষ তাঁরাও জানেন যে এই পদত্যাগ গণতান্ত্রিক বিরোধী কাজ। কারণ তাঁরা পদত্যাগ করার পূর্বে কোন দিন জনগণের সামনে আসেননি এবং তাদের নির্বাচকদের সামনে গিয়ে বলেননি যে, আমরা পদত্যাগ করতে চাই এই সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে, আপনাদের মতামত কি ? তাঁরা এইটুকু মতামত নেওয়ার ধারও ধারেন নি, এইভাবে মানুষকে অবহেলা করেছেন। পার্লামেন্টে যে সদস্যদের পাঠান হয় তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের কথা বলবেন, মানুষের আশা-আকাঙ্খার রূপ দেবেন কিন্তু সেখানে মানুষের বিরোধীতা করার জন্য পাঠানো হয়নি। তাই আজকে যারা পদত্যাগ করেছেন তাঁরা হয়তো ভেবেছেন এর দ্বারা শহীদ হয়ে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে গিয়ে তাঁরা মানুষের আস্তা কুড়িয়ে নেবেন কিন্তু সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব হবেনা। আজকে এর পিছনে তাদের যে মানসিকতার প্রকাশ, একটা সংকীর্ণ মানসিকতার প্রকাশ, একটা স্বার্থ বুদ্ধির প্রাকাশ আমরা দেখতে পাই। ব্যক্তিগত এম, পি, হিসাবে তাদের দলীয় নেতারা তাদের লোভ দেখিয়েছেন যে, তোমাদের গাড়ী দেব, তোমাদের টাকা দেব। অন্যদিকে অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী সিনেমার অভিনেতা সেই মুখ্যমন্ত্রী তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন, সাধনা করছেন ? কিভাবে এখানে বলে গেলেন সেটা বুঝতে পারছি না বা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, একজন মুখ্যমন্ত্রী দিনে পুরুষের পোষাক পড়েন এবং রাত্রে মহিলার পোষাক পড়েন প্রধান মন্ত্রী হওয়ার জন্য, এই স্বপ্ন দেখেছেন। হয়তো সেই স্বপ্নকে চরিতার্থ করার জন্য সেই সমস্ত এম, পি, কে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই পদত্যাগ করিয়েছেন তাতে তাদের আকাঙ্খা পূর্ণ হতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষের কোন আকাঙ্খা পূর্ণ হতে পারে না। বোফর্স সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি হাউসে। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, এই বোফর্সের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধীর দুর্নীতি নেই, এর মধ্যে কোন ত্রুট নেই, কোন বিচ্যুতি নেই বা কোন রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নেই এটা আমি বলতে পারি দৃপ্ত কণ্ঠে। এটা কেউ প্রমাণ করতে পারবেননা। ওরা জানেন যে এর মধ্যে কোন কিছু নেই কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছি এই সি, এ, জি, রিপোর্টে জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে রিপোর্ট রয়েছে ব্যক্তিগত ভাবে। জ্যোতি বসু তো পদত্যাগ করেন নি। আলোচনা করার জন্য পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস বিধায়করা দাবী করেছিলেন সেই বিধায়কদের দাবীতে আলোচনার সুযোগও দেওয়া হয় নি এবং এর বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য এসেমব্লীর কোন কমিটি সেটাও মেনে নেন নি। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধে যত অভিযোগ উঠেছে সত্য হোক, মিথ্যা হোক তিনি তদন্ত করিয়েছেন, তদন্ত কমিটি করেছেন এবং পার্লামেন্টে

আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পার্লামেণ্ট থেকে যারা পদত্যাগ করেছেন তাদের প্রধান মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, বোফর্স সম্পর্কে সি, এ, জি, রিপোর্ট আলোচনা করার জন্য পার্লামেণ্টে সুযোগ দেওয়া হবে, দেওয়া হচ্ছে এবং দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু তারা জানে সেই সুযোগ দেওয়া হলে, তারা জানে এর দ্বারা তাদের যে নেতা ভি, পি, সিং সেই ভি, পি, সিংয়ের চরিত্র বেরিয়ে পড়বে, ভি, পি সিং ধরা পড়বে, আমার মনে হয় সেই উদ্দেশ্যেই তারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ না করে পার্লামেণ্ট থেকে পালিয়ে এসেছেন। এই রাজ্যে যিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এখন যিনি বিরোধী দলনেতা যার বিরুদ্ধে লটারী কেলেংকারী সি, এ, জি, রিপোর্ট ছিল, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে, তিনি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে তার প্রত্যক্ষ দুর্নীতির রিপোর্ট রয়েছে। এবং আমরা সেটা অ্যানকোয়ারী করেছি, সেই অ্যানকোয়ারীর রিপোর্ট আমরা কিছুদিনের মধ্যেই দেব, আমরা বের করব, ওতে উনার ব্যক্তিগত দুর্নীতি রয়েছে, ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। কই তিনি ত আলোচনার সুযোগ দেননি। এই বিধানসভায় আমরা যখন বিরোধী বেঞ্চে ছিলাম, তখন আমরা দাবী করেছিলাম, কই তখন ত আলোচনার সুযোগ দেননি? কারণ তিনি জানেন আলোচনার সুযোগ দিলে দুর্নীতি বেরিয়ে পড়বে, তারা ধরা পড়বেন, তাদের পাপ রয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী জানেন তার কোন পাপ নেই তিনি পাপ থেকে মুক্ত এবং উনার রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে তিনি যে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের কথা বলেছেন, সেটা ঘোষণা করেছেন স্বচ্ছ প্রশাসনের কথা সেটা শুরু থেকে আজ পর্যান্ত সেটা রক্ষা করে চলেছেন। এইটা হচ্ছে তার প্রশাসক হিসাবে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য? সেজন্য বোফোর্স কেলেংকারীর যে কথা উঠেছে সেখানে যে-কোন কেলেংকারী নেই, দুর্নীতি নেই, ত্রুটি নেই, তার জন্য তিনি ২বৎসর আগে একটি পার্লামেণ্টারী কমিটি করেছেন। সেই কমিটির রিপোর্ট পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়েছে, সেই কমিটিতে বিরোধী সদস্যরাও ছিলেন। সেই কমিটির যে রিপোর্ট তাতে কোন ত্রুটি পাওয়া যায় নাই এবং পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়েছে এবং সি, এ, জি, রিপোর্টও পেশ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে ঠিক আছে সেটাও আলোচনা হোক এবং আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা ত তদন্ত দেয়নি; ওরা ত আলোচনার সুযোগ দেয়নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দিয়েছে, কারন প্রধানমন্ত্রী জানেন উনার কোন দুর্নীতি নেই. উনার মন, বিবেক পরিষ্কার তাই তিনি আলোচনা করতে দিতে পেরেছেন। কিন্তু ওদের পাপ রয়েছে, দুর্নীতি রয়েছে, তাই তারা আলোচনার সুযোগ দেয়নি, বিরোধীরা দাবী করলেও দেয়না, নিজে থেকেও সেটা দেয়না। আজকে সেই সমস্ত দুর্নীতির খবর এই ১০ বৎসরে তারা করেছে সেগুলি আমরা একটার পর একটা নিশ্চয়ই বের করব,

তদন্ত চলছে। অবশ্য কমিশন করে নয়, সেটা আমরা প্রশাসনিকভাবে সেই দুর্নীতি আমরা একটার পর একটা বের করছি, আমরা হাউসে পেশ করব। দুর্নীতিতে ভরা ওদের প্রশাসন। মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি এই সভায় বলেছেন যে তারা কি করে গাড়ী চলতে পারে, কি করে দালান করতে পারে, কি করে অফিস করতে পারে ? কোথায় কে টাকা দিয়েছে ? আজকে হয় জিজ্ঞাসা করলে কেউ বলবেন আমার শ্বাশুড়ীর টাকা, কেউ বলবেন আমার অমুক আত্মীয়ের টাকা, কেউ বলবেন আমার ভাইপোর টাকা. কেউ বলবেন আমার ভাড়াটিয়ার টাকা। এইসব কথায় ত্রিপুরার মানুষ ভুলবেনা। এইসব কথায় ত্রিপুরার মানুষ ভুলে যাবেনা তারা যে দুর্নীতিপরায়ণ।

সারা ভারতবর্ষে যত বিরোধী দল সরকার পরিচালনা করছেন তারা দুর্নীতিতে ভরা। বরং কংগ্রেস দল যত রাজ্যে সরকার পরিচালনা করছে সেই সমস্ত রাজ্যে জনগণের সেবায় কাজ করে যাচ্ছে যদিও বিরোধীরা সহ্য করতে না পেরে নিজেদের মনগড়া দুর্নীতির কথা বলছে। এই কংগ্রেস দল কেন্দ্রীয় সরকারে থেকে দেশের জনগণের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী নিয়ে রাজ্য সরকারগুলিকে অর্থ দিচ্ছে কিন্তু এই বিরোধীদলগুলি পরিচালিত রাজ্যের সরকার-গুলি জনগণকে ঠকিয়েছে। আজকে ওরা রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে বলে কিন্তু বলে এই কারণে যে জনগণের কাছে কিছু বলতে হবে সেজন্য ওরা এসব বলে। আজকে ওরা যে পদত্যাগ করল সেটাকে আমি মনে করি জন-স্বার্থ বিরোধী কার্য্যকলাপ, গণতন্ত্রের পরিপন্থী কার্য্যকলাপ। তারা যেটা আশা করেছিল সে আশা পূরণ হবেনা। জনগণ তাদেরকে আস্তাকুড়ে ফেলে দেবে। আজকে তারা অনাথ শিশুর মত রাস্তায় ঘুরছে। কেউ আবার পুরান চাকুরী নিয়ে বসে গেছে। জনগণ আর তাদের সে সুযোগ দেবেনা। তারা আশা করেছিল তারা যদি পদত্যাগ করেন তাহলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীও পদত্যাগ করবেন কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাদের সে আশা আর পূরণ হলনা। আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছেন যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দল পদত্যাগ করবেনা। এটা যে সঠিক কাজ করেছেন তারজন্য আমরা এই হাউজ থেকে ওনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভারতের গণতন্ত্রকে মজবুত করার জন্য, ভারতের দারিদ্র্যতা দূর করার জন্য যেসব পদক্ষেপ তিনি নিয়েছেন সেগুলি যে বলিষ্ট পদক্ষেপ সেজন্য জনগণ তাঁকে বিপুলভাবে সমর্থন জানাবেন এতে কোন সন্দেহ নাই। তার ফলে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবে। তার জন্যই জনগণ বিভিন্ন রাজ্যে ভারত বন্ধকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

তাই আজকে আমি এই সম্পর্কে কিছু বলে তাদের এই যে, পদত্যাগ এইটাকে নিন্দা করে—প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর যে পদক্ষেপ সেটাকে স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

Mr. Speaker :

Honourable Members, I have received further intimation from the S. P. West Tripura that the following Members of Tripura Legislative Assembly have been arrested and detained in the detention Centre, Indranagar I. T. I. The information has been furnished under Rule 196 of the Rules of Procedure Tripura Legislative Assembly—

1. **Shri Subodh Ch. Das,**
2. **Shri Sukumar Barman,**
3. **Shri Bidhu Bhusan Malakar,**
4. **Shri Khagendra Jamatia.**

এই সভা আগামী ৩১শে আগষ্ট, ১৯৮৯ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতবী রহিল।

ANNEXURE—A

Admitted Starred Questions No. :—1
Name of Member—**Shri Dipak Nag**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state ;-

(১) বর্তমানে রাজ্যে কোন্ কোন্ হাসপাতালে এক্সরে মেশিন আছে, এবং
(২) এর মধ্যে কোন্ কোন্ হাসপাতালে উক্ত এক্সরে মেশিনগুলি সচল আছে, এবং
(৩) বর্তমানে রাজ্যের যে সমস্ত হাসপাতালে এক্সরে মেশিন চালু নাই ঐসব হাসপাতালে চালু করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Answer
Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department

(Name of the Minister) : **Shri Kashiram Reang**

(১) রাজ্যে বর্তমানে জি, বি, হাসপাতাল, ভি, এম, হাসপাতাল, ক্যান্সার হাসপাতাল,

কৈলাশহর জেলা হাসপাতাল, উদয়পুর জেলা হাসপাতাল, ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতাল, খোয়াই মহকুমা হাসপাতাল, কমলপুর মহকুমা হাসপাতাল, মেলাঘর মহকুমা হাসপাতাল, অমরপুর মহকুমা হাসপাতাল, বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতাল, সাব্রুম মহকুমা হাসপাতাল, তেলিয়ামুড়া গ্রামীণ হাসপাতাল, টাকারজলা গ্রামীণ হাসপাতাল ও কাঞ্চনপুর গ্রামীণ হাসপাতালে এক্সরে মেশিন আছে।

(২) খোয়াই, মেলাঘর ও কমলপুর ছাড়া হাসপাতালে এক্সরে মেশিন চালু আছে।

(৩) উক্ত তিনটি হাসপাতালে এক্সরে মেশিন ক্রয় করার জন্য বর্তমান বর্ষের পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং আনুসঙ্গিক কাজ শুরু করা হয়েছে। নতুন মেশিন ক্রয় সাপেক্ষে খোয়াই ও মেলাঘর হাসপাতালে জি, বি, হাসপাতাল হইতে দুইটি পোর্টেবল এক্সরে মেশিন পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Admitted

Question, No : 11 (Starred).

Name of Member : **Shri Ratan Lal Ghosh.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State ;—

১। রাজ্যসরকার অবগত আছেন কি যে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাপ্ত গ্যাস পাইপ লাইনের মাধ্যমে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর করিয়া উহার দ্বারা ঐ রাজ্যে থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট ও গ্যাস বটলিং প্ল্যান্ট করার পরিকল্পনা চলিতেছে।

উত্তর

১। না।

Admitted Starred Question NO : 20

Name of Member : **Shri Sukumar Brman.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) সোনামুড়া হাসপাতাল এর Head Quarter মেলাঘর থেকে সোনামুড়ায় স্থানান্তরিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২) থাকলে তার কারণ কি ?

Answer

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department.

Name of the Minister : Shri Kashiram Reang.

১) মেলাঘর হাসপাতালকে সোনামুড়া Head Quarter এ স্থানান্তরের কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Quiestion No. 2

asked by Shri Badal Chowdhury, M.L.A.

Will the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :

Questions

১। খোলা বাজারে চালের দাম বৃদ্ধি পাওয়াতে রেশন সপের মাধ্যমে সর্বত্র ডবল রেশন চালু করার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা ;

২। জেলা পরিষদ এলকাসহ উপজাতি সাব-প্লেন এলাকায় আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর এই তিন মাস আগাম বাড়ীতে রেশন সপের মাধ্যমে গরীব উপজাতি ও দুঃস্থ মানুষের মধ্যে চাল সরবরাহে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ;

Replied Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department :—

Answers

১। আপাততঃ নেই।

২। সমস্ত গণ্ডাছড়া মহকুমা এবং কাঞ্চনপুর এবং ছামনু ব্লকের কয়েকটি নির্দিষ্ট গ্রামে রেশন দোকানের মাধ্যমে বর্দ্ধিত হারে সহায়ক মূল্যে (যাহা সরকারী নির্দ্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম) ২৪-৭-৮৯ হইতে ১৫-৮-৮৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত বয়স্কদের ১½ কে,জি এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের তার অর্ধেক হারে চাল দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর আবার সেপ্টেম্বর মাসে গণ্ডাছড়া মহকুমায় বর্দ্ধিত হারে (১½ কে,জি) চাউল দেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question NO : 36

Name of Member : Shri Dipak Nag.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) বর্তমানে ভি, এম, এবং জি, বি, হাসপাতালে চালু অ্যাম্বুলেন্সের ক্রয় সংখ্যা কত, এবং

২) বর্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৮৯-৯০) নূতন কোন অ্যাম্বুলেন্সের ক্রয় করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

৩) ত্রিপুরার বিভিন্ন Govt. Dispensary গুলিতে কতজন ডাক্তার নিযুক্ত আছে এবং কত-গুলি ডাক্তারবিহীন অবস্থায় আছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

Answer

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department

(Name of Minister) : **Shri Kashiram Reang.**

১) বর্তমান ভি, এম, হাসপাতালে ৩টি এ্যাম্বুলেন্স চালু আছে জি, বি, হাসপাতালে কোন এ্যাম্বুলেন্স নাই।

২) ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বৎসরে মোট ৭টি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করার পরিকল্পনা আছে।

৩) বর্তমানে রাজ্যে ৯৭ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার আছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল। বাকীগুলিতে ডাক্তার নাই।

সদর মহকুমা—	৩৮	সাব্রুম মহকুমা—	১
খোয়াই মহকুমা—	৬	কমলপুর মহকুমা—	৭
সোনামুড়া মহকুমা—	৪	ধর্মনগর মহকুমা—	১১
অমরপুর মহকুমা—	৫	কৈলাশহর মহকুমা—	৭
বিলোনীয়া মহকুমা—	৭	উদয়পুর মহকুমা—	১১

Admitted Starred Question No. 60

asked by **Shri Rudreswar Das,** M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :

১। চাল, গম, কেরোসিন বাদে রাজ্যের রেশন দোকান মারফৎ আর অন্য কোন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করা হয় কিনা ;

২। হয়ে থাকলে সেগুলি কি কি ;

Answer

Replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

১। হ্যাঁ, করা হয়।

২। ভোজ্য তৈল, লবণ দেশলাই, কন্টে াল ক্লথ (জনতা) সাবান এবং কাগজ।

Admitted Starred Question No. 66
asked by **Shri Gopal Ch. Das**, M. L. A.

Questions

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state.

১। রাজ্যে বর্তমান রেশনকার্ড সরবরাহের জন্য কি পরিমাণ চিনি, কেরোসিন, লবন ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী মাসে প্রয়োজন হয় ?

২। তার মধ্যে রাজ্য সরকার কি পরিমাণ উল্লিখিত সামগ্রী কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রতি মাসে পাচ্ছে ?

৩। বর্তমানে ভোক্তা সাধারণ তাদের রেশনকার্ড মারফৎ সপ্তাহে মাথা পিছু কি পরিমাণ চাউল, চিনি, কেরোসিন, লবন, ইত্যাদি পাচ্ছেন ?

(এ, ডি, সি, ও তার বাইরের এলকায় পূর্ণ বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের আলাদা হিসাব)

Answers

Replied by The Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

১। ক) চিনি—১৫০০ মেঃ টন প্রতি মাসে।
খ) কেরোসিন—২৬৬০ কিঃ লিঃ প্রতিমাসে।
গ) লবণ—১৪৫০ মেঃ টন প্রতি বৎসরে।

২। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মাসিক বরাদ্দ নিম্নরূপ :—
ক) চিনি—১০৫০.৯ মেঃ টন।
খ) কেরোসিন—১৭৭৪ কিঃ লিঃ।
গ) লবণ—১৪৫০ মেঃ টন প্রতি বৎসরে।

৩। রেশনকার্ডের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে মাথা পিছু বরাদ্দ নিম্নরূপ :—

আর্বান এরিয়া	রুরাল এরিয়া
চাল—১.২৫ kg. প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য এবং তার অর্ধেক অপ্রাপ্তদের জন্য।	১ kg. প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য এবং তার অর্ধেক অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য।

	আর্বান এরিয়া	রুরাল এরিয়া
চিনি—	মাথা পিছু ১৫০ গ্রাম প্রতি সপ্তাহে।	১২৫ গ্রাম মাথা পিছু প্রতি সপ্তাহে।
কেরোসিন :—	আগরতলা মিনিসিপ্যালটি এলাকায় ৬ লিটার প্রতি কার্ডে প্রতিমাসে এবং তার বাইরে ৫ লিটার প্রতি কার্ডে প্রতিমাসে।	৫ লিটার প্রতি কার্ডে প্রতি মাসে।
লবন—	প্রতিমাসে মাথা পিছু ৭৫০ গ্রাঃ	প্রতিমাসে মাথাপিছু ৭৫০ গ্রামঃ

এ. ডি. সি. এলাকায় গণ্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর এবং ছাউমনুর ব্লকের বিশেষ এলাকায় সাধারণ এলাকার তুলনায় দেড়গুণ (১½) হারে প্রাপ্ত বয়স্কদের এবং তার অর্ধেক অপ্রাপ্ত বয়স্কদের চাউল দেয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 70
asked by Shri Gopal Ch. Das, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১। গত এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, ৮৯ইং মাসে F. C. I. ত্রিপুরার জন্য কোন্ মাসে কত চাল বরাদ্দ করেছেন।

২। তার মধ্যে রাজ্য সরকার উক্ত মাসগুলিতে কোন মাসে কত চাল তুলতে সক্ষম হয়েছেন ; এবং

৩। সরবরাহ কৃত চাল খাদ্যোপযোগী কিনা ;

৪। ইহা কি সত্য জুলাই মাসে রেশন সপের ডিলারগণকে পুরো মাসের চাল সরবরাহ করতে না পারায় ভোক্তাগণ ২/৩ সপ্তাহের চাল পাননি ;

৫। সত্য হলে তার কারণ ?

Answers

Replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

১। ভারত সরকার এপ্রিল, মে, জুন এবং জুলাই, ১৯৮৯ রাজ্যে প্রতি মাসে ১২,৫০০ মেঃ টন চাল বরাদ্দ করিয়াছেন।

২। এপ্রিল, মে, জুন, এবং জুলাই, ১৯৮৯ মাসে মাসিক বরাদ্দ অনুযায়ী রাজ্য সরকার F. C. I. থেকে যে পরিমাণ চাউল ত্রিপুরা সরকারকে সরবরাহ করেছেন তার পরিমাণ : —

এপ্রিল, ১৯৮৯—১০,৮২০ মেঃ টন, মে—১৯৮৯—১১,১০৬ মেঃ টন,

জুন—১৯৮৯—১০,৬৮৬ মেঃ টন, জুলাই—১৯৮৯—এখনও মোট হিসাব করা হয় নাই কারণ উত্তোলন চলছে।

৩। হ্যাঁ।—

৪। না।—

৫। প্রশ্নই উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 72

Name of Member—**Shri Gopal Chandra Das**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে গত তিন মাস যাবৎ রাজ্যের হাসপাতালগুলি প্রচণ্ড সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে,

২। ইহাও কি সত্য হাসপাতালগুলিতে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সামগ্রী সরকারী সরবরাহ পর্য্যাপ্ত না থাকায় রোগীকে প্রায়শই ঔষধ কিনে ব্যবহার করতে হয়,

৩। ইহা কি সত্য কন্ট্রাকটারদের বকেয়া পরিশোধ করতে না পারায় হাসপাতালে মাছ, ডিম, দুধ ইত্যাদি সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়েছে,

৪। ইহাও কি সত্য ভাড়া পরিশোধ না করায় নার্সদের ষ্টাফকার পরিবহন নিগম বন্ধ করে দিয়েছে, এবং

৫। সত্য হলে উপরোক্ত ব্যাপারে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

Answer

Minister-in-Charge of The Health & Family Welfare Department

(Name of The Minister) : Shri Kashiram Reang.

১। ইহা সত্য নহে।

২। ইহাও সত্য নহে।

৩। ইহা সত্য নহে।

৪। ইহাও সত্য নহে।

৫। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 76
Name of member— **Shri Nakul Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfere Department be pleased to state :—

১) রাজ্যের গণ্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালটি কবে উদ্বোধন করা হয়েছে,
২) ঐ হাসপাতালে বর্তমানে শয্যা সংখ্যা কত এবং কতটি শয্যা রোগীদের জন্য ব্যবহৃত করা যায় নি,
৩) ঐ হাসপাতালে কতজন ডাক্তার ও কতজন নার্স আছেন, এবং
৪) ঐ হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও এ্যাম্বুলেন্স আছে কিনা ?"

Answer

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department
(Name of the Minister): **Shri Kashiram Reang**

১) ২৭-৪-৮৯ ইং তারিখে গণ্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালটি উদ্বোধন করা হয়।
২) গণ্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালটি ৩০ শয্যা বিশিষ্ট এবং সবগুলি শয্যাই রোগীদের ব্যবহারের জন্য চালু করা হয়েছে।
৩) এই হাসপাতালে বর্তমানে ৩ জন ডাক্তার, ৪ জন নার্স ও ১ জন Midwife আছে।
৪) আছে।

Admitted St. Question No. 98
asked by Shri Subodh Das, M. L. A.

Questions

Will the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১) ইহা কি সত্য যে, উত্তর ত্রিপুরার খেদাছড়ায় খাদ্য দপ্তর একটি স্থায়ী খাদ্য গোদামের পাকা বাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছেন ।

২) সত্য হলে তার কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) যদি না নিয়ে থাকেন তবে তার কারণ ?

Answer

Replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department—

১) খোদাছড়ায় স্থায়ী খাদ্য গুদাম নির্মাণের কোন পরিকল্পনা নাই।

২) প্রশ্নই উঠে না।

৩) বিষয়টি ইতিপূর্বে কয়েকবার খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং তাহার কোন প্রয়োজন আছে বলে সরকার মনে করেন না।

Admitted Starred Question No. 203

Name of Member—**Shri Subodh Das**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

(১) ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালে ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরে আর শয্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা আছে কি,

(২) থাকিলে কতটি শয্যা বৃদ্ধি করা হবে,

(৩) না থাকিলে তার কারণ ?

Answer

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department
(Name of the Minister) : **Shri Kashiram Reang**

(১) নাই।

(২) প্রশ্ন আসে না।

(৩) সপ্তম পরিকল্পনায় ধর্মনগর হাসপাতালে অতিরিক্ত ১০ শয্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছিল এবং সেই ১০ শয্যার নির্মাণকার্য্য চলিতেছে। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসর সপ্তম পরিকল্পনার শেষ বৎসর, এমতাবস্থায় নূতন কোন পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 110
Name of Member : **Shri Gouri Sankar Reang.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Familiy Welfare Department be pleased to state :

(১) ইহা কি সত্য ভি, এম, হাসপাতালের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিভাগে উপযুক্ত কর্মীর অভাবে রীতিমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা যাচ্ছে না ,

(২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায়,

(৩) না হলে তার কারণ ?

Answer

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department
(Name of the Minister) . **Shri Kashiram Reang**

(১) ইহা সত্য নহে।

(২)ও(৩) প্রশ্নই আসে না।

Admitted Question No : 121 (Starred)
Name of Member : **Sri Amal Mallik**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিলোনীয়া মহকুমার ডিমাতলী চা বাগানটি বর্ত্তমানে রুগ্ন অবস্থায় আছে ?

২। সত্য হলে উক্ত চা বাগানটিকে রুগ্ন অবস্থার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কি ?

উত্তর

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No : 123

Name of M. L. A. **Shri Amal Mallik**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) রাজ্যের মহকুমা হাসপাতালগুলিতে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জেনারেটর দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২) থাকিলে কবে নাগাদ তা কার্য্যকর করা হবে বলে আশা করা যায় ?

Answer

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department
(Name of the Minister) : **Shri Kashiram Reang**

১) বর্তমানে নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 162
asked by Makhan Lal Chakraborty, M. L. A.

Will the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

Questions

১) অভূত পূর্ব খরার দরুণ রাজ্যে বরো, আউশ ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমন

ফসল না আসা পর্য্যন্ত রাজ্যের সর্বত্র ডাবল রেশন চালু করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিবেন কিনা, এবং

২) এ, ডি. সি এরিয়ায় বিনা মূল্যে রেশন প্রথা চালু করিবেন কিনা ?

Replied Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department

Answers

১) এ রকম কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নেই।

২) এ রকম কোন প্রস্তাব সরকারের কাছে নেই।

Admitted Starred Question No. 171,

Name of M. L. A. :— **Sri Badal Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Appointment and Services Department be pleased to state—

১) রাজ্য সরকার কতজন রিটায়ার্ড (অবসর প্রাপ্ত) অফিসারকে বিভিন্ন সরকারী কাজে নতুন করে পুনরায় নিয়োগ করেছেন,

২) ইহা কি সত্যি অবসর প্রাপ্ত অফিসারদের নতুন করে পুনর্নিয়োগের ফলে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অফিসার কর্মচারীরা প্রমোশন সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন,

৩) কি কি কারণে রাজ্য সরকার এই সমস্ত রিটায়ার্ড (অবসর প্রাপ্ত) অফিসারদের নতুন করে কাজে নিয়োগ করেছেন,

Minister-in-Charge of the Apptt. & Services Department.

S. R. **Majumder** (Chief Minister)

১) রাজ্য সরকার মোট ৩৫ জন রিটায়ার্ড (অবসর প্রাপ্ত) অফিসারকে বিভিন্ন সরকারী কাজে নতুন করে পুনরায় নিয়োগ করেছেন।

২) না, সত্য নহে। কারণ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অস্থায়ী নতুন পদ সৃষ্টি করিয়া অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগ করা হইয়াছে। ইতি মধ্যে কিছু কিছু

re-employed Officer এর চাকুরীর কার্য্যকালের মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে।

৫) নূতন নূতন প্রকল্প এবং বিভিন্ন জনস্বার্থ সম্পর্কিত কার্য্যাবলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সত্বর সমাধানের জন্য এবং বিশেষ কার্য্যে দক্ষ অফিসারদের অপ্রতুলতার জন্য সরকার কিছু অস্থায়ী নূতন পদ সৃষ্টি করিয়া অবসর প্রাপ্ত অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মচারীকে 'উক্ত পদগুলিতে নিয়োগ করিয়াছেন।

Admitted Question No :—174 (STARRED)
Name of Member :—**Sri Badal Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :

১। ইহা কি সত্যি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শিল্প কেন্দ্রটি স্থাপন করার জন্য যোগেন্দ্রনগরের কাছে আনন্দ নগরে জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়েছে ?

২। সত্যি হলে দক্ষিণ ও উত্তর ত্রিপুরা জেলা শিল্প কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য স্থান নির্দ্ধারণসহ অন্যান্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উওর

১। না,

২। প্রশ্ন উঠে না,

Admitted Question No : 197 (Starred),
Name of Member : **Shri Nakul Das**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be Pleased to state :—

১। রাজ্যের উত্তর ত্রিপুরা জেলার নালকাটায় Fruit Procesing কারখানাটি কবে থেকে চালু করা হয়েছে ?

২। ঐ কারখানার দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা কত ?

৩। ঐ পরিমাণ উৎপাদনের কাঁচামাল বর্ত্তমানে যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে কি না ?

৪। যদি না হয়ে থাকে তবে ফলচাষ বাড়ানোর জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

(১), (২), (৩) এবং
(৪) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No : 266
Name of M. L. A. **Shri Dhirendra Debnath.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

(১) ইহা কি সত্য মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত বোধজং নগর গাঁওসভায় আয়ুর্বেদীক চিকিৎসা কেন্দ্রটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছেন;
(২) সত্য হলে সরিয়ে নেওয়ার কারণ কি,
(৩). বর্ত্তমানে স্থান পরিবর্ত্তন করে এই আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কেন্দ্রটি পুনরায় বোধজং নগর গাঁও সভায় দেওয়া হবে কি ?

Answer

Minister-in Charge of the Health and Family Welfare Department
(Name of the Minister) : **Shri Kashiram Reang**

(১) ইহা সত্য নহে।
(২) প্রশ্ন আসে না।
(৩) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 296
asked by **Shri Diba Ch. Hrangkhwal,** M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :

১। ইহা কি সত্য যে, বিগত ২০ শে মে ৮৯ ইং দৈনিক সংবাদ "পত্রিকায় সংবাদ প্রতিনিধি কলামে প্রকাশিত" অম্পির খাদ্য গুদামের ১৫ ট্রাক চাউল লোপাটের ঘটনা ধামাচাপা দিতে জোর তৎপরতা চলছে ;

২। সত্য হইলে উক্ত লোপাটের বিষয়ে সরকার তদন্ত করেছেন কি এবং উক্ত ১৫ ট্রাক চাউল পাওয়া গিয়াছে কিনা ,

৩। উক্ত চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত অম্পি খাদ্য গুদামের পরিবহন ঠিকাদার বলরাম দেবনাথের বিষয়ে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Answers

Replied by Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department :

১। হ্যাঁ, তবে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার কথা সত্য নহে।

২। ঘটনা এখনও পুলিশের তদন্তাধীন আছে। চাউল এখনও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

৩। পরিবহন ঠিকাদার শ্রীবলরাম দেবনাথকে সরকারের মনোনীত ঠিকাদারের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত শেষ হওয়ার পর আইনমত ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 308

asked by **Shri Samar Chowdhury,** M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

Questions

১। ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে এবং কেন্দ্র থেকে সরবরাহ কোন কোন এসেনসিয়েল কমুডিটিস ত্রিপুরায় আসার পরিবহন খরচের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি হারে ভর্তুকী দিয়ে থাকেন।

২। ১৯৮৪—৮৫ তে এই ভর্তুকীর পরিমাণ কি হারে ছিল এবং বর্ত্তমানে তা কত বেড়েছে অথবা কত কমেছে, এবং,

৩। ত্রিপুরার জনগণকে মূল্য বৃদ্ধির আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে জিনিষ পত্রের বর্দ্ধিত মূল্য কেন্দ্রীয় সরকারের ভর্তুকীর দ্বারা পূরণ করে দিতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের নিকট কেন প্রস্তাব দিয়েছেন কিনা ?

Replied by Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

Answers

১। চাউল এবং গম অন্য রাজ্য হইতে PDS Quata অনুসারে সরবরাহ করিতে প্রতি quintal এ প্রতি কিলোমিটারে ১১ পয়সা হারে ভর্তুকী দিয়ে থাকেন।

২। ১৯৮৪ ৮৫ তে এই ভর্তুকীর পরিমাণ ছিল ৯ পয়সা করিয়া প্রতি quintal এ প্রতি কিলোমিটারে। বর্ত্তমানে তাহা বাড়িয়া ১১ পয়সা করা হইয়াছে।

৩। এরূপ কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠান হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 309
asked by Shri Diba Ch. Hrangkhwal, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১। বর্তমান বৎসরে রাজ্যের খাদ্যের মোট ঘাটতির পরিমাণ কত। এবং
২। এই ঘাটতি মেটানোর জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ?

Answers

Replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

১। রাজ্যে মোটামোটি বাৎসরিক খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ চাল—১,৭৪,০০০ মে, টন এবং গম ৩০,০০০ মে, টন।

২। খাদ্য ঘাটতি পূরণের লক্ষে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় মজুত ভাণ্ডার হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া রেশন দোকানের মাধ্যমে বিলির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

Admitted Question No. : 319 (Starred)
Name of Member : **Shri Nakul Das.**
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be plased to state :—

১। ১৯৮৯ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে জুলাই পর্যান্ত ত্রিপুরা জুট মিল লিঃ এর দৈনিক গড় উৎপাদন কত ;

২। ১৯৮৭ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে জুলাই পর্যান্ত জুট মিলের দৈনিক গড় উৎপাদন কত ছিল ;

৩। বর্তমান উৎপাদন আগের তুলনায় হ্রাস পেয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। ১২·৭৬ মেট্রিক টন। (বেইলজাত অর্থাৎ গাঁট করা পণ্যের হিসাব অনুযায়ী)।
২। ১০·০৮ মেট্রিক টন। (বেইলজাত অর্থাৎ গাঁট করা পণ্যের হিসাব অনুযায়ী)।
৩। বর্তমান উৎপাদন আগের তুলনায় হ্রাস পায় নি।

Admitted Starred Question No. 342
asked by **Shri Smar Chowdhury**, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ দাম বাড়িয়ে অতি মুনাফা অর্জনের অপরাধে ১০৮৮ এপ্রিল থেকে ১৯৮৯ জুলাই পর্য্যন্ত সময়ে কতজন অপরাধিকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে ;

Answers

Replied by Ministe.-in-Charge of Food & Civil Supplies Department :
তথ্য সংগ্রহাধীনে আছে।

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-Starred Question No. 3
Name of M. L. A. **Shri Subodh Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) ১৯৮৯ ইং সনের মার্চ, এপ্রিল ও মে এই তিনমাসের মধ্যে খেদাছড়া, কালাগাং, দামছড়া আর, এফ কাছারীছড়া, পিপলাছড়া, ও রাঙ্গুমছড়া গাঁওসভায় কতজন উপজাতি নরনারী ও শিশু আন্ত্রিক রোগে মারা গিয়াছে (তাদের নাম সহ গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব) ?

Answer

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department
(Name of the Minister) : **Shri Kashiram Reang.**

১। উক্ত, সময়ে কালাগাং, খেদাছড়া পিপলাছড়া গ্রামে আন্ত্রিক রোগে মোট ১৯ জন উপজাতি নরনারী ও শিশু মারা গিয়াছে। গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল। প্রশ্নে উল্লেখিত অন্যস্থানে মৃত্যুর খবর নাই।

কালাগাং গাঁওসভা

মৃতের সংখ্যা —১৩। তারমধ্যে মার্চ মাসে—১২ ও এপ্রিল মাসে ১ জন।

১) শ্রীনাকলাতি রিয়াং ২) শ্রীমতী সবিতা রিয়াং

৩) শ্রীখান্দিরাই রিয়াং
৪) শ্রীমতী নাকরাতি রিয়াং
৫) শ্রীমান্দিজয় রিয়াং এর দুই শিশু
৭) শ্রীমতী বিনাবং রিয়াং
৮) শ্রীমতী পূর্ণতি রিয়াং
৯) শ্রীমতী মুরতী রিয়াং
১০) শ্রীসুর্পরাই রিয়াং
১১) শ্রীজনক রিয়াং
১২) শ্রীকাশিরাম রিয়াং এর ১ শিশু
১৩) শ্রীমতী সুরংবতী রিয়াং

খেদাছড়া গাঁওসভা

মৃতের সংখ্যা—৪ (এপ্রিল মাসে)

১) শ্রীচন্দ্রজয় রিয়াং
২) শ্রীদয়ালজয় রিয়াং
৩) শ্রীবলরাম রিয়াং
৪) শ্রীগঙ্গারাম রিয়াং এর ১ শিশু।

পিপলাছড়া গাঁওসভা

মৃতের সংখ্যা—২। তারমধ্যে এপ্রিল মাসে ১ জন এবং মে মাসে ১ জন।

১) শ্রীকলমজয় রিয়াং
২) শ্রীশৈলরাম রিয়াং

Admitted Un-Starred Question NO : 17

Name of the Members : 1. **Shri Fayzur Rahaman, M. L. A.**
2. **Sri Samar Choudhury, M. L A.**
3. **Sri Rudreswar Das, M. L A.**
4 **Sri Mati Lal Sarkar, M. L. A.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৯৮৮ ইং ফেব্রুয়ারীতে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হইতে ৩১শে জুলাই ১৯৮৯ ইং পর্য্যন্ত কতজন রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারকে কোন কোন দপ্তরে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। (তপশিলী জাতি, উপজাতি, প্রতিবন্দী, মুশলীম চাকুরী প্রাপকদের পৃথক পৃথক হিসাব) এবং

২। তাদের মধ্যে কোন দপ্তরে কতজনকে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী ও চতুর্থ শ্রেণীতে নিয়োগ করা হয়েছে, (শ্রেণী ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

৩। তপশিলী জাতি ও উপজাতি প্রার্থীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি মানা হয়েছে কি না,

৪। সরকারী চাকুরীতে যাদের নিয়োগ করা হয়েছে তাদেরকে কোন সালের সিনিয়ারটির ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে এবং কিসের ভিত্তিতে তাহা বিবেচনা করা হয়েছে।

Minister-in-Charga of
The Labour and Employment : **Shri Arun Kar**

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Question No. : 19 (Un-Starred).
Name of Member : **Shri Khagendra Jamatia**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State ;—

১। রাজ্যের জুট মিলের জন্য ১৯৮৮ইং ১লা মার্চ থেকে ১৯৮৯ইং ৩০শে জুন পর্য্যন্ত কত পাট কেনা হয়েছে ?

২। তার মধ্যে কত পাট কোন্ কোন্ ব্যক্তি বা সংস্থার কাছ থেকে কেনা হয়েছে ? এবং

৩। ঐ পাট জুট মিলের চাহিদার কত অংশ পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে ?

Answer

১। ৫২,৬৭৫.১৭ কুইন্টাল।

২। কেনা পাটের হিসেব নিম্নরূপ :—

ক)	জে, সি, আই	৪৯,২৯১.০৪ কুইন্টাল।
খ)	জেঠমল বিকমচাঁন্দ	১,৮০৭.৬৩ ”
গ)	অশোক সাপ্লাইজ	৬৮১.২০ ”
ঘ)	দুলাল পাল	৫৮৭.৯০ ”
ঙ)	বজরং জুট ট্রেডিং	৫৬৭.৪০ ”
	মোট :—	৫২,৬৩৫.১৭ কুইন্টাল

৩। উক্ত কেনা পাট জুট মিলের চাহিদার ৫০ শতাংশের কম অংশ পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে।

Admitted Question No : 38 (Un-Starred).

Name of Member : **Shri Rudreswar Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :—

১। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ৩১শে জুলাই, ১৯৮৯ ইং পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জুট মিল লি:-এর মোট কতজন শ্রমিক ছাটাই, বরখাস্ত, বা চাকরি থেকে ইস্তাফা দিয়েছে (শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

২। ঐ ছাটাই, বরখাস্ত বা ইস্তাফা দেওয়ার পেছনে কি কি কারণ ছিল ;

৩। ঐ সব শ্রমিক কর্মচারীদের পরিবার প্রতিপালনের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি না ?

উত্তর

১। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জুট মিলস্ লিমিটেড্ এ

ক) ইস্তাফা দিয়েছেন—৫২ জন (শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত)

খ) সাময়িকভাবে বরখাস্ত অর্থাৎ সাস্পেনশন করা হয়েছ—৫৭ জন (Workman category)

(কোনও বরখাস্ত করা হয় নাই)

গ) ছাঁটাই করা হয়েছে—৪ জন

তন্মধ্যে ড্রাইভার—১ জন, শ্রমিক—১ জন এবং সিকিউরিটি গার্ড—২ জন।

২। ছাঁটাই, ইস্তাফা, সাময়িক বরখাস্ত করার কারণগুলি নিম্নরূপ :—

সাময়িক বরখাস্ত :—

মিলের শৃঙ্খলার পরিপন্থী কাজ করায় এবং পুলিশী মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

ছাটাই :—

দুষ্কর্মে লিপ্ত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ৪ (চার) জনকে ছাঁটাই অর্থাৎ ডিস্মিস্ করা হয়েছে।

ইস্তাফা :—

ব্যক্তিগত কারণে সকলে ইস্তাফা দিয়েছেন।

৩। না

Admitted Question. No. : 45 (Unstarred).
Name of Members : **Shri Gopal Ch. Das.**
Shri Diba Ch. Hrangkhwal.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। জোট সরকার রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত কতজন বেকারকে স্ব-নির্ভর প্রকল্পে কি কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প ও রাজ্য প্রকল্পের অলাদা আলাদা হিসাব)

২। সাহায্য প্রাপ্ত বেকারদের মধ্যে কতজন ব্যাংক ঋণ পেয়েছেন এবং কত টাকা করে পেয়েছেন (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। সাহায্য প্রাপ্ত বেকারদের মধ্যে কতজন যে উদ্দেশ্যে সাহায্য পেয়েছেন তা যথাযথভাবে রূপায়িত করেছেন, এবং

৪। চলতি আর্থিক বৎসরে রাজ্য সরকার কতজন বেকারকে স্ব-নির্ভর প্রকল্পে সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত স্ব-নির্ভর প্রকল্পে বেকারদের ব্যাংকের মাধ্যমে শিল্প, বাণিজ্য ও সার্ভিসিং ইত্যাদি বাবদ যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ :—

সুপারিশের সংখ্যা	ব্যাংক অনুমোদন প্রাপ্ত সংখ্যা	ব্যাংক এর ঋণ বিলিকৃত সংখ্যা
	কেন্দ্রীয় প্রকল্পে	
৬৮২ জন	৫৮৩ জন	২০৩ জন
	রাজ্য প্রকল্পে	
১৩৫০ জন	৬১৩ জন	২৩০ জন

২। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ২০৩ জন এবং রাজ্য প্রকল্পে ২৩০ জন

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ঋণের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ শিল্পে ৩৫,০০০ টাকা, সার্ভিসং এ ২৫,০০০ টাকা, এবং বাণিজ্যে ১৫,০০০ টাকা দেওয়ার সংস্থান আছে।

রাজ্যেও প্রকল্পের ঋণের সর্ব্বোচ্চ হার শিল্প, বাণিজ্য এবং সার্ভিসংএ ১৫,০০০ টাকা ও তপঃ জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য ১০,০০০ টাকা সংস্থান রাখা আছে।

৩। সমীক্ষা সাপেক্ষ।

৪। মোট ১৭০০ জন বেকারকে সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 50

asked by Shri Samar Chowdhury, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Deptt. be pleased to state—

১। ত্রিপুরা pulses, edible oil seeds এবং edible oils পণ্য দ্রব্যের জন্য কত সংখ্যক whole sale dealer কোন কোন বাজারে ব্যবসায় রত কত জন আছে ;

২। ১৯৮৯ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত তাদের storage এ এই সকল দ্রব্য মজুতের পরিমান কত ছিল ;

৩। এপ্রিল ১৯৮৮ইং থেকে ৩১শে জুলাই, ১৯৮৯ইং সময়ে এই সকল wholesale dealer দের কাছ থেকে কয়বার storage statement নেয়া হয়েছে এবং মোট কয়টি physical verification হয়েছে।

৪। এই সময়ে রাজ্যে নূতন wholesale dealership licence কত জন পেয়েছেন এবং ;

৫। আইন ও নির্দেশ অমান্যের জন্য কত জনকে এই সময়ে কি ধরণের শাস্তি দেয়া হয়েছে ?

Answer

Replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

তথ্য সংগ্রহাধীনে আছে।

Admitted Un Starred Question No. 52

Name of M. L. A. Shri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৮ইং এর ১লা আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তর বিনা টেণ্ডারে বা কোনরকম কোটেশন ছাড়াই কি পরিমাণ ঔষধপত্র ক্রয় করেছেন, তার বিবরণ ?

(এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদের জন্য এর আলাদা আলাদা হিসাব)

Answer

Minister-in-Charge of The Health & Family Welfare Department
(Name of the Minister) : Shri Kashiram Reang.

১। উক্ত সময়ে মোট ৫,০৪, ২৭৬ টাকার জীবনদায়ী ঔষধ স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ক্রয় করা হয়েছে। তারমধ্যে স্বাস্থ্য অধিকর্তার অফিস থেকে আন্ত্রিক রোগ আয়ত্বে আনার জন্য একমাত্র জীবনদায়ী ঔষধ ৪, ৫০, ৯৯৬ টাকার ক্রয় করা হয়েছে। জি, বি, ও ভি, এম, হাসপাতাল থেকে রোগীদের স্বার্থে যথাক্রমে ৫০, ২৮০ টাকা ও ৩,০০০ টাকার জীবনদায়ী ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে।

উক্ত সময়ে বিনা টেণ্ডারে হোমিওপ্যাথিক বা আয়ুর্বেদিক ঔষধ ক্রয় করা হয় নি।

Admitted Un-Starred Question No. 55

asked by **shri Dipak Nag M. L. A. Shri Ratanlal Ghosh, M. L. A. Shri Rudreswar Das, M. L. A. Shri Gopal Ch Das M. L. A. and Shri. Gouri Sanker Reang M. L. A,**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of food & Civil Supplies Department be pleased to state :-

১। রাজ্যে ৩১ শে জুলাই ১৯৮৯ ইং পর্য্যন্ত চাহিদানুযায়ী চাল, চিনি, গম, লবণ, কেরোসিন সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে কিনা,

২। যদি হয়ে থাকে তবে তাহা রাজ্যের মোট চাহিদার কত অংশ এবং সেগুলি কোন্ কোন্ গুদামে কি পরিমাণ আছে, (গোদাম ভিত্তিক হিসাব), এবং

৩। এর মধ্যে রেশন দোকান, জওহর রোজগার ও অন্যান্য কাজের জন্য বরাদ্দকৃত চাল, ও গমের পরিমাণ কত ?

৪। বর্ত্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ও গ্রামাঞ্চলে কেরোসিনের অভাব দূর করা এবং কালোবাজারী বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Answers

Replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department

তথ্য সংগ্রহাধীনে আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 63

Name of M.L A :—**Sri Samar Choudhury,**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Appointment and Services Department be pleased to state : –

১। ১৯৮৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮৯ জুলাই পর্যান্ত সময়ে রাজ্য সরকার কোন পদে কতজন কর্মচারী নিযুক্ত করেছেন.

২। তাদের মধ্যে রেগুলার এবং কন্টিজেণ্ট নিয়োগের সংখ্যা কত ?

৩। এই সকল নিয়োগে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে করা হয়েছে কত সংখ্যা

Minister-in-Charge of the Apptt. & Service Department — S. R. Majumder, Chief Minister

১। রাজ্য সরকার কর্তৃক ১৯৮৮ ইং ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮৯ ইং সনের জুলাই মাস পর্য্যন্ত বিভিন্ন পদে কর্মচারী নিয়োগের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক). প্রথম শ্রেণী :— ১৫ জন।

খ) দ্বিতীয় শ্রেণী : - ১৪১ জন।

গ) তৃতীয় শ্রেণী :— ১,২৯৪ জন।

ঘ) চতুর্থ শ্রেণী এবং সমতুল পদ ৩,০৪৯ জন (চতুর্থ শ্রেণী-১৯৩৩ এবং কন্টিজেণ্ট কর্মচারী—১১১৬)

সর্ব্বমোট ৪,৪৯৯ জন।

২। তাদের মধ্যে ৩৩৮৩ জন রেগুলার এবং ১১১৬ জন কন্টিজেণ্ট কর্মচারী।

৩। উক্ত কর্মচারীদের মধ্যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা ৬৯৯ জন। এ ছাড়া বাকী পদে ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগ, বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ, Die-in harness এর ক্ষেত্রে, টি, এন্, ভি,পুনর্বাসন প্রকল্পে এবং বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে জরুরী প্রয়োজনে লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

Admitted Un-Starred Question No. 66.

Name of the members :—

1. Sri Badal Choudhury, M. L. A.
2. Sri Samar Choudhury, M. L. A.
3. Sri Nakul Das M. L. A.
4. Sri Gopal Ch. Das, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ এ বর্তমান রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা কত, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২) তাদের মধ্যে তপশিলী উপজাতি, তপশিলী জাতি, প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সৈনিকের সংখ্যা কত,

৩) এই কর্মপ্রার্থী তালিকার মধ্যে বর্তমানে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি স্নাতক, স্নাতকোত্তর, দ্বাদশ শ্রেণী, মাধ্যমিক, সিনিয়র বেসিক অন্যান্য কত সংখ্যায় রয়েছে ?

Minister-in-Charge of
The Labour and Employment :— **Shri Arun Kar.**

উত্তর

১) ত্রিপুরায় এমপ্লয়মেন্ট একস্‌চেঞ্জ এ বর্তমান রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা ১,৫৬,১২২ জন মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

আগরতলা	৫৯,৫১৮ জন,
খোয়াই	১৮,০৫০ জন,
সোনামুড়া	১৩,৫১৩ জন।
ধর্মনগর	১৪,১৮৮ জন।
কৈলাসহর	১০,১৮৫ জন।
কমলপুর	৭,৯৫১ জন।
উদয়পুর	১০,৭৫৮ জন।
বিলোনীয়া	১১,৭৩০ জন।
সাব্রুম	৫,৭০২ জন।
অমরপুর (গণ্ডাছড়া সহ)	৫,১২৭ জন।

২) তাদের মধ্যে তপশিলী উপজাতি	১৪,০২৩ জন।
তপশিলী জাতি	১৩,৯৭৯ জন।
প্রতিবন্ধী	১,৯৯৩ জন।
প্রাক্তন সৈনিক	৩৪৫ জন।

৩। এই কর্ম প্রার্থী তালিকার মধ্যে—

স্নাতকোত্তর	১,১১৫ জন।
স্নাতক	১২,৭৮৪ জন
দ্বাদশ শ্রেণী	১৮,১৭০ জন।
মাধ্যমিক	৪১,৪১৬ জন।
সিনিয়র বেসিক	৬৯,৩৩০ জন।
টেকনিকেল	৮৫০ জন।
এবং অন্যান্য	১৩,০৫৭ জন।